পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 328 Monday, 2 November, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৩২৮ সংখ্যা ✱ ১৫ কার্ত্তিক ১৪৩৩, সোমবার, ২ নভেম্বর ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

প্রীতিকে কী যোগ্যতায় রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র করলেন শমীক?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ নভেম্বরঃ রাজ্যে সরকার বদলের পর থেকে বিবিধ ঘটনায় বিজেপির অন্দরের সমন্বয়ের অভাব প্রকট হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে রাজ্য বিজেপির একাংশে প্রশ্ন উঠল এক মুখপাত্র নিয়োগ নিয়ে। যে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে শনিবার রাতে। কিন্তু রবিবার সকাল থেকেই বিজেপির অন্দরের আলোচনায় একটাই নাম, প্রীতি নোনিয়া। বিজেপির তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে লেখা হয়েছে, রাজ্য



সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য রাজ্যের মুখপাত্র হিসাবে নিয়োগ করেছেন। কিন্তু ইনি কে? পদ্মশিবিরের প্রথম সারির অনেকের কাছেই এই নাম পরিচিত নয়। কৌতূহলীরা আবার খোঁজ করা শুরু করেছেন। সেই অনুসন্ধানে একটি তথ্য পেয়েছেন তাঁরা। বিজেপির দক্ষিণবঙ্গের এক জেলা সভাপতি জানিয়েছেন, প্রীতির মূল পরিচয়, তিনি জনৈক রোশনের স্ত্রী। কে এই রোশন? তাঁর

● এরপর ৬ পাতায়...

ফের যাদবপুর! শিক্ষাকর্মীর বিরুদ্ধেই ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ নভেম্বরঃ শিক্ষাঙ্গনে প্রশ্নের মুখে নারী নিরাপত্তা। ফের যাদবপুরে এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরেই এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষাকর্মীর বিরুদ্ধেই শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষাকর্মী



শ্লীলতাহানি করেছেন, এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন ওই ছাত্রী। গত শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে। ছাত্রীর অভিযোগ অনুযায়ী, গত শুক্রবার সন্ধ্যায় কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী মিলে টেকনোলজি ভবনের চারতলায় বসেছিলেন। সেই সময় ওই শিক্ষাকর্মী তাঁদের সেখান থেকে সরে যেতে বলেন। বাকিরা নিচে নেমে গেলেও, ওই ছাত্রী আরও উপরের তলায় উঠে যান। অভিযোগ, এরপর

● এরপর ৬ পাতায়...

চলতি বছরের শেষেই মিলবে সিএএ-তে নাগরিকত্ব!

ঠাকুরবাড়ির সভা থেকে মতুয়াদের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ নভেম্বরঃ আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া ও শুনানি সম্পূর্ণ করে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বা সিএএ মারফত মতুয়াদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হবে। রবিবার ঠাকুরনগরের আন্তর্জাতিক মতুয়া গোঁসাই সম্মেলনে যোগ দিয়ে এমনই বড় ঘোষণা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নাগরিকত্বের শংসাপত্র হাতে পেলেই বাদ পড়া মতুয়াদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে সবরকম প্রশাসনিক সাহায্য করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। রবিবার ঠাকুরবাড়িতে আয়োজিত দ্বিতীয় বর্ষের এই আন্তর্জাতিক গোঁসাই সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশিকা অনুযায়ী নবান্নে জেলা শাসকদের নিয়ে ইতিমধ্যে উচ্চপর্যায়ের কর্মশালা হয়েছে। রাজ্যে থাকা প্রায় আড়াই লক্ষ আবেদনকারীর ফাইল দ্রুত নিষ্পত্তি করার কাজ চলছে। এ দিন মতুয়াদের আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত শুনানি শেষ করে সিএএ-এর মাধ্যমে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। কাউকে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না। উল্লেখ্য, এর আগে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন



বা এসআইআর প্রক্রিয়া চলার সময় নাগরিকত্বের কাগজ না থাকায় বহু মতুয়া নাগরিক তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়ার সমস্যায় পড়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী জানুয়ারি মাসে যখন ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হবে, তখন শংসাপত্র পাওয়া নাগরিকরা যাতে সহজে ভোটাধিকার ফিরে পান, তার জন্য রাজ্য সরকার কোমর বেঁধে নামবে। প্রয়োজনীয় নথিপত্র জোগাড় করতেও প্রশাসন সবরকম সহায়তা করবে। নাগরিকত্ব পাওয়ার পরে যাতে মতুয়ারা সবাই সব সামাজিক সুযোগ সুবিধা পান তা নিশ্চিত করতে সিএমও-তে একজন ডেডিকেটেড আধিকারিক থাকবেন। এ দিনের মঞ্চ থেকে বিগত দিনের রাজনৈতিক বিরোধিতাকেও তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, অতীতে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিএএ নিয়ে নানা বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিলেন এবং আইনের বিরোধিতা করেছিলেন। জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে সেই ভুল করার জন্যই গণতান্ত্রিক উপায়ে মানুষ তাঁদের ক্ষমতাচ্যুত করেছে বলে তোপ দাগেন তিনি। একইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, রাজ্যের প্রায় ৭০টি মতুয়া প্রভাবিত আসনেই পদ্মশিবির জয়লাভ করেছে এবং মতুয়া সমাজের উন্নয়নে সরকার বদ্ধপরিকর। মতুয়া সম্প্রদায়ের সার্বিক বিকাশের জন্য এ দিন একাধিক আর্থিক ও পরিকাঠামো উন্নয়নের ঘোষণাও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, মতুয়া বোর্ড পুনর্গঠন করে চলতি অর্থবর্ষে বিশেষ উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করবে রাজ্য সরকার। গোঁসাই সমাজের কল্যাণে নতুন প্রকল্প চালুর পাশাপাশি চাঁদপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালের পরিকাঠামো আমূল বদলে ফেলার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

‘ইন্ডিয়ার’ ঐতিহাসিক সমাবেশ

‘আমরা হারিনি, হারানো হয়েছে’



সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বরঃ দিল্লির রামলীলা ময়দানে নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রের শাসক দলকে একাসনে রেখে আক্রমণ শানালেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানালেন, দেশের যুবরাই যা উত্তর দেওয়ার দেবে। অভিভাবক হয়ে দরকারে তাঁদের পথ দেখাবেন তিনি। রবিবার ‘ইন্ডিয়া’র মঞ্চ থেকে সরাসরি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে নিশানা করে তিনি বলেন, ‘‘বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন দেশের গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছে।’’ বাংলায় লক্ষ লক্ষ ভোটারকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। সমাবেশের শুরুতেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা রাজনৈতিক নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ধন্যবাদ জানান তৃণমূলনেত্রী। তিনি বলেন, তেজস্বী যাদব, কপিল সিব্বল, অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া সুলে থেকে শুরু করে বাম নেতৃত্ব এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা এই মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন। নাগরিক সমাজ, মানবাধিকার সংগঠন ও তরুণ প্রজন্মকে সাধুবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, ‘‘বর্তমান পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সকলে মিলে যে লড়াই শুরু হয়েছে, তাতে জয় নিশ্চিত।’’ কেন্দ্রীয় সরকারকে তুলোধনা করে মমতা বলেন, ‘‘আমরা হারিনি, আমাদের হারানো হয়েছে। ভোট লুট করেছে বিজেপি, দেশের গণতন্ত্রকে হরণ করেছে।’’ তাঁর অভিযোগ, এসআইআর-এর খাঁড়ায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। এই প্রসঙ্গে কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, এসআইআর-এর প্রকৃত অর্থ হল- ‘স্পেশাল ইনটেনসিভ রিলিফ টু আ পলিটিক্যাল পার্টি লাইক বিজেপি’। তাঁর দাবি, শুধু ভোট বা গণতন্ত্র নয়, বাংলার মানুষের চাকরি, সম্মান এবং সাংবিধানিক অধিকার পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ‘ভ্যানিশ কুমার’ বলে আক্রমণ করে

● এরপর ৬ পাতায়...

‘আপনারা, সংবিধানের চেয়ে বড় নন’!



সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বরঃ দিল্লির রামলীলা ময়দানের সমাবেশ থেকে কেন্দ্র সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। রবিবার ‘ইন্ডিয়া’র ঐতিহাসিক সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সরাসরি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে সরাসরি আক্রমণ করেন তিনি। একইসঙ্গে নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহকে হুঁশিয়ারি দিয়ে রাহুল বলেন, ‘‘জ্ঞানেশ কুমারকে সরানোর পর আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য আপনারা।’’ রামলীলার মঞ্চে দাঁড়িয়ে সংবিধানকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়ার কথা ফের মনে করিয়ে দেন রাহুল গান্ধি। তিনি বলেন, ‘‘নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহকে স্পষ্ট বার্তা দিতে আপনারা এখানে এসেছেন। তারা যতই ধনী হোন বা নিজেদের শক্তিশালী মনে করুন না কেন, আপনারা সংবিধানের চেয়ে বড় নন।’’ প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে তীব্র আক্রমণ করে রাহুল গান্ধি দাবি করেন, নির্বাচন কমিশন ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সাহায্য ছাড়া নরেন্দ্র মোদি কখনও প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন না এবং অমিত শাহও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হতে পারতেন না। ভোটার তালিকা থেকে ১৫ শতাংশ ভোটারকে বাদ দেওয়ার প্রসঙ্গ টেনে রাহুল একে সাধারণ চুরি নয়, বরং ‘রাষ্ট্রদ্রোহিতা’ এবং ‘বিরল থেকে বিরলতম অপরাধ’ বলে তোপ দাগেন। তাঁর অভিযোগ, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন ছাড়াও মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র এবং কর্নাটকের মতো একাধিক নির্বাচনে পরিকল্পিতভাবে ভোট চুরি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মন্তব্যের পাল্টা দিয়ে রাহুল বলেন, ‘‘অমিত শাহ বলছেন নরেন্দ্র মোদি কোথাও যাচ্ছেন না। আমি বলতে চাই, তাঁকে কোথাও যেতে দেওয়া হবে না। দেশবাসীর অধিকার রক্ষা করতে সবার আগে জ্ঞানেশ কুমারকে পদ থেকে সরিয়ে জেলে পাঠানো হবে। আর তারপর আমরা আপনাদের

● এরপর ৬ পাতায়...

চোরবাগান কাণ্ডের শিক্ষা, উৎসবের ভিড় সামলাতে কড়া পদক্ষেপ নবান্নের!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১ নভেম্বর ঃ দুর্গাপুজোর উৎসব শেষ। এবার বাঙালির দরজায় কড়া নাড়ছে কালীপুজো। তার পরেই জগদ্ধাত্রী পুজো। পাশাপাশি রয়েছে ছটপুজোও। উৎসবের মরশুমে ফের ভিড় জমবে শহর থেকে জেলা, বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ থেকে শুরু করে নদীর ঘাটগুলিতে। আর সেই বিপুল জনসমাগমের কথা মাথায় রেখেই আগেভাগে সতর্ক রাজ্য প্রশাসন। চোরবাগান কাণ্ড থেকে শিক্ষা নিয়ে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না নবান্ন। ইতিমধ্যেই কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো এবং ছটপুজোকে কেন্দ্র করে একাধিক নিরাপত্তা ও পরিকাঠামোগত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। উৎসবের দিনগুলিতে পুজোমণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করাই প্রশাসনের কাছে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে জনপ্রিয় মণ্ডপগুলিতে সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত উপচে পড়ে মানুষের ঢল। সেই পরিস্থিতিতে যাতে কোনওভাবেই পদপিষ্ট হওয়ার মতো দুর্ঘটনা না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে পুজো কমিটিগুলিকে বিশেষ সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মণ্ডপের প্রবেশ এবং বেরনোর পথ পর্যাপ্ত চওড়া রাখতে হবে। একই পথ দিয়ে প্রবেশ ও প্রস্থান যাতে না হয়, সেদিকেও নজর দিতে হবে। দর্শনার্থীদের চলাচলে যাতে কোনও বাধা তৈরি না হয়, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নিতে হবে আয়োজকদের। শুধু প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ চওড়া রাখলেই হবে না, মণ্ডপের ভিতরে ভিড় নিয়ন্ত্রণের উপরেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কোনওভাবেই যাতে



একসঙ্গে অতিরিক্ত দর্শনার্থী মণ্ডপের ভিতরে ঢুকে না পড়েন, তা নিশ্চিত করতে হবে। সেই কারণে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবকদের নির্দিষ্ট জায়গায় মোতায়েন রাখতে হবে, যাতে ভিড়ের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং প্রয়োজনে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়। মণ্ডপে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থাও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রবেশপথ, প্রস্থানপথ, আশপাশের রাস্তা এবং দর্শনার্থীদের যাতায়াতের জায়গাগুলিতে যেন অন্ধকার না থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে রাতের দিকে ভিড় বাড়লে আলোর অভাবে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। তাই আলোকসজ্জার পাশাপাশি নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় আলো রাখার উপরেও জোর দেওয়া হয়েছে। পুলিশি নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও থাকছে বিশেষ নজরদারি। কোন মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় বেশি হয়, কোন এলাকায় জনসমাগমের সম্ভাবনা বেশি, সেই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে পুলিশ মোতায়েন করতে হবে। পরিস্থিতি অনুযায়ী নিরাপত্তার ব্যবস্থা বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মণ্ডপে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখতে হবে। কোনও দর্শনার্থী অসুস্থ হয়ে পড়লে বা দুর্ঘটনায় আহত হলে যাতে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। অগ্নিকাণ্ডের মতো বিপর্যয় মোকাবিলাতেও বিশেষ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। মণ্ডপগুলিতে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা রাখতে হবে। কোথাও আগুন লাগার মতো ঘটনা ঘটলে যাতে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়, তার জন্য দমকলের প্রস্তুতির উপরেও জোর দেওয়া হয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে দমকলের পৌঁছনোর ব্যবস্থা রাখার কথা বলা হয়েছে। মণ্ডপের অগ্নিনিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখবে পুলিশ ও প্রশাসন।

● এরপর ৬ পাতায়...

‘তৃণমূলের ভোট লুঠ নিয়ে যেন একটাও কথা না বলে সিপিএম!’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ নভেম্বরঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে অপসারণের দাবিতে জাতীয় মঞ্চে সিপিএম-তৃণমূলের ‘রাজনৈতিক সখ্যতা’ নিয়ে জোর চর্চা চলছে। এই ইস্যুকে হাতিয়ার করেই সরব হয়েছে বিজেপি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এম এ বেবির সৌজন্য সাক্ষাতকে নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এবার সুর চড়ালেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পলও। এম এ বেবি ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি পোস্ট



করে বেশ কিছু প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন তিনি। বাম ও তৃণমূলকে একযোগে আক্রমণ করে বলেন, ‘‘এই দ্বিচারিতা বাংলার মানুষ কোনওভাবে মেনে নেবে না।’’ আজ, রবিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে ইন্ডি জোটের মেগা সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সেখানেই এদিন রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়্গের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এম এ বেবি, অধীর চৌধুরীরা। সেই সমাবেশেরই একটি ছবি নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন অগ্নিমিত্রা। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, মমতা বসে রয়েছেন। তাঁর পাশে অখিলেশ যাদব আর তার ঠিক পরেই এম এ বেবি। জাতীয় মঞ্চে কার্যত মমতা-বেবিকে পাশাপাশি দেখা গিয়েছে। সেই ছবি পোস্ট করে অগ্নিমিত্রা লেখেন, ‘‘এই ছবিটা থেকে যাবে। রাজনীতির ইতিহাসে থেকে যাবে এক অদ্ভুত রাজনৈতিক সমীকরণের সাক্ষী হয়ে।’’ এরপরই অগ্নিমিত্রার বাকি পোস্ট জুড়ে কখনও বামেদের নিশানা করেছেন, কখনও বাম ও তৃণমূলকে একযোগে রেখে আক্রমণ করেছেন। তাঁর কথায়, ‘‘জাতীয় রাজনীতির স্বার্থে এই রাজনৈতিক সমঝোতা বাংলার রাজনীতিতে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।’’ তার কারণ হিসেবে লেখেন, ‘‘যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বাংলায় ভোট লুঠের অভিযোগ তুলে বছরের পর বছর আন্দোলন করেছে বামেরা, সেই মমতার সঙ্গেই যখন ভোটচুরির প্রতিবাদে পথে নামতে হচ্ছে, তখন বাংলায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোট লুঠের অভিযোগ তোলার নৈতিক অধিকার আর থাকবে না।’’ সিপিএমকে মনে করিয়ে দিয়েছেন তাদের কর্মীদের মৃত্যুর ঘটনা। তাঁর প্রশ্ন, যে তৃণমূলের জন্য বাম কর্মীদের প্রাণ হারাতে হয়েছে, তা ভুলে কীভাবে তৃণমূলের সঙ্গে হাত মেলাতে পারে সিপিএম? লেখেন, ‘‘সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, এই রাজনৈতিক সমঝোতার মূল্য কি ভুলে যেতে হবে সেই সমস্ত সিপিএম কর্মীদের, যাঁরা তৃণমূল শাসনকালে প্রাণ হারিয়েছেন? বাংলার মাটিতে একের পর এক বাম কর্মীর মৃত্যুর ঘটনা, তাঁদের পরিবারের কান্না, তাঁদের রাজনৈতিক লড়াই-সবকিছু কি আজ জাতীয় রাজনীতির স্বার্থে বিস্মৃতির অতলে ঠেলে দেওয়া হবে? যাঁদের মৃত্যুকে সামনে রেখে সিপিএম এতদিন তৃণমূলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে, আজ সেই তৃণমূলের সঙ্গেই হাত মেলাতে চলেছে দলের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব।’’ তাঁর কথায়, ‘‘তৃণমূলের সঙ্গে আজকের সমঝোতা বাম কর্মীদের আত্মত্যাগের প্রতি অসম্মান বলেই মনে করছেন অনেকে।’’ অগ্নিমিত্রা পোস্টে আরও লেখেন, ‘‘সিপিএম ও তৃণমূলের এই রাজনৈতিক আঁতাত বাংলার মানুষের কাছে এক বড় প্রশ্নচিহ্ন। একদিকে নিহত বাম কর্মীদের স্মৃতি, অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতা-এই দ্বিচারিতা মানুষ প্রত্যাখ্যান করবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়ে ভোটচুরির প্রতিবাদ করতে যাচ্ছেন এম এ বেবি। এবার বাংলায় তৃণমূলের ভোট লুঠ নিয়ে সিপিএম যেন আর একটা কথাও না বলে! এই অশুভ আঁতাতের জবাব বাংলার মানুষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই দেবেন।’’

‘ওর প্রেমের দোকানে শুধু ঘৃণাই মেলে!’

সংবাদ সংস্থা, চণ্ডীগড়, ১ নভেম্বরঃ পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনের সলতে পাকানো শুরু করে কংগ্রেস ও বিশেষ করে রাহুল গান্ধিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিরোধী দলনেতার বহুল চর্চিত ‘মহব্বত কি দোকান’ থেকে শুরু করে তাঁর রাজনৈতিক পদমর্যাদার আকাঙ্ক্ষা- কোনও কিছুই খোঁচা দিতে ছাড়েননি শাহ। একই সঙ্গে ২০২৯ সালের মধ্যে পাঞ্জাব তথা পুরো দেশ থেকে মাদক নির্মূল করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। চণ্ডীগড়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘‘রাহুলজি, আপনার প্রেমের দোকানে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না।’’ উল্লেখ্য, রাহুল গান্ধির ‘মক পার্লামেন্ট’ আয়োজনের বিষয়টিকেও খোঁচা দেওয়ার হাতিয়ার করেন তিনি। শাহের কথায়, ‘‘রাহুল গান্ধি প্রধানমন্ত্রী হতে চান, আর সেই জন্যই তিনি মক পার্লামেন্ট ডাকার এই নতুন পথ খুঁজে নিয়েছেন। রাহুলজি, আপনার এই ছায়া সংসদেই আপনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকুন। দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন কিন্তু সত্যি হবে না।’’ দিল্লির বিগত কয়েকটি নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নিয়েও ভবিষ্যদ্বাণী করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি মনে করিয়ে দেন, গত তিনটি বিধানসভা নির্বাচনে দিল্লিতে কংগ্রেস শূন্যে নেমে এসেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি, পরবর্তী তিনটি নির্বাচনেও ওই রাজ্যে খাতা খুলতে পারবে না হাত শিবির। ফের বিরোধী আসনেই বসার জন্য তৈরি থাকুন। এ দিন উৎসবে মরশুমে রাজনৈতিক সমাবেশ না করার জন্য দিল্লির ব্যবসায়ীদের তরফে কংগ্রেসের কাছে আর্জির বিষয়টিও তিনি উত্থাপন করেন। ২০২৭ সালের পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এখন থেকেই জমি তৈরি করতে চাইছে পদ্ম শিবির। বিজেপি যে পাঞ্জাবে ছোট শরিক হিসেবে নয়, বরং নিজেদের ক্ষমতাবলে সরকার গঠন করতে মুখিয়ে রয়েছে, তা শাহের বক্তব্যেই স্পষ্ট। পাঞ্জাব থেকে মাদক সমস্যা উপড়ে ফেলাকেই ভোটের প্রধান হাতিয়ার করছে পদ্ম শিবির। ২০২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে গোটা দেশকে মাদকমুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছেন শাহ। ইতিমধ্যেই পাঞ্জাবের ভোট ময়দানে চাল চালতে শুরু করেছে আম আদমি পার্টি (আপ)। তারা ৪০ জন প্রার্থীর প্রথম তালিকা প্রকাশ করেও দিয়েছে। যার মধ্যে দু’জন দলই ছেড়ে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শাহের মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ পরিণত ঘূর্ণিঝড়ে!

৩ নভেম্বর অন্ধ্রে ল্যান্ডফল ‘মুরাসু’র, কতটা প্রভাব বাংলায়?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ নভেম্বরঃ ‘অর্ণব’-এর প্রভাব এখনও স্পষ্ট অন্ধ্রে। ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে ব্যাপক। তার মধ্যেই আরও এক নতুন ঘূর্ণিঝড় নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হচ্ছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাই হল। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত হওয়া গভীর নিম্নচাপটি আরও জোরদার হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে। আবহাওয়াবিদরা এই ঘূর্ণিঝড়টির নামকরণ করেছেন ‘মুরাসু’। এই নামটি ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্য থেকে নেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করা এই ঝড়টি মূলত পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক বরাবর নিজের অভিমুখ বজায় রেখে এগোচ্ছে। এর জেরে দক্ষিণ ভারতে বড় ধরনের দুর্যোগের আশঙ্কা তৈরি হলেও, এ রাজ্যের জন্য স্বস্তির খবর শুনিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শীতও কি আসতে চলেছে এবার বঙ্গে? আলিপুর আবহাওয়া দফতরের দেওয়া সর্বশেষ বুলেটিন অনুযায়ী, আগামী ২ নভেম্বর এই সিস্টেমটি সমুদ্র থেকে আরও প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে



একটি অত্যন্ত শক্তিশালী বা তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেবে। আগামী ৩ নভেম্বর সকালের দিকে অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলভাগে আঘাত হানতে পারে এই সাইক্লোন। নেলোর থেকে আরসাকু.রি মধ্যবর্তী উপকূলবর্তী অঞ্চলে এটি আছড়ে পড়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। ল্যান্ডফল বা স্থলভাগে আছড়ে পড়ার সময়ে ‘মুরাসু’র মূল গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ১০০ থেকে ১১০ কিলোমিটার। তবে উপকূলে প্রবেশের সময় হাওয়ার দমকা গতি বা ‘গাস্ট উইন্ড’ সর্বোচ্চ ১২০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। আবহাওয়াবিদরা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, যেহেতু এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রাথমিক গতিপথ ও অভিমুখ অন্ধ্রপ্রদেশের দক্ষিণ উপকূলের দিকে, তাই পশ্চিমবঙ্গে এই ঝড়ের কোনও সরাসরি ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে না। মূলত অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তার সংলগ্ন দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিই এই সাইক্লোনের তাণ্ডবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তবে সাইক্লোনের পরোক্ষ প্রভাবে এ রাজ্যের আকাশে আংশিক মেঘলা ভাব দেখা দিতে পারে। ১ থেকে ৩ নভেম্বরের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় স্থানীয় ভাবে বিক্ষিপ্ত ও হালকা ধরনের স্বল্পস্থায়ী বৃষ্টিপাত হতে পারে। এর বাইরে বড় ধরনের কোনও ভারী বর্ষণ বা ঝড়ঝঞ্ঝার আশঙ্কা রাজ্যে আপাতত নেই। ঘূর্ণিঝড় কেটে যাওয়ার পরই রাজ্যে পারদ পতনের জোরালো ইঙ্গিত দিয়েছে হাওয়া অফিস। আগামী ৩ দিন রাজ্যে তাপমাত্রার খুব একটা বড় রকমের ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা নেই। তবে ৪-৫ দিন পর থেকে পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। সাইক্লোনট

কালিয়াচকে এসটিএফের বড় সাফল্য, বিশেষ বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ১ নভেম্বর ঃ মালদার কালিয়াচকে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধার করেছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। উদ্ধার করা হযেছে প্রায় ২.৬৮৮ কেজি উচ্চমাত্রার নিষিদ্ধ মাদক মরফিন। এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে একটি আন্ত ঃরাজ্য মাদক পাচার চক্রের চার সদস্যকে গ্রেফতার করা হযেছে। রবিবার সামাজিক মাধ্যমে এই সফল অভিযানের তথ্য প্রকাশ করে মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের আপসহীন ও 'জিরো টলারেন্স' অবস্থানের কথা স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে মাদকের একটি বড় চালান পাচারের খবর পেয়ে রবিবার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের কালিয়াচক থানার অন্তর্গত মধুঘাট সংলগ্ন এলাকায় ওঁত পেতে বসেন এসটিএফ-এর গোয়েন্দারা। সন্দেহভাজনদের পাকড়াও করে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় প্রায় ২.৬৮৮ কেজি মরফিন। আন্তর্জাতিক বাজারে এই বাজেয়াপ্ত মাদকের মূল্য কযেক কোটি টাকা বলে মনে করা হচ্ছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে সুনির্দিষ্ট মামলা রুজু করে হেফাজতে নিয়ে এই চক্রের শিকড় পর্যন্ত পৌঁছতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।এই অভিযানের ভূয়সী প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ফেসবুকে লেখেন, অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও সমন্বিত এই অভিযানের সাফল্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এবং এসটিএফ-এর সমস্ত আধিকারিক ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দ জানাচ্ছি। মাদক মাফিয়াদের উদ্দেশে হুঁশিযারি দিয়ে তিনি আরও লেখেন, মাদক পাচারকারী, কারবারি ও অপরাধ চক্রের সঙ্গে যুক্ত সকলকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, এই ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে আমাদের সরকারের অবস্থান আপসহীন। মাদক পাচারের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি মেনেই প্রতিটি অপরাধীকে কঠোর হাতে দমন করা হবে।

ব্যবসায়ীদের ক্ষতি ও দেশে অশান্তি ছড়ানোই বিরোধীদের লক্ষ্য ঃজে পি নাড্ডা



নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর ঃ দিল্লির রামলীলা ময়দানে বিরোধী জোটের মেগা সমাবেশকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা জে পি নাড্ডা। উসবের আবহে সমাবেশ ডেকে রাজধানীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসাযীদের রুটিরুজিতে আঘাত হানার অভিযোগ তুলে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন তিনি।রবিবার জে পি নাড্ডা বলেন, এই অন্ধকার দিনে রাহুল গান্ধীর সংকীর্ণ ও নীচ মানসিকতা ফের প্রকাশ্যে এসেছে। যে দিনে সমগ্র দেশের উচিত ছিল শহিদ এবং নির্যাতিতদের স্মরণ করা, সেই দিনে রাহুল গান্ধী রামলীলা ময়দানে দাঁড়িয়ে নিজের স্বার্থান্বেষী রাজনীতির প্রচার করতে ব্যস্তাসমাবেশের সময় ঠিক করা নিয়ে কড়া প্রশ্ন তুলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, এই পবিত্র উৎসবের মরশুমে পুরো দিল্লিকে থমকে দেওযা, ক্ষুদ্র দোকানদার ও ব্যবসাযীদের জীবন-জীবিকায় সরাসরি আঘাত হানা এবং দেশে দাঙ্গা ও অস্থিরতার পরিবেশ তৈরি করাই রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস দলের আসল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। উসবের সময় রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে জনজীবন ও বাণিজ্য বিঘ্নিত করার অপচেষ্টা সাধারণ মানুষ মেনে নেবে না বলেও হুঁশিযারি দেন তিনি।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দাযবদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও অভিযান নারী ক্ষমতায়নের মাইলফলকে প্রমাণিতঃরাষ্ট্রপতি



কুরুক্ষেত্র, ১ নভেম্বর ঃ বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও অভিযানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি বলেছেন, দেশব্যাপী 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' অভিযান নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে হরিয়ানার পানিপথ থেকে এই অভিযানের সূচনা হয়েছিল। তিনি উল্লেখ করেন, জন্মের সময় শিশু লিঙ্গানুপাত- যা ২০১৪ সালে প্রতি এক হাজার ছেলে শিশুর বিপরীতে ৮৭১ জন মেয়ে শিশু ছিল- তা ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে বেড়ে প্রায় ৯১৫-এ দাঁড়িয়েছে। হরিয়ানা গঠনের ৬০-তম বার্ষিকী উপলক্ষে রবিবার কুরুক্ষেত্রে আয়োজিত রাজ্যস্তরের 'হরিয়ানা দিবস' অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় রাষ্ট্রপতি মুর্মু এ কথা বলেন। তিনি জানান, গত এক দশকে হরিয়ানা নারী ক্ষমতায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেন, হরিয়ানার মেয়েরা আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দেশের জন্য গৌরব বয়ে এনেছেন। তিনি উল্লেখ করেন, মনু ভাকের, সুইটি বুরা এবং জেসমিন ল্যাম্বোরিয়া-সহ অসংখ্য কন্যা তাঁদের অসাধারণ সাফল্যের মাধ্যমে হরিয়ানা ও সমগ্র দেশকে গর্বিত করছেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, হরিয়ানার ক্রীড়াবিদরা ভারতের ক্রীড়া ইতিহাসে অনন্য অবদান রেখেছেন তাঁরা অলিম্পিক গেমস, প্যারালিম্পিক গেমস, এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের মতো আসরে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি বলেন, কঠোর পরিশ্রমী কৃষক, সাহসী সৈনিক, কৃতী ক্রীড়াবিদ এবং ক্ষমতায়িত নারীরাই হলো হরিয়ানার প্রকৃত পরিচয়। তিনি বলেন, ১৯৬৬ সালের এই দিনে যখন হরিয়ানা গঠিত হয়, তখন এটিকে একটি অনগ্রসর অঞ্চল হিসেবে গণ্য করা হতো। তবে এখন হরিয়ানা দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় রাজ্য হিসেবে পরিগণিত হয়। সাইনি বলেন, এই প্রাপ্তি কোনও একক ব্যক্তির নয়, বরং কৃষক, শ্রমিক, উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, ক্রী।বিদ এবং নারীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল। তিনি আরও বলেন, হরিয়ানার কন্যারা কৃষি ও খেলাধুলো থেকে শুরু করে সশস্ত্র বাহিনী এবং স্টার্ট-আপ- প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাজ্যের জন্য গৌরব বয়ে আনছেন। সাইনি উল্লেখ করেন, ভারতের জিডিপিতে হরিয়ানার অবদান প্রায় ৩.৬ শতাংশ। তিনি জানান, কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে (এমএসপি) ২৪টি ফসল সংগ্রহকারী দেশের প্রথম রাজ্য হলো হরিয়ানা। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, হরিয়ানার ক্রী।বিদরা আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশকে গর্বিত করেছেন।

জিএসএলভি-এফ১৮এনভিএস-০৩ মিশন

নয়াদিল্লি,১নভেম্বরঃভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) এবছর ৩০ অক্টোবর রাত ১১টা ৫১ মিনিটে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটায় সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার (SDSC) থেকে সফলভাবে জিএসএলভি-এফ১৮এনভিএস-০৩ মিশন সম্পন্ন করেছে।জিএসএলভি-এফ১৮ উক্ষেপণযানটি নেভিগেশন উপগ্রহ এনভিএস-০৩-কে নির্দিষ্ট জিওসিঙ্ক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিটে (GTO) স্থাপন করেছে। পরবর্তীতে, এবছর ৩১ অক্টোবর বিকেল ৪টা ৪৮ মিনিটে উপগ্রহটির প্রথম কক্ষপথ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। উপগ্রহটিকে ১১১.৭৫ও পূর্ব দ্রাঘিমাংশে নির্ধারিত জিওসিঙ্ক্রোনাস কক্ষপথে স্থাপনের জন্য আরও কয়েকটি কক্ষপথ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে।এনভিএস-০৩ ভারতের পরবর্তী প্রজন্মের পাঁচটি নেভিগেশন উপগ্রহের সিরিজের তৃতীয় উপগ্রহ। ভারতের নিজস্ব উপগ্রহভিত্তিক নেভিগেশন ব্যবস্থা ' উইথ ইন্ডিয়ান কনস্টেলেশন' -কে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এটি তৈরি করা হযেছে। এর ফলে, উপগ্রহভিত্তিক নেভিগেশন পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ভারতের সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে।আপনি কি জানেন?জিওসিঙ্ক্রোনাস বা জিওস্টেশনারি কক্ষপথে স্থাপনের জন্য নির্ধারিত কোনও মহাকাশযানকে সাধারণত প্রথমে একটি উপবৃত্তাকার জিওসিঙ্ক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিটে স্থাপন করা হয়। এই কক্ষপথের পেরিজি (পৃথিবীর নিকটতম বিন্দু) অপেক্ষাকৃত নিচু এবং অ্যাপোজি (পৃথিবী থেকে সর্বাধিক দূরবর্তী বিন্দু) অনেক উঁচুতে অবস্থান করে। একটি প্রচলিত GTO-তে অ্যাপোজি পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৫,৭৮৬ কিলোমিটার উচ্চতায় থাকে।অ্যাপোজির কাছাকাছি পৌঁছানোর পর মহাকাশযানটি তার নিজস্ব প্রপালশন ব্যবস্থা চালু করে পেরিজির উচ্চতা বাড়ায়.এবং কক্ষপথকে বৃত্তাকার করে। লক্ষ্য কক্ষপথের ধরন অনুযায়ী পরবর্তীতে কক্ষপথের আনতি ও অবস্থান পরিবর্তনের জন্য অতিরিক্ত কৌশলগত প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হতে পারে। কক্ষপথের উচ্চতা বাড়ানোর এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত প্রপালশন ব্যবস্থাকে সাধারণত অ্যাপোজি মোটর বলা হয়।এনভিএস-০৩-এর ক্ষেত্রে কক্ষপথের উচ্চতা বাড়ানোর জন্য লিকুইড অ্যাপোজি মোটর (গ্লক্ষ্ণ) ব্যবহার করা হয়েছে। এটি এক ধরনের রাসায়নিক রকেট ইঞ্জিন।ভন্ডমিশনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি সফল উৎক্ষেপণ জিএসএলভি-এফ১৮ সফলভাবে এনভিএস-০৩ উপগ্রহটিকে নির্ধারিত জিওসিঙ্ক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিটে (স্কন্ঠগ) স্থাপন করেছে। ভারতের উপগ্রহভিত্তিক নেভিগেশন পরিকাঠামো শক্তিশালী করার প্রচেষ্টায় এটি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। জিএসএলভির ২০তম উড়ানএই মিশন ভারতের জিওসিঙ্ক্রোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল বা জিএসএলভির ২০তম উড়ান। কৌশলগত মহাকাশ অভিযানে ভারতের নিজস্ব উক্ষেপণযানের ধারাবাহিক কার্যকর ব্যবহারের সক্ষমতা এই মিশনের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। পরবর্তী প্রজন্মের উপগ্রহ সিরিজঃএনভিএস-০৩ হল দ্বিতীয় প্রজন্মের ন্যাভিক উপগ্রহ সিরিজের (এনভিএস-০১ থেকে এনভিএস-০৫) তৃতীয় উপগ্রহ। ভারতের আঞ্চলিক নেভিগেশন ব্যবস্থার পরিষেবার পরিধি, নির্ভুলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর লক্ষ্যে এই উপগ্রহগুলি তৈরি করা হয়েছে। উপগ্রহভিত্তিক নেভিগেশন ব্যবস্থাউপগ্রহভিত্তিক নেভিগেশন ব্যবস্থা হল এমন একটি উপগ্রহ নেটওয়ার্ক, যার মাধ্যমে অবস্থান নির্ণয়, নেভিগেশন এবং সময় সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। এই উপগ্রহগুলি নিরবচ্ছিন্নভাবে নিজেদের অবস্থান এবং সুনির্দিষ্ট সময় সংক্রান্ত তথ্যসম্বলিত সংকেত প্রেরণ করে। স্মার্টফোন, যানবাহন এবং অন্যান্য নেভিগেশন যন্ত্রে থাকা রিসিভার একাধিক উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত সংকেত ব্যবহার করে ব্যবহারকারীর সঠিক অবস্থান, গতি ও দিক নির্ণয় করে।এই ব্যবস্থাগুলি পথনির্দেশ, বিমান ও জাহাজের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ, নির্ভুল কৃষিকাজ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং টেলিযোগাযোগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম এবং ভারতের নেভিগেশন উইথ ইন্ডিযান কনস্টেলেশন। উন্নত নেভিগেশন সংকেতনভিএস-০৩--এই তিনটি ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডে নেভিগেশন পেলোড রয়েছে। গ্ল৫ এবং ক্ষ ব্যান্ডের পাশাপাশি, গ্ল১ সংকেতের সংযোজন ন্যাভিকের কার্যক্ষমতা ও অন্যান্য নেভিগেশন ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য আরও বৃদ্ধি করবে। এর ফলে, ভারতের সমগ্র ভূখণ্ড এবং দেশের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে প্রায় ১,৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে নেভিগেশন পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। একাধিক ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড ব্যবহারের ফলে সামঞ্জস্যপূর্ণ রিসিভারগুলি বিভিন্ন ফ্রিকোযেন্সিতে প্রেরিত সংকেত গ্রহণ করতে পারে। পাশাপাশি, বিভিন্ন প্রয়োগক্ষেত্র এবং পরিচালনাগত পরিস্থিতির উপযোগী রিসিভার তৈরির সুযোগও বৃদ্ধি পায়।নেভিগেশন সংকেত ও তাদের ফ্রি কোয়েন্সি ব্যান্ড নেভিগেশন সংকেত হল নেভিগেশন উপগ্রহ থেকে পৃথিবীতে অবস্থিত রিসিভারের উদ্দেশ্যে প্রেরিত রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি সংকেত। এই সংকেতগুলিতে সুনির্দিষ্ট সময় এবং উপগ্রহের অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য থাকে। রিসিভার এই তথ্য ব্যবহার করে ব্যবহারকারীর অবস্থান, গতি এবং সময় নির্ণয় করে।ফ্রিকোযেন্সি ব্যান্ড বলতে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির পরিসরকে বোঝায়। উপগ্রহভিত্তিক নেভিগেশন ব্যবস্থায় এই সংকেত প্রেরণের জন্য রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি স্পেকট্রামের নির্দিষ্ট অংশ ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন কম্পাঙ্কে সংকেত প্রেরণ ও গ্রহণ করা সম্ভব হয়। দেশীয় প্রযুক্তি এনভিএস-০৩-এ সংগৃহীত পারমাণবিক ঘড়ির পাশাপাশি, দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি একটি পারমাণবিক ঘড়ি রয়েছে। নেভিগেশন সংকেত তৈরির ক্ষেত্রে এই ঘড়িগুলি অত্যন্ত নির্ভুল সময়ের রেফারেন্স প্রদান করে। সংকেতের যাত্রাকাল নির্ণয় এবং ব্যবহারকারীর সঠিক অবস্থান গণনার জন্য নির্ভুল সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।ভন্ড বিস্তৃত প্রয়োগক্ষেত্রনিভিএস-০৩ ভারতের নিজস্ব অবস্থান নির্ণয়, নেভিগেশন ও সময় সংক্রান্ত সক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করবে। পরিবহণ, সামুদ্রিক কার্যক্রম, বিমান চলাচল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, নির্ভুল কৃষিকাজ এবং কৌশলগত পরিষেবার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।জিওসিঙ্ক্রোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) দ্বারা তৈরি একটি তিন-ধাপের উক্ষেপণযান। এর সাহায্যে উপগ্রহকে জিওসিঙ্ক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিট এবং নিম্ন পৃথিবী কক্ষপথে স্থাপন করা হয়।অন্যান্য উক্ষেপণযানের তুলনায় জিএসএলভির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এর শেষ ধাপে দেশীয়.প্রযুক্তিতে তৈরি ক্রায়োজেনিক আপার স্টেজের ব্যবহার। এ ছাড়া, জিএসএলভিতে ব্যবহৃত বুস্টারগুলি তরল জ্বালানিচালিত, যা সাধারণভাবে গ্ল-৪০ নামে পরিচিত। এগুলিতে নাইট্রোজেন টেট্রক্সাইড (গগ) এবং UH২৫-এর হাইপারগলিক সংমিশ্রণ ব্যবহার করা হয়। UH২৫ হল ৭৫ শতাংশ আনসিমেট্রিক্যাল ডাইমিথাইল হাইড্রাজিন এবং ২৫ শতাংশ হাইড্রাজিন হাইড্রেটের মিশ্রণ।জিএসএলভি-এফ১৮-এর উচ্চতা প্রায় ৫০ মিটার এবং উক্ষেপণের সময় এর মোট ওজন প্রায়.৪২০ টন। এতে ৩.৪ মিটার ব্যাসের ধাতব পেলোড ফেয়ারিং রযেছে। এই উক্ষেপণযানটি সফলভাবে প্রায় ২,২৫০ কেজি ওজনের এনভিএস-০৩ নেভিগেশন উপগ্রহকে বহন করেছে। ক্রায়োজেনিক আপার স্টেজ ক্রায়োজেনিক আপার স্টেজ হল উৎক্ষেপণযানের শেষ ধাপ, যেখানে নির্দিষ্ট প্রপেল্যান্ট ব্যবহার করে উপগ্রহকে নির্ধারিত কক্ষপথে স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চ দক্ষতা ও শক্তি সরবরাহ করা হয়। জিএসএলভিতে ব্যবহৃত ইসরোর নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি ক্রায়োজেনিক আপার স্টেজে জ্বালানি হিসেবে তরল হাইড্রোজেন এবং জারক হিসেবে তরল অক্সিজেন ব্যবহার করা হয়। এই দুটি উপাদানই অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়।জিএসএলভির আগের উৎক্ষেপণগুলিতে ব্যবহৃত রাশিযার সরবরাহ করা ক্রায়োজেনিক স্টেজের পরিবর্তে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই স্টেজ ব্যবহারের ফলে উন্নত উক্ষেপণযান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতের আত্মনির্ভরতা আরও শক্তিশালী হয়েছে।ন্যাভিক সম্পর্কে ধারণাঃভারতের নিজস্ব নেভিগেশন ব্যবস্থা ন্যাভিক হল ভারতের নিজস্ব আঞ্চলিক উপগ্রহভিত্তিক নেভিগেশন ব্যবস্থা, যা ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) তৈরি করেছে। পূর্বে এটি ইন্ডিয়ান রিজিওনাল নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম নামে পরিচিত ছিলএই ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের অবস্থান নির্ণয়, নেভিগেশন এবং সময় সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদান করা হয়। ন্যাভিকের প্রাথমিক পরিকল্পনায় সাতটি উপগ্রহের একটি নক্ষত্রমণ্ডল বা কনস্টেলেশন এবং ২৪ ঘণ্টা সক্রিয় গ্রাউন্ড স্টেশন নেটওযার্কের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। এই কাঠামোতে তিনটি উপগ্রহ জিওস্টেশনারি কক্ষপথে এবং চারটি উপগ্রহ আনত জিওসিঙ্ক্রোনাস কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। বিদ্যমান উপগ্রহ নক্ষত্রমণ্ডলকে আরও শক্তিশালী করা এবং নেভিগেশন পরিষেবার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে এনভিএস সিরিজের উপগ্রহগুলি পর্যাযক্রমে স্থাপন করা হচ্ছে। ন্যাভিক ভারতের সমগ্র ভূখণ্ড এবং দেশের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে প্রায় ১,৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে পরিষেবা প্রদান করে। এনভিএস সিরিজের উপগ্রহগুলিতে পূর্ববর্তী গ্ল৫ ও ক্ষ সংকেতের পাশাপাশি, গ্ল১ সংকেতও যুক্ত করা হয়েছে।নেভিগেশন পরিষেবার দুটি ধরননাগরিক ব্যবহারকারী এবং অনুমোদিত কৌশলগত ব্যবহার কারীদের পরিষেবা প্রদানের জন্য ন্যাভিক দুটি ধরনের নেভিগেশন পরিষেবা প্রদান করে। স্ট্যান্ডার্ড পোজিশনিং সার্ভিস (ক্ষগুক্ষ) এটি একটি উন্মুক্ত নেভিগেশন পরিষেবা, যা সাধারণ নাগরিক ব্যবহারকারীদের জন্য উপলব্ধ। ন্যাভিকের সংকেতগুলি অন্যান্য আন্তর্জাতিক উপগ্রহভিত্তিক নেভিগেশন ব্যবস্থা বা এর সংকেতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর মধ্যে রযেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, রাশিয়ার ইউরোপীয় ইউনিযনের এবং চিনের । রেস্ট্রিক্টেড সার্ভিস এটি একটি এনক্রিপ্টেড বা সংকেত-সুরক্ষিত নেভিগেশন পরিষেবা, যা শুধুমাত্র কৌশলগত ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত ব্যবহারকারীদের কাছে উপলব্ধ।পরবর্তী প্রজন্মের নেভিগেশন উপগ্রহ সিরিজের অগ্রগতিন্যাভিকের উপগ্রহ নক্ষত্রমণ্ডলকে আরও শক্তিশালী করা এবং ভারতের নিজস্ব নেভিগেশন পরিষেবার ধারাবাহিকতা বজায়.রাখার লক্ষ্যে পাঁচটি উপগ্রহ নিযে.এনভিএস সিরিজ তৈরি করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এনভিএস-০১, এনভিএস-০২ এবং এনভিএস-০৩ উক্ষেপণ করা হযেছে। অন্যদিকে, এনভিএস-০৪ এবং এনভিএস-০৫ উক্ষেপণের পরিকল্পনা রযেছে। ন্যাভিক পরিষেবার পরিধি, নির্ভরযোগ্যতা এবং উপলব্ধতা আরও বাড়ানোর লক্ষ্যে ইসরো কাজ করে চলেছে।এনভিএস-০১ - পরবর্তী প্রজন্মের সিরিজের প্রথম উপগ্রহ ভারতের জিএসএলভির ১৫তম উড়ান জিএসএলভি-এফ১২-এর মাধ্যমে এনভিএস-০১-কে জিওসিঙ্ক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিটে স্থাপন করা হয।ভন্ড২০২৩ সালের ২৯ মে এনভিএস-০১ উৎক্ষেপণ করা হয়। এটি দ্বিতীয় প্রজন্মের ন্যাভিক উপগ্রহ সিরিজের প্রথম উপগ্রহ। পূর্ববর্তী ন্যাভিক পরিষেবাগুলির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে এটি তৈরি করা হয়েছে।এতে গ্ল১, গ্ল৫ এবং ক্ষব্যান্ডে নেভিগেশন পেলোড রয়েছে। উক্ষেপণের সময় এর ওজন ছিল প্রায় ২,২৩২ কেজি।এনভিএস-০১-এর কার্যকাল ১২ বছর। এতে আহমেদাবাদের স্পেস অ্যাপ্লিকেশনস সেন্টার দ্বারা তৈরি দেশীয় প্রযুক্তির রুবিডিযাম পারমাণবিক ঘড়ি রয়েছে।এনভিএস-০২ - সিরিজের দ্বিতীয় উপগ্রহ ২০২৫ সালের ২৯ জানুয়ারি জিএসএলভি-এফ১৫-এর মাধ্যমে এনভিএস-০২ উৎক্ষেপণ করা হয়।ভন্ড এতে গ্ল১, গ্ল৫ এবং ক্ষ ব্যান্ডের নেভিগেশন পেলোডের পাশাপাশি, একটি ক্ষ-ব্যান্ড রেঞ্জিং পেলোড রয়েছে।এনভিএস-০২-এর উৎক্ষেপণকালীন ওজন ২,২৫০ কেজি। নির্ভুল সময় নির্ণয়ের জন্য এতে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এবং সংগৃহীত পারমাণবিক ঘড়ির সমন্বয.ব্যবহার করা হযেছে। উৎক্ষেপণের পর অক্সিডাইজার ভালভ না খোলায় উপগ্রহটির কক্ষপথের উচ্চতা বাড়ানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। ফলে উপগ্রহটি নির্ধারিত কক্ষপথে পৌঁছতে পারেনি।এনভিএস-০৪ এবং এনভিএস-০৫ - আসন্ন উপগ্রহভন্ড এনভিএস-০৪ এবং এনভিএস-০৫ হল দ্বিতীয় প্রজন্মের ন্যাভিক উপগ্রহ সিরিজের চতুর্থ ও পঞ্চম উপগ্রহ। পূর্ববর্তী এনভিএস উপগ্রহগুলির মতো এই উপগ্রহগুলিতেও গ্ল৫ এবং ক্ষ ব্যান্ডের পাশাপাশি, গ্ল১ সংকেত বহন করার পরিকল্পনা রয়েছে। উভয় উপগ্রহের মাধ্যমেই উন্নত নেভিগেশন

আধুনিক যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুতির বার্তা নতুন বায়ুসেনা প্রধানের



নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর ঃভারতীয় বায়ুসেনার ২৯-তম প্রধান হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দাযিত্ব গ্রহণ করেছেন এযার চিফ মার্শাল আশুতোষ দীক্ষিত। দাযিত্ব গ্রহণের পর তিনি রবিবার জাতীয.যুদ্ধ স্মারকে গিয়ে দেশের জন্য সর্বোচ্চ আত্মবলিদান দেওয়া বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি জানান, দেশের সার্বিক সুরক্ষা পরিস্থিতি এখনও অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং আধুনিক প্রযুক্তির যুগে যুদ্ধের পরিবর্তিত চরিত্র মোকাবিলায় বায়ুসেনাকে প্রতিনিয়ত প্রস্তুত থাকতে হবে।সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নতুন বায়ুসেনা প্রধান বলেন, ভারতীয.বায়ুসেনার ২৯-তম প্রধান হিসেবে এই বাহিনীর নেতৃত্বভার গ্রহণ করতে পেরে আমি অত্যন্ত সম্মানিত। আমার ওপর আস্থা রাখার জন্য আমি মহামান্য রাষ্ট্রপতি তথা আমাদের সর্বাধিনায়ক, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এদিন সকালে জাতীয় যুদ্ধ স্মারকে গিয়ে আমি বীর জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানিয়েছি। তাঁদের এই অদম্য সাহস ও আত্মত্যাগই হবে আমাদের নিজেদের যাচাই করার মাপকাঠি।বিদায়ী প্রধান এযার চিফ মার্শাল অমর প্রীত সিংযের অবদানের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, আমি এযার চিফ মার্শাল এ পি সিংয়ের কাছ থেকে এই দাযিত্বভার গ্রহণ করছি। তাঁর নেতৃত্বে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময় বায়ুসেনা প্রমাণ করে দিয়েছিল যে নির্ভুল ও সুনির্দিষ্ট আকাশ শক্তি কতটা কার্যকর ও নির্ণায়ক হতে পারে। একটি উচ্চমাত্রার যুদ্ধপ্রস্তুতিতে থাকা বাহিনী আমার হাতে তুলে দেওযার জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।ভবিষ্যতের নিরাপত্তা ও সামরিক চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করে এযার চিফ মার্শাল দীক্ষিত বলেন, আমাদের নিরাপত্তা পরিস্থিতি এখনও অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। তদুপরি ড্রোন, দূরপাল্লার প্রিসিশন অস্ত্র, মহাকাশ, সাইবার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের মতো নিত্যনতুন প্রযুক্তির আবির্ভাব আধুনিক যুদ্ধের ধারণাকে আমূল বদলে দিচ্ছে। আগামী দশকের জন্য ভারতের যে ধরনের সামরিক শক্তির প্রয়োজন, সেই রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ভারতীয় বায়ুসেনাকে সর্বদা যেকোনো পরিস্থিতিতে যুদ্ধ জয় করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

আন্দামান সাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপ পরিণত হতে পারে ঘূর্ণিঝড়ে, বঙ্গে সরাসরি প্রভাবের সম্ভাবনা নেই



কলকাতা, ১ নভেম্বর ঃ দক্ষিণ আন্দামান সাগরে সৃষ্টি হওয়া ঘূর্ণাবর্তটি শক্তি বৃদ্ধি করে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এটি আরও শক্তি সঞ্চয় করে গভীর নিম্নচাপ ও পরবর্তীতে ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তবে সম্ভাব্য এই ঘূর্ণিঝড়ের কোনও সরাসরি প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা নেই বলেই আশ্বস্ত করেছেন আবহাওয়াবিদরা।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর,

বিজয়া সম্মেলনে উপস্থিত প্রশাসনিক আধিকারিক ও বিশিষ্টজনেরা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ১ নভেম্বর, ২০২৬ঃ বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো হয়ে গেছে। সামনে দীপাবলি। উৎসবের আবহেই সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বার্তা দিতে বারুইপুর পুলিশ জেলার বকুলতলা থানার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিজয়া সম্মেলন। শনিবার রাতে বকুলতলা থানার নিমপীঠে মা তারা কমপ্লেক্সে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ, জয়নগর দু নং বিডিও প্রসেনজিত ভট্টাচার্য, কুলতলি থানার আই সি নির্মল দাস, জয়নগর থানার আইসি অমিত হালদার, জয়নগর সি আই সমীত ভট্টাচার্য, বকুলতলা থানার ওসি শান্তনু বিশ্বাস, বিজেপি জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর, সাধারণ সম্পাদক অলোক হালদার, মাধবী মহলদার, দুলাল সরদার সহ আরো অনেকে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুলিশের একাধিক আধিকারিক ও কর্মী, সিভিক ভলান্টিয়ার এবং এলাকার সাধারণ মানুষ। দুর্গাপুজোর আনন্দ ও উৎসবের রেশ কাটতে না কাটতেই বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে একে অপরের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার বার্তা দেওয়া হয় এই সম্মেলন থেকে।প্রশাসনিক আধিকারিক, পুলিশকর্মী এবং সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি মিলনমেলার রূপ নেয়। এদিন সুন্দর গান পরিবেশন করেন জয়নগর সিআই সমীত ভট্টাচার্য। প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় ও পারস্পরিক সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে তোলার যে বার্তা দেওয়া হয়েছে, সেই ভাবনাকে সামনে রেখেই অনুষ্ঠানের আয়োজন বলে জানা গেছে।

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামে রাজ্যস্তরের হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ১ নভেম্বর, ২০২৬ঃ ক্রিকেট ও ফুটবলের জনপ্রিয়তার আড়ালে ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসেছে হ্যান্ডবল। সেই খেলাকে নতুন করে জনপ্রিয় করে তুলতে এবার উদ্যোগী হল সুন্দরবনের বাসন্তী। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীর মসজিদবাটিতে শুরু হল অনূর্ধ্ব ১৫ বালিকা বিভাগের ২২তম সাব-জুনিয়র রাজ্য হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা। শনিবার মসজিদবাটি পার্বতী হাইস্কুলের উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। রাজ্যের মোট ১৬টি জেলার খেলোয়াড়রা এতে অংশ নিয়েছে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয় পুরুলিয়া ও কোচবিহার জেলা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোসাবার বিধায়ক বিকর্ণ নস্কর, বাসন্তী থানার আইসি প্রবীর ঘোষ, রাজ্য হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অতনু মজুমদার, মসজিদবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পূরবী মণ্ডল এবং মসজিদবাটি পার্বতী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অলোকিন্দু অধিকারী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। বীরভূম, নদিয়া, বর্ধমান, পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, কলকাতা এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিযোগীরা এই খেলায় অংশ নিতে এসেছে।প্রত্যন্ত সুন্দরবনের একটি গ্রামে রাজ্যস্তরের এইপ্রতিযোগিতাকে ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গিয়েছে। আয়োজকদের বক্তব্য, ক্রিকেট ও ফুটবলের পাশাপাশি হ্যান্ডবলের মতো খেলাকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার মেয়েদের খেলাধুলায় উৎসাহিত করা এবং তাদের সুপ্ত প্রতিভা তুলে ধরার লক্ষ্যেই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন।

পুরুলিয়া জেলার জন্মদিবসে প্রকাশিত হলো জেলার ইতিহাস

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া, ১ নভেম্বর, ২০২৬ঃ শহরের ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে 'মানভূমের গান্ধী' ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের আবক্ষ মূর্তির পাদদেশে এক ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে বইটির আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচিত হল। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বিকাশ মাহাত এবং শিক্ষক কুণাল সেন ও শান্তিরাম মাহাতর যৌথ সম্পাদনায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন বিশিষ্ট কবি ও গীতিকার সুনীল মাহাত এবং সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন কন্ট্রোলার ড. সুবলচন্দ্র দে। সুবল বাবু বলেন, তস্থানীয় ইতিহাস, ভূগোল ও সংস্কৃতিকে চাকরির পরীক্ষার উপযোগী করে তোলার এই সময়োপযোগী প্রয়াস অত্যন্ত প্রশংসনীয়। গীতিকার সুনীল মাহাত মন্তব্য করেন, তথুলোমাটির নিখাদ টান ও জেলার তথ্যের মেলবন্ধনে তৈরি এই বই জেলার তরুণ প্রজন্মের কাছে পথপ্রদর্শক হবে। মুখ্য সম্পাদক শিক্ষক বিকাশ মাহাত জানান, আসন্ন প্রাথমিক শিক্ষক, স্কুল সার্ভিস কমিশন ও অন্যান্য সরকারি চাকরির ইন্টারভিউ বোর্ডে নিজের জেলা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চাকরি প্রার্থীদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। পুরুলিয়ার সমৃদ্ধ ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান, লোকসংস্কৃতি ও প্রশাসনিক তথ্যকে এক মলাটে এনেছি আমরা, যাতে পরীক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস শীর্ষে থাকে। ঐতিহাসিক এই জন্মদিনে জেলার কর্মপ্রার্থীদের হাতে এটি তুলে দিতে পেরে আমরা গর্বিত।

চোরবাগান বিপর্যয় থেকে শিক্ষা, উৎসবের নিরাপত্তায় বিশেষ নজর নদিয়ায় কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজো, কালীপুজো



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া, ১ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ উৎসবের ভিড়ে আর কোনও প্রাণহানির ঘটনা নয়। কলকাতার চোরবাগান পুজো মণ্ডপের বিপর্যয়ের পর নদিয়ার আসন্ন উৎসবগুলিকে ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার। কালীপুজো, কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজো এবং নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের রাস উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে এবার থেকেই প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছে। এই উৎসবগুলির প্রস্তুতি ও সমন্বয়ের বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্রকে। রবিবার কৃষ্ণনগরে জেলাশাসকের দফতরে তাঁর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হল প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক। বৈঠকে জেলাশাসক, কৃষ্ণনগর ও রানাঘাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত জেলাশাসক, বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক এবং বিধায়করা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে মন্ত্রী জানান, দুর্গাপুজো ভালোভাবে সম্পন্ন হলেও সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার ব্যথা এখনও রয়েছে। আগামী উৎসবগুলিতে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য প্রশাসন, সরকার ও দলের তরফে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজো এবং কালীপুজোয় বিপুল জনসমাগমের কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প, সহায়তা কেন্দ্র ও স্বেচ্ছাসেবক রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে। দর্শনার্থীদের চলাচল নিয়ন্ত্রণ, যানবাহন পরিচালনা এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিশেষ নজর দেওয়া হবে। নবদ্বীপের রাস উৎসবে দেশ-বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগমের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী জানান, প্রতিটি শোভাযাত্রায় নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যদিকে, নবদ্বীপের পরিকাঠামোগত সমস্যাগুলি নিয়ে বৈঠকে সরব হন বিধায়ক শ্রুতি শেখর গোস্বামী। ফায়ার ব্রিগেড, বিদ্যুৎ, পানীয় জল ও শৌচাগারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি তুলে ধরার পাশাপাশি রাসের সময় পর্যাপ্ত পুলিশ এবং প্রয়োজনে আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েনের আবেদন জানানো হয়েছে। বিধায়কের দাবি, প্রশাসনের আধিকারিকরা বিষয়গুলি নথিভুক্ত করেছেন এবং মন্ত্রী সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। রাস উৎসবে নিরঞ্জন ঘিরে দীর্ঘদিনের যানজট সমস্যার সমাধানেও এবার উদ্যোগী হয়েছে প্রশাসন। নিরঞ্জনকে চারটি নির্দিষ্ট সময়সীমায় ভাগ করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি আরং শোভাযাত্রার মতো গুরুত্বপূর্ণ পর্ব নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করতে অভিজ্ঞ পুলিশ আধিকারিকদের দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাবও উঠেছে। অতীতে পপিয়া সুলতানার নেতৃত্বে দেড় ঘণ্টার মধ্যে আরং শোভাযাত্রা শেষ করার অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখেই এবার আধিকারিক বাছাইয়ের কথা ভাবা হচ্ছে বলে জানান বিধায়ক। চোরবাগানের ঘটনার পুনরাবৃত্তি আটকাতে এবার শুধু উৎসবের দিন নয়, তার আগেই নিরাপত্তার প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখতে চাইছে প্রশাসন। তিন শহরের ঐতিহ্যবাহী উৎসবকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাই এখন প্রতিমন্ত্রী ও জেলা প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

ওড়িশা থেকে গাঁজা এনে জঙ্গলপথে পাচার ষষ্ঠবারে পুলিশের জালে যুবক

দুরন্তবার্তা, স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ১ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ ওড়িশা থেকে গাঁজা সংগ্রহ করে বাইকে চেপে জঙ্গলপথ ধরে পশ্চিম মেদিনীপুরের গোয়ালতোড়ে পাচার করা হচ্ছিল। কিন্তু ঝাড়গ্রামের কলাবনি এলাকায় পুলিশের অভিযানে সেই ছক ভেস্তে গেল। ১২ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা-সহ গ্রেফতার হল সত্যজিৎ বিশ্বাস নামে ৩৩ বছরের এক যুবক। তার এক সঙ্গী পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার সকাল ১১টা নাগাদ অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য পায় ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। ধৃত সত্যজিতের বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোয়ালতোড় থানার অন্তর্গত কাকরিশ্বর গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে জানিয়েছে, ওড়িশা থেকে গাঁজা সংগ্রহ করে গোয়ালতোড় এলাকায় বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। প্রতি কেজি ১২ হাজার টাকা দরে মোট ১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকায় ওই গাঁজা সংগ্রহ করা হয়েছিল বলে দাবি ধৃতের। পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে সত্যজিৎ আরও জানিয়েছে, এর আগেও পাঁচ বার একই ধরনের গাঁজা পাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিল সে। অর্থাৎ, এ বার নিয়ে ষষ্ঠবার পাচারের চেষ্টা করছিল। কিন্তু কলাবনি এলাকায় পুলিশের অভিযানে ধরা পড়ে যায়। তার সঙ্গে থাকা দ্বিতীয় ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। অভিযানের সময় পালিয়ে যাওয়া ওই ব্যক্তির খোঁজেও তল্লাশি শুরু হয়েছে। ওড়িশা থেকে কীভাবে গাঁজা সংগ্রহ করা হচ্ছিল, পাচারের জন্য জঙ্গলপথই কেন বেছে নেওয়া হয়েছিল এবং এই কারবারের পিছনে আর কারা রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। গোয়ালতোড় এলাকায় গাঁজা সরবরাহের নেটওয়ার্ক সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করছে পুলিশ। এই পাচারচক্রের সঙ্গে স্থানীয় স্তরে আর কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, তা-ও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ধৃত সত্যজিৎ বিশ্বাসকে এ দিনই ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করা হয়। এ দিনের অভিযানে উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও ঋষভরাজ দেব, ঝাড়গ্রাম থানার আইসি উদয়শঙ্কর ঘোষ-সহ ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকেরা। উল্লেখ্য, মাদক পাচার ও বেআইনি কারবারের বিরুদ্ধে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এর আগেও জাতীয় সড়ক-সহ জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ বার জঙ্গলপথে বাইকে করে গাঁজা পাচারের চেষ্টা বানচাল করে ১২ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করল ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। মাদক পাচারের বিরুদ্ধে আগামী দিনেও অভিযান জারি থাকবে বলে জানিয়েছে জেলা পুলিশ।

বন্ধ কর্মতীর্থ কাজে লাগানোর উদ্যোগ বিধায়কের

দুরন্তবার্তা, স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ১ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ দীর্ঘদিন ধরে তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে জেলার একাধিক কর্মতীর্থ। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি সেই পরিকাঠামো কী ভাবে জনকল্যাণের কাজে লাগানো যায়, তা নিয়ে উদ্যোগী হলেন বিনপুরের বিধায়ক প্রণত টুডু। রবিবার বিনপুর ২ ব্লকের বেলপাহাড়ির সাহাড়িতে বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা কর্মতীর্থ পরিদর্শন করেন তিনি। অন্য দিকে, স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে শিলদা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও যান বিধায়ক। উল্লেখ্য, তৃণমূলের আমলে ঝাড়গ্রাম জেলার একাধিক ব্লকে কর্মতীর্থ তৈরি করা হয়েছিল। অভিযোগ, যথাযথ পরিকল্পনা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে কয়েকটি কর্মতীর্থ কিছু দিন চালু থাকার পরে বন্ধ হয়ে যায়। কয়েকটি আবার চালুই করা যায়নি। প্রতিটি কর্মতীর্থ তৈরিতে প্রায় দু'কোটি টাকা খরচ হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। দোতলা এই ভবনগুলিতে রয়েছে ৪৪টি স্টল এবং একটি হলঘর। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি শালপাতার থালা-বাটি, আচার, বাঁশের তৈরি সামগ্রী, মধু এবং বিভিন্ন হস্তশিল্প ও কারুশিল্পের জিনিসপত্র বিক্রির পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু বাস্তবে সেই পরিকল্পনা কার্যকর হয়নি। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থেকে নষ্ট হতে বসেছে সরকারি অর্থে তৈরি পরিকাঠামো। সাহাড়ির কর্মতীর্থটিও দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় আগাছা ও ঝোপজঙ্গলে ঢেকে গিয়েছিল। এ দিন বিধায়কের উদ্যোগে সেখানকার আগাছা ও জঙ্গল পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়। ভবিষ্যতে কী ভাবে ওই ভবনকে সাধারণ মানুষের কাজে ব্যবহার করা যায়, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে। এ দিন শিলদা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রও পরিদর্শন করেন প্রণত। সেখানে শৌচাগারের সমস্যার কথা বিধায়ককে জানান চিকিৎসা করাতে আসা রোগী ও তাঁদের পরিজনেরা। দ্রুত ওই সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়টিও খতিয়ে দেখেন বিধায়ক। প্রণত বলেন, 'সাহাড়িতে অবস্থিত কর্মতীর্থটি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকায় সেখানে চার দিকে ঝোপজঙ্গলে পরিণত হয়েছিল। আমরা সেটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজ শুরু করেছি। আগামী দিনে যাতে সাধারণ মানুষের কাজে ব্যবহার করা যায়, সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা হবে। আর শিলদা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং সেখানে ১০ শয্যার বদলে ২০ শয্যা করার জন্য স্বাস্থ্য দফতরে একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।'

স্বামীকে মারধর, স্ত্রীর গলায় ছুরি ধরে ধর্ষণের অভিযোগ সুভাষগ্রামে! গ্রেপ্তার ২

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ১ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ আবারও ধর্ষণের অভিযোগ বারুইপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত সোনারপুর থানা এলাকায়। স্বামীকে মারধর করে তাঁর সামনেই গৃহবধূর গলায় ছুরি ধরে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল একদল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সুভাষগ্রাম এলাকায়। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার ক্যানিং থেকে স্বামীর সঙ্গে সুভাষগ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন ওই গৃহবধূ। গভীর রাতে আত্মীয়ের বাড়ির পাশের একটি বাড়িতে ঘুমোতে যাচ্ছিলেন তাঁরা। অভিযোগ, সেই সময় কয়েকজন দুষ্কৃতী কোনও কারণ ছাড়াই ওই মহিলার স্বামীকে মারধর শুরু করে। স্ত্রী চিৎকার করে প্রতিবাদ করলে তাঁর গলায় ছুরি ধরে ভয় দেখানো হয়। এরপর তাঁকে পাশের একটি ফাঁকা ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। অন্য অভিযুক্তরা তাঁর হাত-পা চেপে ধরে রেখেছিল বলেও অভিযোগে জানিয়েছেন নির্যাতিতা। অভিযোগ, ঘটনার পর খুনের হুমকিও দেওয়া হয় তাঁকে। কোনওরকমে দুষ্কৃতীদের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে পালিয়ে যান ওই গৃহবধূ। পরে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে অন্য একটি বাড়িতে আশ্রয় নেন তাঁরা। শনিবার সোনারপুর থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাকি অভিযুক্তদের সন্ধানে তল্লাশি চলছে। আর এই ঘটনার পর এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, রাত বাড়লেই সুভাষগ্রাম স্টেশন চত্বরে অসামাজিক কাজকর্ম ও দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য বাড়ে। ফলে রাতের নিরাপত্তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বেগ রয়েছে তাঁদের মধ্যে। স্বামীর সঙ্গে থাকা এক মহিলাকে এভাবে আক্রমণ ও ধর্ষণের অভিযোগ সামনে আসায় নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে এলাকার নারী নিরাপত্তা নিয়ে। প্রশাসনের তরফে মহিলাদের নিরাপত্তায় একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হলেও পরপর এমন অভিযোগে পুলিশি নজরদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে চাপ বাড়ছে।পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ।

বেপরোয়া টোটোর ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু ৭৯ বছরের বৃদ্ধার!



দুরন্তবার্তা, প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ ফের পথ দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটল পূর্বস্থলীতে। টোটো গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল ৭৯ বছর বয়সি এক বৃদ্ধার। এই মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত লোহাচূড় এলাকায়। মৃত বৃদ্ধার নাম কালিদাসী মাহাতো (৭৯)। তাঁর বাড়ি লোহাচূড় মোয়াইল এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে প্রতিদিনের মতোই বাড়ির কাছাকাছি একটি দোকান থেকে পান কিনে বাড়ি ফিরছিলেন কালিদাসী মাহাতো। সেই সময় লোহাচূড় রামকৃষ্ণ স্কুল সংলগ্ন এলাকায় দ্রুতগতিতে আসা একটি টোটো তাঁকে ধাক্কা মারে। টোটোর ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়ে রাস্তায় পড়ে যান তিনি। আচমকা এই দুর্ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে পূর্বস্থলী হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই খবর বাড়িতে পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। মুহূর্তের মধ্যেই আনন্দের সংসারে নেমে আসে শোকের ছায়া। আজ রবিবার কালনা মহকুমা হাসপাতালে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। সামান্য কিছু কেনাকাটা করে বাড়ি ফেরার পথেই এমন মর্মান্তিক পরিণতি হবে, তা ভাবতেও পারেননি পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা।এক বৃদ্ধার এমন আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় শোকস্তব্ধ গোটা লোহাচূড় এলাকা। পাশাপাশি এলাকার রাস্তায় যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ এবং পথচারীদের নিরাপত্তা নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ডাকাতির পরিকল্পনার সন্দেহে গ্রেফতার এক জয়নগরে



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ১ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ ডাকাতির পরিকল্পনার সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো জয়নগর থানার পুলিশ। শনিবার রাতে জয়নগর থানার মিত্রগঞ্জ বাজার এলাকা থেকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।পুলিশের এই তৎপরতাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়নগর থানার আইসি অমিত হালদারের নির্দেশে এলাকায় টহলদারি চালাচ্ছিল পুলিশের একটি দল। সেই সময় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর মিত্রগঞ্জ বাজার এলাকায় অভিযান চালান পুলিশ কর্মীরা। সেখানে এক ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে প্রথমে তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাঁর কথাবার্তা ও গতিবিধিতে অসঙ্গতি ধরা পড়ায় পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের নাম রেজাউল করিম সিপাই। তাঁর বাড়ি জয়নগর থানার উওর দুর্গাপুর পঞ্চায়েতের গোলাবাটি গ্রাম এলাকায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, কোনও অপরাধমূলক উদ্দেশ্য নিয়েই ওই ব্যক্তি এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত ছিল কি না, কিংবা কোনও ডাকাতির পরিকল্পনা করা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ধৃতকে জয়নগর থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। রবিবার তাঁকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না এবং ধৃতদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ।

পাচারের আগেই পুলিশের জালে ৪২টি কচ্ছপ, হাওড়ায় ধৃত এক, সঙ্গী চম্পট



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ শহরকে করিডর করে বন্যপ্রাণী পাচারের ছক বানচাল করল হাওড়া ট্রাফিক পুলিশ। হাওড়া দূরপাল্লার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে উদ্ধার হল ৪২টি বিরল প্রজাতির কচ্ছপ। ঘটনায় একজনকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হাওড়া স্টেশন ট্রাফিক গার্ডের কর্মীরা এলাকায় নজরদারি চালানোর সময় দু'জনকে সন্দেহজনকভাবে থার্মোকলের বাক্স ট্যাক্সিতে তুলতে দেখেন। তাঁদের গতিবিধিতে সন্দেহ হওয়ায় বাক্স খুলে তল্লাশি চালাতেই বেরিয়ে আসে কচ্ছপগুলি। পুলিশের তৎপরতা দেখে একজন পালিয়ে গেলেও অপরজনকে আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, উত্তরপ্রদেশ থেকে দুন এক্সপ্রেসে করে কচ্ছপগুলি হাওড়ায় আনা হয়েছিল। এরপর কচ্ছপগুলি-সহ আটক ব্যক্তিকে গোলাবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। উদ্ধার হওয়া কচ্ছপগুলি বন দফতরের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ঋণ পাওয়ানোর নামে সাইবার প্রতারণায় ধৃত দুই



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগরা, ১ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ ব্যাঙ্ক থেকে সহজে ঋণ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতার করে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছিল জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃত দুজন হল অর্ঘ বৈষ্ণব,বাড়ি আসামের সোনিতপুর এলাকায় এবং শুভ পুনাই, বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশি এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়নগর থানা এলাকার একাধিক ব্যক্তির কাছে ফোন করে ব্যাঙ্ক থেকে সুবিধাজনক শর্তে ঋণ পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রলোভনে পড়ে কয়েকজনের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। পরে প্রতারণার বিষয়টি সামনে আসতেই জয়নগর থানায় তদন্ত শুরু হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে জয়নগর থানার আইসি অমিত হালদারের নির্দেশে এস আই সুব্রত পাত্রের নেতৃত্বে অভিযানে নামে পুলিশ এবং বারুইপুর পুলিশ জেলার একাধিক থানা এলাকায় সাইবার প্রতারণায় ইতিমধ্যে গ্রেফতার ছিলো ধৃত দুজন। নিজেদের হেফাজতে নিয়ে এই প্রতারণার ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, কতজন প্রতারণার শিকার হয়েছেন এবং মোট কত টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখেন তদন্তকারীরা। ধৃতদের মাধ্যমে প্রতারণার চক্রের অন্য সদস্যদের সন্ধান পেতে চাইছে জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃতদেরকে রবিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পুনরায় পেশ করা হয়।

আবগারি দপ্তরের অভিযানে, ৮০ লিটার বেআইনি মদ উদ্ধার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ১ নভেম্বর, ২০২৬ঃ জয়নগর বেআইনি মদের কারবারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য পেল আবগারি দপ্তর। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ক্যানিংয়ের দু'টি পৃথক এলাকায় অভিযান চালিয়ে দেশি ও বিদেশি মদ মিলিয়ে মোট ৮০ লিটার বেআইনি মদ উদ্ধার করলেন আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরা। এই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে প্রথমে ক্যানিংয়ের থুমকাঠি মোড় এলাকায় অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকে বেআইনি দেশি মদ, বিয়ার ও বিদেশি মদ-সহ ইন্দ্রনীভ নস্কর নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন আধিকারিকরা। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও বেআইনি মদ মজুত থাক

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩২৮ সংখ্যা, সোমবার , ১৫ কার্ত্তিক, ১৪৩৩

বৈদিক সাহিত্য

ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সাহিত্য জগতকে সমৃদ্ধ করতে বাংলার কবিরা এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সংস্কৃত ভাষায় কাব্য রচনা করলেও পরে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল বাংলা ভাষাতে কাব্য রচনা করে বিখ্যাত হয়েছেন। প্রথমেই যার নাম স্মরণ করতে হয় তিনি হলেন মহর্ষি মহাকবি বাল্মীকি। তিনি ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। তিনি রামায়ণ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত মহাকাব্যটি জগত বিখ্যাত হয়েছে। এখনও রামায়ণ নিয়ে চর্চা হয়, গবেষণা হয়ে থাকে। তারপরে যার নামটি এসে উপস্থিত হয় তিনি হলেন কবি ব্যাসদেব। তিনি 'মহাভারত' রচনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ঋষি। ব্যাসদেবের 'মহাভারত' জগত বিখ্যাত হয়েছে। এখনও তাঁর মহাকাব্য নিয়ে সারা বিশ্বে চর্চা হয়ে থাকে। বাগ দেবীর বহু বরপুত্র রয়েছেন। সবার কথা আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র পরিসরে একেবারে অসম্ভব। সেই কারণে বেশ কয়েকজন বিখ্যাত কয়েকজন বাগ দেবীর বরপুত্রের কথা উল্লেখ করবো এখানে। এবারে যার নাম এসে পড়ে তিনি হলেন কালিদাস। তিনি স্বয়ং সরস্বতী দেবীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন বলে গল্প কথা প্রচলিত রয়েছে। তিনি 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব' কাব্য রচনা করে সংস্কৃত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তারপরে বাংলার কবি জয়দেবের নাম উল্লেখ করতে হয়। তিনি রাজসভার কবি ছিলেন। কালিদাসও রাজসভার কবি ছিলেন। কবি জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' রচনা করে সংস্কৃতি সাহিত্যে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছেন। নবদ্বীপের চৈতন্যদেবের নামও করতে হয়। তিনি ছিলেন একাধারে সংস্কৃত পণ্ডিত এবং সমাজ সংস্কারক। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেছিলেন বাংলায়। শ্রীকৃষ্ণ রাধা ভক্তি গীতিকে বাংলায় স্থান করে দিয়েছিলেন। তারপরে নাম করতে হয় বিদ্যাপতি। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি।তিনি রাজসভার কবি ছিলেন। যদিও তিনি চৈতন্য যুগের আগের কবি। তিনি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী রচনা করে গিয়েছেন। তারপরে নাম করতে হয় কবি চণ্ডীদাসের। তিনি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচনা করে গিয়েছিলেন। তাঁর রচিত বহু কৃষ্ণ রাধা প্রেম কাহিনী নিয়ে বহু পদাবলী পাওয়া যায়। এরপরে নাম করতে হয় রামপ্রসাদ সেনের। তিনি শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে বাংলার সাহিত্য সম্পদ বৃদ্ধি করেন। তারপরে নাম করতে হয় ভারতচন্দ্রের। তিনি 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করে গিয়েছেন। মঙ্গল কাব্যের রচয়িতারাও বাগ দেবীর বরপুত্র ছিলেন। মঙ্গল কাব্য বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মনসা মঙ্গল কাব্যের রচয়িতা কবি বিজয় গুপ্তের নাম অতি অবশ্যই করতে হবে। মনসা মঙ্গল, ধর্মমঙ্গল এবং শিবায়ন বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে। কবি কেতকিদাস ক্ষেনন্দও বিখ্যাত মনসা মঙ্গল কাব্যের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। আধুনিক যুগে রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দীনবন্ধু মিত্র, রাজশেখর বসু, শরৎ চন্দ্র চট্টাপাধ্যায়, এস ওয়াজেদ আলি স হ বাংলার বিখ্যাত কথা সাহিত্যিকরা সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন।

ভারতে আমি নিরাপদ

''আমি মালালা ইউসুফজাই নই, কারণ আমার দেশ ভারতে আমি স্বাধীন ও নিরপাদ'' বললেন কাশ্মীরের সাংবাদিক ও সমাজকর্মী ইয়ানা মির। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আয়োজিত 'সংকল্প দিবস' অনুষ্ঠানে নিজের বক্তৃতায় এই মন্তব্যের পাশাপাশি শান্তির নোবেলজয়ী পাক সমাজকর্মী মামলার সমালোচনাও করছিলেন ইয়ানা। ইয়ানা পরিস্কার করে বলেছিলেন ' আমি আমার দেশ থেকে পালিয়ে কোনও দিন আপনাদের দেশে আশ্রয় চাইবো না। মালালা আমার প্রগতিশীল বাসভূমিকে 'শোষিত' বলেছেন। তার মর্যাদাহানি করেছেন। আমি এর প্রতিবাদ করছি।' ভারতের বিরুদ্ধে এখন বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ বিরোধী মনোভা গ্রহণ করে চলে। কাশ্মীরে জি-২০ সম্মেলন চলাকালীন সেখানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পর্যটন মন্ত্রীদের একটি সভা এবং বৈঠকের আয়োজন করেছিল। কাশ্মীরে জি-২০ বৈঠক হওয়ার কারণে বহু রাষ্ট্র বলেছিল কাশ্মীর হচ্ছে একটি বিতর্কিত স্থান। সেই কারণে তারা সেখানে কোনও প্রতিনিধি পাঠাবে না। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান নিয়ে বারবার পাকিস্তান বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশকে উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে। এমনকী একটি সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যে কাশ্মীরে গণভোট করা নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রপুঞ্জ পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিল। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করা নিয়ে ভারত কারোর সঙ্গে কথা বলতে চায় না। কাশ্মীর নিয়ে এখন মালালা ইউসুফজাই যেভাবে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে তাতে মনে হচ্ছে ভারত কাশ্মীরীদের ওপরে অত্যাচার করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত একটি শান্তিপূর্ণ দেশ। ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের তুলনা করে কোনও কথা বলা একেবারে অনুচিত বলে মনে করেন সাংবাদিক ইয়ানা মির। বেশ কিছু পশ্চিমী দেশ রয়েছে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ভারতকে বিব্রত করতে চায়। তারে উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারত সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়ুক। কাশ্মীর নিয়ে ভারত সরকার একেবারে উদ্বগ্নি নয়। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেই কারণে ভারত কারোর সঙ্গে কাশ্মীর নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছুক নয়। মালালার ওপরে হামলা হয়েছিল। জঙ্গিরা মালালার ওপরে হামলা করেছিল এটা ঠিক। পাকিস্তানের বহু স্থানে এখন জঙ্গিরা এবং উগ্র ইসলামিক সংগঠন রয়েছে যারা নারী শিক্ষার বিরোধিতা করে থাকে। মহিলাদের সেখানে শিক্ষা গ্রহণের কোনও ব্যবস্থা নেই। রাস্তায় দিয়ে মহিলারা একাকি চলাফেরা করতে পারে না। মালালা জীবন ফিরে পেয়েছেন তা সত্যি। তবে তাঁর উচিত হচ্ছে পাকিস্তানের জঙ্গিরা স্কুল কলেজ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে রেখেছে সেখানে স্কুল কলেজ এবং শিক্ষায়াতন খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করুক।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে মনের এবং শরীরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। মা জাগতিক শক্তি দান করেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই সেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি আর্থিক শক্তি ধারন করতে হবে। সৎ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে।

সাধক রামপ্রসাদ



াধক রামপ্রসাদ রামায়ণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, রামায়ণের মধ্যে দিয়ে রামচন্দ্র সে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন সেটাই হচ্ছে ভারতীয় আদর্শ। যুদ্ধের দিন মাথা ঠাণ্ডা করে লড়াই করতে হবে। মাথা ঠাণ্ডা না করে লড়াই করলে যুদ্ধে জেতা একেবারে অসম্ভব। রাবণ রামের চেয়ে বড় যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু তিনি মাথা গরম করেছেন এবং অন্যায় করেছেন। অন্যায় করেছেন বলেই তাঁর স্ত্রী তাঁকে ভর্ৎসনা করেছেন। রাবণ শক্তি দম্ভ দেখাতে গিয়েছিলেন। শক্তি দম্ভ দেখালে হবে না। ধৈর্য ধরতে হবে। রাবণ সেই ধৈর্য দেখাতে পারেননি বলেই তিনি পরাজিত হলেন। মেঘনাদ বড় যোদ্ধা ছিলেন। বড় যোদ্ধা ছিলেন কুম্ভকর্ণ। তারা বড় বড় বীর হয়েও রামচন্দ্রের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে অহংকার। অহংকার পতনের মূল কারণ। মেঘনাদের কোনও অহংকার ছিল না। তিনি দাদার ইজ্জত রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিলেন। বিভীষণ দাদাকে বুঝিয়ে ছিলেন। কিন্তু দাদা রাবণ সেই কথা কান না দিয়ে তিনি অন্যায়ভাবে সীতাকে হরণ করেছিলেন।

শাস্ত্রীয় ও ওড়িশা নৃত্যকে বিশ্বমুখী করেন ডোনা গাঙ্গুলী

রবীন্দ্রকুমার শীল

শরতের এই সাঁঝে একমঞ্চে মিলিত হলেন নৃত্য ও সুরের জগতের দুই বিশিষ্ট শিল্পী। বিশিষ্ট ওড়িশি নৃত্যশিল্পী ডোনা গাঙ্গুলির পরিচালনায় গড়ে উঠল এই নৃত্য পরিকল্পনা। দক্ষিণায়ন ইউকে-র কর্ণধার ডক্টর আনন্দ গুপ্তর কণ্ঠে শোনা গেল স্তোত্র পাঠ ও কালজয়ী ধারাবর্ণনা। দেবীপক্ষের সূচনায় দুর্গারূপে ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়, ভারতীয় জাদুঘরে শুরু হল 'দেবী দুর্গা' উৎসব। জাদুঘরে দেবী দুর্গার বিশেষ আলেখ্য। শরৎ আসতেই শহরের বাতাসে পুজোর গন্ধ। ঢাকের কাঠি পড়ার আগেই আলোর সাজে সেজে উঠছিল কলকাতা। আর এই উৎসবের আমেজকে দ্বিগুণ করতে জাদুঘরের আঙিনায় বসেছিল সুর ও নৃত্যের বিশেষ আসর। আগমনীর সুরে দেবীপক্ষকে আবাহন জানাতে তৈরি ছিল তিলোত্তমা কলকাতা। ভারতীয় জাদুঘরের ঐতিহাসিক সেন্ট্রাল কোর্টিয়ার্ড। সেখানে অনুষ্ঠিত হল 'দেবী দুর্গা' উৎসব। এই বিশেষ উৎসবের যৌথ উদ্যোক্তা কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম এবং 'শী কাঁথা'। এই উদযাপনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ নৃত্য-গীতি আলেখ্য 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি'। অনুষ্ঠানটির প্রযোজনায় ছিল 'দীক্ষামঞ্জরী'।

শরতের এই সাঁঝে একমঞ্চে মিলবেন নৃত্য ও সুরের জগতের দুই বিশিষ্ট শিল্পী। বিশিষ্ট ওড়িশি নৃত্যশিল্পী ডোনা গাঙ্গুলির পরিচালনায় গড়ে উঠল এই নৃত্য পরিকল্পনা। গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের সুযোগ্য শিষ্যা ডোনা দেবী দুর্গার রূপে স্বয়ং মঞ্চে উপস্থিত। ওড়িশি নৃত্যের ধ্রুপদী মহিমায় ফুটিয়ে তোলা হল মা দুর্গার ঐশ্বরিক রূপকে। অন্যদিকে মহিষাসুরের ভূমিকায় দেখা যায় রঘুনাথ দাসকে।

আবহ সুর ও স্তোত্রপাঠে ছিল অনন্য মেলবন্ধন। সাউথ এশিয়ান পারফর্মিং আর্টস এবং দক্ষীণায়ন ইউকে-র কর্ণধার ডক্টর আনন্দ গুপ্তর কণ্ঠে শোনা যায় স্তোত্র পাঠ ও কালজয়ী ধারাবর্ণনা। অনুষ্ঠানটির সংগীত পরিচালনাও করেছেন তিনি। যুক্তরাজ্য ও কলকাতার প্রায় ১৪ জন শিল্পীকে নিয়ে তৈরি হয়েছিল এই বিশেষ সাংগীতিক দল। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে আকাশবাণীর কালজয়ী 'মহিষাসুর মর্দিনী'র সুরের স্বাদও ফিরে আসে নতুন আয়োজনে। উদ্যোক্তাদের মতে, এই উৎসব কেবল এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়, এটি প্রকৃতপক্ষে নারী শক্তির আরাধনা। যখনই সমাজে অন্যায়, বর্বরতা ও ভীতি মাথা চাড়া দেয়, তখনই মর্ত্যে নেমে আসে দুর্গতিনাশিনীর আশীর্বাদ। মহিষাসুরমর্দিনীর সেই চিরাচরিত গল্পকেই নতুন ছন্দে সাজিয়ে তুলেছেন শিল্পীরা। ধ্রুপদী নাচ, জোরালো স্তোত্র আর চেনা গানের সুরে ভারতীয় জাদুঘরের আঙিনায় হয়ে উঠল এক আধ্যাত্মিক আবহ। উৎসবের প্রাক্কালে শুভ শক্তির এই জয়গান মন ছুঁয়ে যায় সংস্কৃতিপ্রেমী দর্শকদের।

ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় জন্ম ডোনা রায় ২২ আগস্ট ১৯৭৬ সালে। বেহালা, ভারত জাতীয়তাভারতীয়



পেশা ঃ নৃত্যশিল্পী। প্রতিষ্ঠানঃ দীক্ষা মঞ্জরী । পরিচিতির কারণ ঃ ওডিশি নৃত্যশিল্পী । দাম্পত্য সঙ্গী ঃ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (বিবাহ ১৯৯৭)। সন্তান ঃ সানা গঙ্গোপাধ্যায় (জন্ম ২০০১)। পিতা-মাতা ঃ সঞ্জীব রায় (বাবা)। মাতা স্বপ্না রায়। ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় (বিবাহ-পূর্ব রায়) একজন ভারতীয় বাঙালি ওডিশি নৃত্যশিল্পী। গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের কাছে তিনি তালিম নিয়েছিলেন। দীক্ষা মঞ্জরী নামে তাঁর একটি নৃত্যগোষ্ঠী আছে। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে ডোনা ছোটবেলার বন্ধু এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় তথা ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক এবং ভারতীয় ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা বিসিসিআইয়ের ৩৯তম প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের সানা নামে এক কন্যাসন্তান (জন্ম ২০০১) আছে।

ব্যক্তিগত জীবন ঃ কলকাতার বেহালা অঞ্চলে এক সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়িক পরিবারে ২২ অগস্ট ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। তাঁর পিতা হলেন সঞ্জীব রায় এবং মাতা স্বপ্না রায়। তিনি লরেটো কনভেন্ট স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। শোনা যায়, তিনি তাঁর ছোটোবেলার বন্ধু সৌরভ গঙ্গো পাধ্যায়ের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে ছিলেন, কেননা, সেই সময় তাঁদের পরিবারদ্বয় কট্টর শত্রুভাবাপন্ন ছিল। পরবর্তীকালে ওই পরিবারদ্বয় তাঁদের বিবাহে সম্মতি দিয়েছিল এবং ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের আনুষ্ঠানিক বিবাহ সম্পন্ন হয়। সানা গঙ্গোপাধ্যায় নামে এই দম্পতির এক কন্যা সন্তান আছে। নৃত্য কর্মজীবন ঃ ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় ৩ বছর বয়সে অমলা শংকরের কাছে নৃত্য শিক্ষা শুরু করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি গুরু গিরিধারী নায়েকের তালিমে পরিবর্তিত নৃত্যশৈলী ওডিশি শিখতে থাকেন। গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের সঙ্গে যখন ডোনার দেখা হয় তখন তাঁর খুব বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছিল এবং তিনি তাঁর কাছে নৃত্যের তালিম নিতে শুরু করেছিলেন। তাঁর কর্মজীবনের প্রথম দিকে বিভিন্ন প্রদর্শনে গুরু কেলুচরণ অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর সঙ্গে পাখোয়াজে সঙ্গত করেছিলেন।

ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দীক্ষা মঞ্জরী' নামে একটা নৃত্য শিক্ষার বিদ্যালয় আছে। এই শিক্ষাঙ্গন উদ্বোধন করেন সঙ্গীত সাম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর। এখানে ২০০০ সংখ্যাধিক শিক্ষার্থীর ভরতির ব্যবস্থা আছে। নৃত্যের পাশাপাশি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য বিভাগও আছে; যেমন, যোগা, অঙ্কন, ক্যারাটে এবং সাঁতার। ২০১২ খ্রিস্টাব্দে ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শাপমোচন' নৃত্যপরিকল্পনা করেছিলেন।

সেখানে বিভিন্ন ধারার তিনটি পরিবেশনা ছিল। ভারতনাট্যম পরিবেশনাটি ছিল নিষ্প্রভ, অপেশাদার এবং দেখতে কষ্টকর। একক কুচিপুডি পরিবেশনাটি আকর্ষণীয় ছিল, কিন্তু ডোনা গাঙ্গুলীর ওডিসি নৃত্যে পরিবেশিত 'মহিষাসুরমর্দিনী';মহাদেবীর হাতে মহিষাসুরের মৃত্যু;সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছিল। নিছক জাঁকজমকের দিক থেকে এর জুড়ি মেলা ভার ছিল। আমি খুব তাড়াতাড়ি ছবি তোলা ছেড়ে দিয়ে শুধু অনুষ্ঠানটি উপভোগ করার জন্য বসে পড়লাম। এই দুটি ছবি পরিবেশনার শুরুর দিকের। ডোনা ডোনাকে স্বয়ং দেখাই এক পরম আনন্দের বিষয়। তিনি আত্মবিশ্বাসী এবং মঞ্চে তাঁর কর্তৃত্ব আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু তাঁর ছাত্রছাত্রীরাও খুব ভালো, এবং নৃত্যপরিকল্পনাটি ছিল প্রাণবন্ত, যা আমার চোখের সামনে মহা দেবীকে জীবন্ত করে তুলেছিল। দুর্গার আটটি বাহু এবার বুঝলেন কেন ব্লু ফ্রগ আমার জন্য এত বড় একটা ধাক্কা ছিল? আমি যেন এক জগৎ থেকে আরেক জগতে চলে গিয়েছিলাম!কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে নৃত্য পরিবেশন করেন ডোনা । যিনি পেশায় ওডিশি নৃত্যশিল্পী।

জানা যায় যে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে ডোনার নাচ নিয়ে বিদ্রুপের ঝড়, পুলিশে চজ্জট্ট দায়ের সৌরভ-ঘরনির নাচের অনুষ্ঠান ঘিরে কটাক্ষ, পুলিশের দ্বারস্থ ডোনা। কলকাতায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে উদ্বোধনী মঞ্চে নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ঘরনি ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় । তবে সেই অনুষ্ঠানের পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় কটূক্তির নিশানা হচ্ছেন বলে অভিযোগ তুলে পুলিশের দ্বারস্থ হলেন সৌরভ- জায়া । ট্রোলিং বন্ধ করতে পুলিশের দ্বারস্থ সৌরভ-পত্নী । FIR রুজু করে তদন্তে ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশ। হইচই পড়ে গেল। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে নৃত্য পরিবেশন করেন ডোনা । যিনি পেশায় ওডিশি নৃত্যশিল্পী। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে তাঁর নাচ দেখে অনেকে 'বডি শেমিং' শুরু করেন বলে অভিযোগ উঠেছিল। কয়েকজন তো এমনও অভিযোগ করেছিল যে, ওড়িশি নাচের নাম করে লোক ঠকাচ্ছেন ডোনা। তাঁর নাচের ধরন, কোরিওগ্রাফি, শরীরের গড়ন - সব কিছু নিয়েই শুরু হয় ট্রোলিং। ডোনা তা নিয়েই পুলিশের দ্বারস্থ হন বলে খবর । পুলিশের তরফে জানানো হয়েছিল, কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের নৃত্যানুষ্ঠান ঘিরেই তাঁর বিরুদ্ধে কুমন্তব্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। ডোনা গাঙ্গুলী ৪৫ বছরের বেশি সময় ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্য অভ্যাস ও অনুষ্ঠান করছেন । নাচ তাঁর পেশা ও আবেগ । সারা বিশ্বজুড়ে ওডিশি নৃত্যের অনুষ্ঠান করেন তিনি । প্রচুর শিক্ষার্থী তাঁর কাছে নাচ শেখেনও । এই ধরনের বিদ্রুপে তাঁর সম্মানহানি হয়। এবারে শোনা গল যে সিনেপর্দায় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বর্ণময় ক্রিকেট কেরিয়ার থেকে ব্যক্তিগতজীবন, ছবি তৈরি হচ্ছে। এই নিয়ে বিগত দু'-তিন বছর ধরেই দর্শকদের কৌতূহল, উৎকণ্ঠার অন্ত নেই। শোনা যাচ্ছে 'প্রিন্স অফ ক্যালকাটা'র ভূমিকায় দেখা যাবে রাজকুমার রাওকে। এই বায়োপিকের জন্য নেট প্র্যাকটিসও শুরু করে দিয়েছেন অভিনেতা। কিন্তু স্ত্রী ডোনার ভূমিকায় থাকছেন কোন নায়িকা? কৌতূহল দীর্ঘদিনের। সৌরভকন্যা সানা গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য তৃপ্তি দিমরিকে বেছে নিলেন 'পর্দার মা' হিসেবে। কিন্তু মহারাজের বায়োপিকে নায়িকা নির্বাচনে কে থাকছেন তা এখনও বলা যাচ্ছে না।

কলকাতায় পা রেখেছিলেন মুম্বইয়ের জনপ্রিয় কাস্টিং ডিরেক্টর মুকেশ ছাবড়া। পার্পল মুভি টাউনের কর্ণধার প্রীতিময় চক্রবর্তীর উদ্যোগে 'রক্তবীজ ২'-এর সেটে হাজির হন তিনি। সেখান থেকেই জল্পনার সূত্রপাত, টলিপাড়ার তারকাদের সঙ্গে নাকি কাজ করতে চাইছেন মুকেশ। প্রসঙ্গত, কলকাতার অনেক অভিনেতা, অভিনেত্রীই বর্তমানে টলিপাড়ার পাশাপাশি মুম্বইতে সমান তালে কাজ করছেন। সেই তালিকায় যেমন শাশ্বত চট্টোপধ্যায়, যিশু সেনগুপ্ত, টোটা রায়চৌধুরিরা রয়েছেন, তেমনই স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ও। এবার টলিপাড়ার অন্দরমহলে কানাঘুষো শোনা গেল, সৌরভের বায়োপিকে নায়িকা হিসেবে নাকি প্রাথমিক পর্যায়ে মিমি চক্রবর্তী এবং ইশা সাহার নাম উঠে আসছে। ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকায় বাঙালিয়ানা ফুটিয়ে তুলতে মুম্বইয়ের কাস্টিং ডিরেক্টর নাকি ভরসা রাখছেন বাঙালি অভিনেত্রীর উপরই। যদিও চূড়ান্তভাবে এখনও কিছু ঠিক হয়নি, তবে গুঞ্জনে সিলমোহর পড়েছে কিনা জানা নেই। উল্লেখ্য, স্বনামধন্য নৃত্যশিল্পী তথা সৌরভ পত্নীর চেহারায় আদ্যোপান্ত বাঙালিয়ানা। যার সঙ্গে তৃপ্তি দিমরির কোনও মিল নেই! আর সেই প্রেক্ষিতেই সম্ভবত নায়িকার খোঁজে শহরে পদার্পণ মুকেশ ছাবড়ার। এদিকেস, মিমি এবং ইশা, দু'জনেই বেশ দক্ষ অভিনেত্রী। ফলত মহারাজের বায়োপিকে যদি তাঁদের কোনও একজন নির্বাচিত হন ডোনার চরিত্রে, তাহলে যে মন্দ হবে না, হলফ করে বলা যায়। এবার অপেক্ষা শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণার। পরিচালক বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে কবে সেই শুভ কাজ সমাপ্ত করবেন? যখন একজন খুবই নাম করেন তখন তাকে হেনস্থা করতে পিছু পা হয় না একদন মানুষ। তারা সব সময়ে সুযোগ খোঁজে কী করে খ্যাতনামা শিল্পকে হেনস্থা করা যায়। খ্যাতনামা পরিবারের নামে কুৎসা ছড়ানোর অভিযোগে পুলিশের দ্বারস্থ হন ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়। জানা গিয়েছিল যে ফেসবুকে এক মহিলা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ে-সহ গোটা পরিবারের নামে কুৎসা ছড়ান। তিনি নিজেকে সৌরভ-ডোনার পাড়ার বাসিন্দা বলেও দাবি করেন । তার বিরুদ্ধে লন্ডন থেকে পুলিশের দ্বারস্থ হলেন ডোনা। নাচের স্কুল দীক্ষামঞ্জরীর অনুষ্ঠানের জন্য ডোনা তখন লন্ডনে খুবই ব্যস্ত ছিলেন। সৌরভ ও সানা ইংল্যান্ডে ছিলেন। শোনা গিয়েছে পিয়ালি মজুমদার নামে এক মহিলা সোশাল মিডিয়ায় একটি দীর্ঘ পোস্ট করেন। সেখানে ওই মহিলার দাবি, তিনি সৌরভ-ডোনার প্রতিবেশী। তাঁর বক্তব্য, পাড়ার এক সবজিওয়ালা অসুস্থ হয়ে পড়ে সৌরভদের দ্বারস্থ হন। কিন্তু ৬ দিন ধরে তাঁদের বাড়িতে গিয়েও নাকি সাহায্য পাননি। সেই সঙ্গে একটি গাড়ির ছবিও পোস্ট করেন ওই মহিলা। তাঁর দাবি, এটি নাকি ডোনার গাড়ি।

কিন্তু গোটা ঘটনাটাই মিথ্যে, সাফ বক্তব্য রাখেন ডোনা। এমনকী গাড়িটিও তাঁর নয়। এই নিয়ে লন্ডন থেকে ই-মেলের মাধ্যমে কলকাতা পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ডোনা। সাইবার ক্রাইম শাখায় অভিযোগও দায়ের করে ছিলেন তিনি। সেই মেইলে ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, 'আমার ও আমার স্বামীর সম্মান নামে মিথ্যা ও অপমানজনক পোস্ট করা হয়েছে। সোশাল মিডিয়ায় আমার ও আমার স্বামীর ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য ইচ্ছাকৃত চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের চরিত্রহননের এই চেষ্টা বেআইনি ও অনৈতিক।' তবে আপাতত ওই পোস্টটি ফেসবুক থেকে মুছে দেওয়া হয়েছিল বলেই খবর। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে এই কুৎসার মোকাবিলা করেছিলেন। তিনি যেমন সহজ সরল আবার তিনি কঠোর এবং কঠিনও বটে। সংগ্রাম করে সুনাম অর্জন করতে হয় সেই বোধটা সকলের থাকে না। কঠিন পরিশ্রম করেই তবেই নৃত্যে সুনাম অর্জন করা সম্ভব হয় এবং বিশ্বখ্যাতি অর্জন করতে হয়।

ব্রিটিশ সরকার বিরোধী নাটক ঃ নীলদর্পণ

অভিজিৎ ব্যানার্জি

নাট্যকার এবং কবি দীনবন্ধু মিত্র (জন্মঃ- ১৮৩০ ,মৃত্যুঃ- ১ নভেম্বর, ১৮৭৩) । উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার তিনি। তাঁর প্রথম প্রকাশিত নাটক নীলদর্পণ প্রকাশিত হয় ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে। এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং প্রকাশক জেমস লঙের জরিমানা ও কারাদণ্ড হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এটিই প্রথম বাংলা নাটক যা ইংরেজিতে অনূদিত হয়। নীলদর্পণ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে প্রেরিত হয়। স্বদেশে ও বিদেশে নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। ফলে সরকার ইন্ডিগো কমিশন বা নীল কমিশন বসাতে বাধ্য হন। আইন করে নীলকরদের বর্বরতা বন্ধের ব্যবস্থা করা হয়। এর পরে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় নাটক নবীন তপস্বিনী। দীনবন্ধুর দুটি উৎকৃষ্ট প্রহসন হল সধবার একাদশী ও বিয়ে পাগলা বুড়ো। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর অপর এক প্রহসন জামাই বারিক প্রকাশিত হয়। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর সর্বশেষ নাটক কমলে কামিনী। নাটক ছাড়াও দুখানি কাব্যগ্রন্থও দীনবন্ধু রচনা করেছিলেন , দ্বাদশ কবিতা (১৮৭২) ও সুরধুনী কাব্য (প্রথম ভাগ , ১৮৭১ ও দ্বিতীয় ভাগ , ১৮৭৬)। দীনবন্ধু মিত্র মাইকেল প্রবর্তিত পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাট্যরচনার পথে না গিয়ে বাস্তব ধর্মী সামাজিক নাট্যরচনায় মনো নিবেশ করেন। এই ধারায় তিনিই হয়ে ওঠেন পরবর্তীকালের নাট্য কারদের আদর্শস্থানীয়।

জন্ম ঃ দীনবন্ধু মিত্রের জন্ম নদিয়া জেলার চৌবেরিয়ায়। পিতা কালাচাঁদ মিত্র। দীনবন্ধুর পিতৃদত্ত নাম ছিল গন্ধর্ব নারায়ণ। দরিদ্র পরিবারে জাত দীনবন্ধুর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রাম্য পাঠশালায়। সেখানে কিছুদিন পাঠগ্রহণের পর তাঁর পিতা তাঁকে জমিদারের সেরেস্তার কাজে নিযুক্ত করে দেন। কিন্তু বিদ্যোৎসাহী দীনবন্ধু কলকাতায় পালিয়ে আসেন এবং পিতৃব্যের গৃহে বাসন মেজে লেখাপড়া চালিয়ে যান। এই সময়েই দীনবন্ধু নাম গ্রহণ করে জেমস লঙের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। পরে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল (বর্তমানে হেয়ার স্কুল) থেকে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে স্কুলের শেষ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তি

বারবার বলেও হাল ফেরানো যাচ্ছে না মুর্শিদাবাদ জংশন স্টেশন চত্বরের

এবার কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রীর দ্বারস্থ হচ্ছেন রাজ্যের মন্ত্রী

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১ নভেম্বরঃ রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশন মুর্শিদাবাদ জংশন। প্রতিদিন এই স্টেশনে প্রচুর পর্যটক নেমে মুর্শিদাবাদ জেলার সবথেকে আকর্ষণীয় পর্যটনস্থল হাজারদুয়ারি প্যালেস সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নবাবী ইতিহাস দেখতে যান। নশিপুর রেল ব্রিজ চালু হয়ে যাওয়ার পর এই স্টেশন দিয়েই সাইরাং এক্সপ্রেসের মতো গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এই স্টেশন সহ আরো কয়েকটি স্টেশনের অপরিচ্ছন্ন হাল দেখে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর, জনশিক্ষা প্রসার এবং গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের মন্ত্রী তথা মুর্শিদাবাদের বিজেপি বিধায়ক গৌরীশঙ্কর ঘোষ। রবিবার সকালে হঠাৎই মন্ত্রী কয়েকজন দলীয় কর্মীকে নিয়ে মুর্শিদাবাদ জংশন রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শনে যান। সেখানে গিয়ে স্টেশনের অপরিচ্ছন্ন হাল দেখে নিজের ক্ষোভ জানান রাজ্যের এই মন্ত্রী। এমনকি স্টেশন মাস্টার মুকুল আনন্দের সঙ্গেও বাকযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন তিনি। গোটা বিষয়টি তিনি রেল দিল্লিতে রেল ভবন এবং কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে জানাবেন বলে জানিয়েছেন গৌরীশঙ্কর ঘোষ। তবে রাজ্যের মন্ত্রীর ক্ষোভ নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া দিতে রাজি হননি স্টেশন মাস্টার। রাজ্যের মন্ত্রীর অভিযোগ, মুর্শিদাবাদ জংশন স্টেশন ছাড়াও আজিমগঞ্জ জংশন এবং তাঁর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত



ভগবানগোলা, জিয়াগঞ্জ স্টেশন সহ আরো কয়েকটি স্টেশন অপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকলেও রেল কর্মীরা এই স্টেশনগুলো পরিস্কার করে সুন্দর রাখার জন্য কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। মন্ত্রীর দাবি, রেল স্টেশন পরিস্কার রাখার জন্য রেল মন্ত্রকের তরফ থেকে প্রত্যেক বছর বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে। তবে এই টাকা রেলের কিছু অসাধু কর্মচারী নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নিচ্ছেন। আর এই কাজে তাদেরকে মদত দিচ্ছে সিপিএম, কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস। মুর্শিদাবাদ জংশন স্টেশন পরিদর্শন করতে গিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী বলেন, ''এই স্টেশনে রেলের তরফ থেকে যাত্রী স্বাছন্দের জন্য এস্কেলেটর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও সেই এস্কেলেটর প্রায় কোনোদিনই চলে না। এক মাস আগে আমি মুর্শিদাবাদ জংশন স্টেশন পরিদর্শন করতে এসে স্টেশন পরিচ্ছন্ন করার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু বেশিরভাগ কাজই এখানকার স্টেশন মাস্টার এবং আরপিএফ-এর কর্মীরা করেননি।'' গৌরীশঙ্কর ঘোষ অভিযোগ করেন, এখানকার স্টেশন মাস্টার এবং আরপিএফ-এর এক শ্রেণীর কর্মী অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা কেন্দ্র সরকার এবং রেলমন্ত্রীর নির্দেশ মানছেন না। এই চত্বরে রেলের প্রচুর আমের বাগান এবং একাধিক পুকুর রয়েছে। রেল কর্মীরা এগুলোর টেন্ডার না করে ফেলে রেখে দিয়েছেন। এরফলে প্রত্যেক বছর রেল বিপুল পরিমান রাজস্ব হারাচ্ছে। কিন্তু একশ্রেণীর রেল কর্মচারী এগুলো স্থানীয় কিছু মানুষদেরকে অবৈধভাবে দিয়ে দিচ্ছেন। সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা আয় করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিচ্ছেন। স্টেশন চত্বরে থাকা একাধিক শৌচাগার বন্ধ দেখে রাজ্যের মন্ত্রী নিজের ক্ষোভ জানান। তিনি বলেন, ''যাত্রীরা এই স্টেশন থেকে দেখতে পাচ্ছেন বেশিরভাগ শৌচাগার বন্ধ করে রাখা হয়েছে। স্টেশন চত্বরে অবস্থিত বেশিরভাগ নর্দমাতে ব্লিচিং পাউডার বা চুন দেওয়া হয় না। আগাছায় ভরে উঠছে স্টেশন চত্বর। যদিও এই সমস্ত কিছু পরিস্কার রাখার জন্য রেল দপ্তরের তরফ থেকে স্টেশন কর্তৃপক্ষ বিপুল পরিমাণ অর্থ পান। সেই টাকা রেলের কিছু কর্মচারী নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিচ্ছেন।'' এর পাশাপাশি মন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, ''মুর্শিদাবাদ স্টেশন চত্বরে আরপিএফ এবং স্টেশন মাস্টারের সহযোগিতায় তৎকাল টিকিট বিক্রির একটি অসাধু চক্র চলছে। স্টেশন চত্বরে অবৈধভাবে প্রচুর ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে থাকে যা স্টেশন চত্বরকে নোংরা করে এবং যাত্রীদের চলাচলে অসুবিধা তৈরি করছে। আমি বিষয়টি আগেও রেল কর্তৃপক্ষের নজরে এনেছিলাম কিন্তু তারা এই বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ করেননি।'' গৌরীশঙ্কর ঘোষ আজ জানিয়ে দেন, ''আমি রেলস্টেশন চত্বরের সমগ্র চিত্র তুলে রাখলাম। গোটা বিষয়টি রেলমন্ত্রীকে এবং রেল ভবনকে জানাবো। এর পাশাপাশি টুইট করেও আমি কেন্দ্রের নজরে গোটা বিষয়টি আনবো।''

বাইরের আলো নয় প্রদীপের আলোয় পূজিত হন ভিকাহারের মন্দিরবাসিনী কালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ১ নভেম্বরঃ বাইরের কোনও আলো প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না মন্দিরের গর্ভগৃহে। দরজা-জানলা বন্ধ করে আলো প্রবেশের ফাঁকগুলি ভেজা কাপড় বা পর্দা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। ভিতরে জ্বলে কেবল প্রদীপ। সেই আলোতেই সম্পন্ন হয় দেবীর আরাধনা। দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন ব্লকের ভিকাহারের মন্দিরবাসিনী কালী মন্দিরের এই বিশেষ পুজোর রীতি ঘিরে রয়েছে ভক্তদের আগ্রহ। ভিকাহারের এই মন্দিরটি জেলার প্রাচীন টেরাকোটার স্থাপত্যগুলির অন্যতম। মন্দিরের বয়স নিয়ে বিভিন্ন জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে। স্থানীয় লোককথা অনুযায়ী এক তান্ত্রিক সাধক এই এলাকায় তন্ত্রসাধনা করতেন। স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি মাটির মন্দির তৈরি করে পঞ্চমুণ্ডির আসনে কালীপুজো শুরু করেন বলে কথিত রয়েছে। তবে এই কাহিনির ঐতিহাসিক প্রমাণ মেলেনি। ইতিহাস গবেষক ড. সমীত ঘোষের মতে মন্দিরটির স্থাপত্যের বয়স আনুমানিক ৩০০-৪০০ বছর। দিনাজপুরের রাজা রমানাথ রায় অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে টেরাকোটার মন্দিরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন বলে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। মন্দিরের বিশেষত্ব হল পুজোর সময় বাইরের আলো প্রবেশের পথ বন্ধ রাখা হয়। বৈদ্যুতিক আলোর পরিবর্তে প্রদীপের আলোতেই চলে আরাধনা। মন্দির সূত্রে জানা গেছে, এই রীতি মেনেই প্রতিবছর পুজোর আয়োজন হয়। মন্দিরে সারা বছর স্থায়ী বিগ্রহ থাকে না। দীপান্বিতা অমাবস্যায় মন্দির পরিস্কার করে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়। ওই দিন প্রতিমা তৈরি করে পুজোর পর ভোর হওয়ার আগেই বিসর্জন দেওয়া হয়। দেবী জাগ্রত-এই বিশ্বাসে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি শিলিগুড়ি মালদহ-সহ বিভিন্ন এলাকা থেকেও ভক্তরা আসেন। মানত ও পুজো দিতে ভিড় জমান তাঁরা। প্রাচীন টেরাকোটার স্থাপত্য তন্ত্রসাধনাকে ঘিরে প্রচলিত জনশ্রুতি এবং আলোহীন গর্ভগৃহে প্রদীপের আলোয় আরাধনার বিশেষ রীতি-সব মিলিয়ে ভিকাহারের মন্দিরবাসিনী কালী মন্দির দক্ষিণ দিনাজপুরের ধর্মীয় ঐতিহ্যের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।



রঘুনাথগঞ্জে ৩০,০০০০০ টাকা উদ্ধার



নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১ নভেম্বরঃ ফের বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে। পুলিশের অভিযানে উদ্ধার হল প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। এই ঘটনায় আসিফ রহমান নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের বাড়ি রঘুনাথগঞ্জ থানার তেঘড়ি বিশ্বাসপাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জঙ্গিপুর ফাঁড়ির পুলিশের একটি দল অ্যাপলেক্স বাঁধ এলাকায় অভিযান চালায়। রাত প্রায় ১টা নাগাদ সেখান থেকেই আসিফ রহমানকে আটক করা হয়। এরপর তাঁর কাছে থাকা জিনিসপত্রে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা। পরে সেই টাকা গুনে দেখা যায়, মোট অর্থের পরিমাণ প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। এক ব্যক্তির কাছ থেকে একসঙ্গে এত বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধারের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কোথা থেকে এই টাকা এল? কী উদ্দেশ্যে এত টাকা নিয়ে তিনি ওই এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন? কোথাও টাকা পাচারের পরিকল্পনা ছিল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ ইতিমধ্যেই ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। উদ্ধার হওয়া টাকার উৎস এবং এর পিছনে অন্য কারও যোগ রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা চলছে। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ আধিকারিক বলেন, ''আমাদের ফাঁড়িতে গোপন সূত্র থেকে খবর এসেছিল এক ব্যক্তি চুরির জিনিস নিয়ে যাচ্ছিলেন। আমাদের টিম খবর পেয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।''

স্ত্রীর গলা কেটে দু'টুকরো করে খুন, গ্রেফতার স্বামী

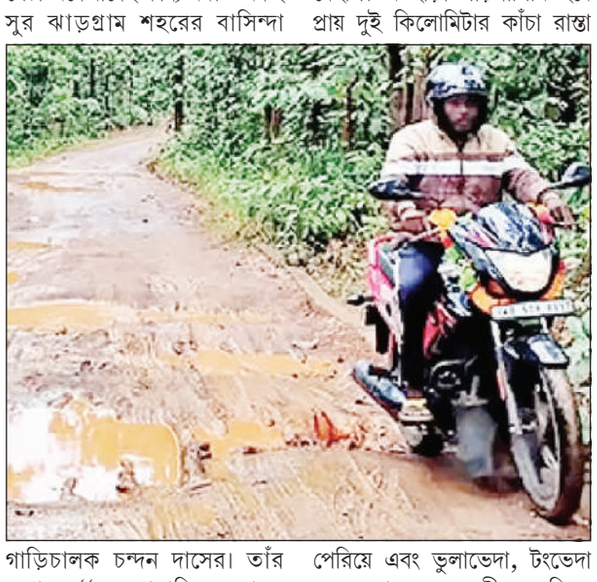
নিজস্ব প্রতিনিধি, নদিয়া, ১ নভেম্বরঃ রবিবার সাতসকালে নৃশংস খুন। সাতসকালে স্ত্রীকে গলা কেটে দুই টুকরো করে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে! ঘটনাকে কেঃ দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কৃষ্ণগঞ্জে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দারাই অভিযুক্তকে ধরে



পুলিশের হাতে তুলে দেন। পারিবারিক অশান্তির জেরেই স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। ধারালো বটি দিয়ে গলা কেটে খুন করেন তিনি। জানা গিয়েছে, নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের তারকনগর স্টেশন সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা সমীর মজুমদার। স্ত্রী সুমিত্রা মজুমদার। বিগত কিছু সময় ধরে স্বামী-স্ত্রী আলাদা থাকছিলেন পারিবারিক অশান্তির কারণে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এ দিন সকালে ছেলে বাবুসোনাকে দিয়ে স্ত্রীকে বাড়িতে ডেকে পাঠান অভিযুক্ত সমীর মজুমদার। এরপর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বচসা শুরু হয়। ছেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যায় সমীর মজুমদার স্টেশনের দিকে যাচ্ছেন। তার গতিবিধি দেখে স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ হয়। তাঁদের প্রশ্নের মুখে পড়ে একসময় সমীর নিজের স্ত্রীকে খুন করার কথা স্বীকার করে নেন। এরপর প্রতিবেশীরা বাড়িতে গিয়ে দেখেন যে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটির মেঝেতে সুমিত্রা মজুমদারের দেহ পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তকে আটক করে এবং কৃষ্ণগঞ্জ থানায় খবর দেয়। পুলিশ এলে তাদের হাতে অভিযুক্তকে তুলে দেওয়া হয়। ছেলে বাবুসোনা মজুমদার বলেন, ''বাবা ভালোভাবেই বলেছিল মাকে ডেকে আনতে। আমি কী করে জানব যে বাবা মাকে খুন করবে। ছোট ছোট ভাইবোন কী বলবে আমায়?'' দ্বিখণ্ডিত দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কী কারণে এই খুন, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। অভিযুক্ত স্বামী সমীর মজুমদারকে গ্রেফতার করেছে কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

ঝাড়গ্রামের খাঁদারানি যাওয়ার বেহাল রাস্তায় ক্ষুব্ধ পর্যটকেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বেলপাহাড়ি, ১ নভেম্বরঃ 'ভাই যেওনা। বিপদের মুখ থেকে ফিরে এলাম। রাস্তা খুবই খারাপ। গাড়ির চাকা ফেঁসে যাবে'-- এ ভাবেই পর্যটকদের গাড়ির চালক সাবধান করছেন আর এক গাড়ির চালককে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানে গিয়ে রাস্তার কারণে পাছে বিপাকে পড়তে হয় পর্যটকদের, তাই ঝাড়গ্রামের অন্যতম আকর্ষণ খাঁদারানিতে যাওয়ার পথে এমন সাবধানবাণী। ঘাগরার দুর্ঘটনার পরে পযটকদের অনেকেই এই সাবধানবাণী উপেক্ষা করতে ভরসা পাচ্ছেন না। যাঁরা উপেক্ষা করছেন তাঁরা ঘুরে এসে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন স্থানীয় প্রশাসনের উপরে। পাহাড়েরকোলে খাঁদারানির প্রাকৃতিক জলাধার দেখার জন্য বেলপাহাড়ি বেড়াতে আসা পর্যটকেরা ভিড় জমান। খাঁদারানিতে পৌঁছনোর প্রধান দু'টি রাস্তা-সহ আরও দুটি রাস্তার অবস্থাও শোচনীয়। বৃষ্টির জলে কোথাও ধুয়ে সাফ রাস্তার অস্তিত্ব।কোথাও আবার তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। রয়েছে গর্তে চাকা পড়ে গাড়ি উল্টে যাওয়ার আশঙ্কা। তবে সে সব উপেক্ষা করেও অনেকেই খাঁদারানিতে পৌঁছচ্ছেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানে। কিন্তু রাস্তার কারণে তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরছেন তাঁরা। কলকাতা থেকে সপরিবার ঝাড়গ্রামে বেড়াতে আসা দীপক মুখার্জী বলেন, ''রাস্তা এত খারাপ হবে জানলে কখনওই আসতাম না। তিন থেকে চার বার গাড়ির চাকা ফেঁসে যাওয়ার হাত থেকে রেহাই পেয়েছি। প্রশাসনের এই বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত। কারণ, বাইরে থেকে বেড়াতে এসে পর্যটকেরা এখানে সমস্যায় পড়বেন, সেটা একেবারেই কাম্য নয়।'' একই সুর ঝাড়গ্রাম শহরের বাসিন্দা



গাড়িচালক চন্দন দাসের। তাঁর কথায়, ''বেলপাহাড়ি বেড়াতে যাওয়া পর্যটকদের আগেই বলে দিই, খাঁদারানি যাওয়ার রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। কোনওভাবে গাড়ি ফেঁসে গেলে বিপাকে পড়তে হবে। সে ক্ষেত্রে অনেকে খাঁদারানি না দেখে অন্য জায়গায় চলে যান।'' বেলপাহাড়ি-পুরুলিয়া রাজ্য সড়কের দোমহনি থেকে বারিঘাটি হয়ে খাঁদারানি যাওয়া যায়। অন্যদিকে, হদড়ার মোড় থেকে গাড়রাসিনি পাহাড় যাওয়ার পথে গোয়ালবেড়িয়ার রাস্তা ধরে বারিঘাটি হয়ে খাঁদারানিতে পৌঁছনো যায়। মূলত এই দুই রাস্তা দিয়েই সিংহভাগ পর্যটক যাতায়াত করেন। দু'টি রাস্তাই দীর্ঘদিন ধরে কাঁচা এবং বেহাল। এ ছাড়া গাড়রাসিনি হয়ে প্রায় দুই কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে এবং ভুলাভেদা, টংভেদা হয়ে বারেদহ নদী পেরিয়ে খাঁদারানিতে যাওয়া যায়। খাঁদারানি গ্রামের বাসিন্দা রসিম মুড়া বলেন, ''পর্যটকদের তো মরশুমে আসে আবার ফিরে যায়। কিন্তু আমাদের তো সমস্যা নিয়েই প্রতিদিন এই রাস্তায় চলাফেরা করতে হচ্ছে। রাস্তা সারানোর ব্যবস্থা করুক প্রশাসন।'' বিনপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিকাশ সিং বলেন, ''দোহমনি থেকে বারিঘাটি হয়ে খাঁদারানি পর্যন্ত রাস্তা তৈরির জন্য একাধিকবার পথশ্রী প্রকল্পে আবেদন জানানো হয়েছিল আগের সরকারের আমলে। কিন্তু কোনও কারণে কাজ হয়নি।'' জানা গিয়েছে, রাস্তাগুলি বন দপ্তরের জায়গায়। সে ক্ষেত্রে রাস্তা নির্মাণে বন দপ্তরের তরফে বাধা দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। বিনপুরের বিধায়ক প্রণত টুডু বলেন, ''বেলপাহাড়ি পর্যটনের উন্নয়নে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। প্রয়োজনে বন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে খাঁদারানিতে যাওয়ার রাস্তা স্থায়ীভাবে নির্মাণ করা হবে।''

TENDER NOTICE

NIT-04/2026

2026_ZPHD_5082348_1, 2026_ZPHD_5082348_2, 2026_ZPHD_5082348_3, 2026_ ZPHD_5082348_4, 2026_ZPHD_5082348_5, 2026_ZPHD_5082348_6, 2026_ZPHD_5082348_7, 2026_ZPHD_5082348_8, Dated-02/09/2026. Separate Tenders are hereby invited by Executive Assistant, Chandi GP, 24pgs(s). Last date and time of application **09/11/2026 up to 01.00 pm.** Date of Opening of Tender on **12/11/2026 at 01.00 PM.** Other details will be available from the **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Assistant
Chandi Gram Panchayat
Amtala, 24pgs(s)

E-TENDER NOTICE

e-Tenders are invited for different type of works under 15th FC fund and of **N.I.e.T No-02/Debkundu GP/2026-27 (2nd call), 03/Debkundu GP/2026-27(2nd call) and 05/Debkundu GP/2026-27**. Documents and other details is available in the website **https://tenders.wb.gov.in**

NIeT 02/Debkundu GP/2026-27 (2nd call), 03/Debkundu GP/2026-27(2nd call)-The last date of submission for all the tenders are up to 17.55 hours on dated **06/11/2026** respectively. **NIeT-05/Debkundu GP/2026-27.** The last date of submission for all the tenders are up to 18.00 hours on dated **18/11/2026** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any queries in the office hours. The payment will be made in due course.

Sd/- **Executive Assistant**
Debkundu Gram Panchayat

DBS

সেফ ডিপোজিট লকার – ভাঙার বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **শ্রী অরূপ রতন ঘোষ** ("**লকার ভাড়াগ্রহীতা**"), ঠিকানা প্লট ব্লক-F/55, ফ্ল্যাট-8, করুণাময়ী হাউজিং এস্টেট, সল্ট লেক, সেক্টর 2, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - 700091, **08 ফেব্রুয়ারি 2019** তারিখে ডিবিএস ব্যাংক ইন্ডিয়া লিমিটেড **সল্ট লেক** শাখা ("**ব্যাংক**") থেকে **লকার 4** ("**লকার**") নম্বরযুক্ত সেফ ডিপোজিট লকার ভাড়া নিয়েছেন। লকার ভাড়াগ্রহীতা কর্তৃক উক্ত লকারের ভাড়া একটানা তিন (3) বছর ধরে পরিশোধ করা হয়নি এবং বকেয়া ভাড়া আদায়ের জন্য, ব্যাংক লকার ভাড়াগ্রহীতাদের অসংখ্য স্মারকপত্র পাঠিয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত লকার ভাড়াগ্রহীতাদের কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

সেফ ডিপোজিট বক্স সংক্রান্ত ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সংশোধিত নির্দেশিকা অনুসারে, ব্যাঙ্ক উপরোক্ত সেফ ডিপোজিট বক্সটি খোলার প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছে। যদি কোনও ব্যক্তি এই সেফ ডিপোজিট বক্সে রাখা জিনিসপত্রের জন্য কোনও দাবি করতে চান, তবে তাঁকে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ত্রিশ (30) দিনের মধ্যে যথাযথ প্রমাণ সহ **সল্ট লেক** অবস্থিত আমাদের শাখায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যদি এই সময়ের মধ্যে ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে কোনও দাবি না পাওয়া যায় বা ব্যাঙ্কের কাছে কোনও তথ্য না আসে, তবে ব্যাঙ্ক উক্ত সেফ ডিপোজিট বক্সটি খোলার প্রক্রিয়া শুরু করবে। সেফ ডিপোজিট বক্স খোলার জন্য এবং সেফ ডিপোজিট বক্সে রাখা জিনিসপত্র নিষ্পত্তির জন্য ব্যাঙ্ক ভাড়াটিয়া বা অন্য কোনও ব্যক্তির কাছে দায়বদ্ধ থাকবে না।

ডিবিএস ব্যাংক ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর পক্ষে,
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Sewerage & Drainage), KMC** invites e-Tender online item rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/S_D/DLPS/P-B/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Through repairing, servicing including replacement of damaged Carbon brush, Holder and Slip rings with other allied works of 415V, 118 KW, Slip Ring Induction Motor Unit B at DLPS.** Estimated Amount: **Open quotation**. Earnest Money: ₹ **2% of quotated amount.** Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of Bid: **17.11.2026 – 5 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **03.11.2026 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen.

The **Dy. C. E. (M)/Sewerage & Drainage, KMC** invites e-Tender online percentage/item rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/S_D/EE1/PANEL/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing and servicing including replacement of damaged and burnt out spare parts of motor starter panel of DWF Pump Unit No. 1, 2 and SWF Pump Unit No. 1 at EE1 Minor Drainage Pumping Station.** Estimated Amount: **Open quotation**. Earnest Money: ₹ **2% of quotated amount.** Period of Completion: **7 days.** Last date and time of submission of Bid: **17.11.2026 – 5 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **03.11.2026 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen.

(2) NIT No.: PBPS/AD/M-28/2026-2027
Name of the Work: **Supply & Delivery of Raingauge & Measuring Glass conforms to IS-5225-1969 for PBPS & Sub stations under PBPS (Drg.)/S&D.** Estimated Cost: **Quotation**. Earnest Money: ₹ **2% of quotated rate.** Period of Completion: **15 days.**

(3) NIT No.: KMC/DR/PBPS/M-14/2026-2027
Name of the Work: **Erection of MS shed structure for covering of Underground water storage, Overhead tank and Officer's quarters backside and modification of existing plumbing network and other allied works under PBPS (Drg.)/S&D.** Estimated Cost: ₹ **2,93,373.00**. Earnest Money: ₹ **5,900.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **18.11.2026 upto 4.30 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **04.11.2026 (5 p.m.)** (For Sl. No. 2 & 3). The website: **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 2 & 3).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XV, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/137/015/2026-2027/D
Name of the Work: **Restoration of Paver block passage disturbed by different PU Agency near Holding No. R-152/1, R-167, R-29, R-27, R-42, R-199 etc. in Ward No.-137, Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & Cess): ₹ **2,79,290.08**. Earnest Money: ₹ **5,600.00.** Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of Bid: **18.11.2026 – 11 a.m.** Date and time of opening of Tender: **20.11.2026 – 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **04.11.2026 (5 p.m.)** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. C.E. (SWM-I), KMC** invites e-Tender percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/SWM-I/DDG/E.E/02/26-27
Name of the Work: **Restoration of access road for immersion pumping zone at Dhapa Dumping Ground.** Estimated Amount (Including GST & Cess): ₹ **2,90,651.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(2) NIT No.: KMC/SWM-I/DDG/E.E/03/26-27
Name of the Work: **Repairing of road approaching towards temporary dumping area of manual loaded vehicles at Dhapa Dumping Ground.** Estimated Amount (Including GST & Cess): ₹ **2,89,761.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Time of Completion: **15 days** (For Sl. No. 1 & 2). Price of Tender: **NIL** (For Sl. No. 1 & 2). Bid submission start (online) date and time: **05.11.2026 – 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). Bid submission closing (online) date and time: **19.11.2026 – 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). Bid opening for technical proposal (online) date and time: **21.11.2026 – 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The tender documents will be available on and from **03.11.2026 (6 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2). The website: **https://wbtenders.gov.in** and **www.kmcgov.in** (For Sl. No. 1 & 2).

(3) NIT No.: KMC/SWM-I/DDG/CWPL/2026-27
Name of the Work: **Plumbing work of multiple infrastructure buildings (Car washing bays, Painting shed) from newly constructed big dia Tubewell setup at Dhapa Check Post.** Estimated Amount: ₹ **1,57,749.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Completion time: **7 days**.

(4) NIT No.: KMC/SWM-I/DDG/M/17/2026-27
Name of the Work: **Installation of MS Gutter at subsurface drain near Check Post at Dhapa Dumping Ground.** Estimated Amount: ₹ **1,63,963.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Completion time: **7 days**.

(5) NIT No.: KMC/SWM-I/DDG/M/18/2026-27
Name of the Work: **Installation of MS edge cover at expansion joints of newly constructed concrete pavement near Weigh Bridge at Dhapa Dumping Ground.** Estimated Amount: ₹ **2,61,416.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Completion time: **30 days**.

(6) NIT No.: KMC/SWM-I/DDG/M/19/2026-27
Name of the Work: **Installation of Bituminous Filter Board at expansion joints of newly constructed concrete pavement near Weigh Bridge at Dhapa Dumping Ground.** Estimated Amount: ₹ **2,34,502.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Completion time: **30 days**. Price of Tender: **NIL** (For Sl. No. 3 to 6). Bid submission start (online) date and time: **05.11.2026 – 1 p.m.** (For Sl. No. 3 to 6). Last date and time of Bid submission (online): **17.11.2026 – 1 p.m.** (For Sl. No. 3 to 6). The bid forms and other details are available on and from **03.11.2026 (1 p.m.)** (For Sl. No. 3 to 6). The website **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 3 to 6). Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website (For Sl. No. 3 to 6).

The **Dy. C.E. (M)/Sewer Cleansing Wing under S&D department, KMC** invites e-Tender online for the following works:

(1) NIT No.: KMC/S&D/SCD(C)/2026-27/15
Name of the Work: **Overhauling & Repairing of 2 Nos.6" dia. diesel dewatering pump with trolley under Sewer Cleansing Central.** Estimate Amount (Including GST & Cess): ₹ **1,19,089.00**. Earnest Money: ₹ **2,400.00.** Period of Completion: **07 days.**

(2) NIT No.: KMC/S&D/SCD(C)/2026-27/07R
Name of the Work: **Fitting, fixing with major repairing of 3 Nos. electrical pump sets (18.5 KW Motor & SP6L Pump) under Sewer Cleansing Central.** Estimate Amount (Including GST & Cess): ₹ **1,14,729.00**. Earnest Money: ₹ **2,500.00.** Period of Completion: **07 days.**

(3) NIT No.: KMC/S&D/SCD(C)/2026-27/05R
Name of the Work: **Overhauling, Repairing & Replacement of damaged components of Power Bucket Machine Set No.-2 & 7 (4 Nos. Engine) under Sewer Cleansing Central.** Estimate Amount (Including GST & Cess): ₹ **2,15,144.00**. Earnest Money: ₹ **4,400.00.** Period of Completion: **10 days.**

(4) NIT No.: KMC/S&D/SCD(C)/2026-27/14
Name of the Work: **Replacement of damaged accessories of 10 Nos. 6" dia Diesel & Electrical Pump, 3 Nos. 4" dia diesel pump & 4 Nos. 3" dia diesel pump under Sewer Cleansing Central.** Estimate Amount (Including GST & Cess): ₹ **2,51,088.00**. Earnest Money: ₹ **5,100.00.** Period of Completion: **07 days.** Last date and time of submission of Bid: **18.11.2026 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details will be available on and from **06.11.2026 (9 a.m.)** (For Sl. No. 1 to 4). Tthe website: **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 4).

The **Executive Engineer (Electrical)/Ltg./Z-VI, KMC** invites e-Tender two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE_E/Z-VI/125/OM/2/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Operation and Maintenance work of street lighting system Narayan Roy Road, K.G. Road, A.M. Road, Jaigirghat Road and adjacent areas in Ward No.-125.** Estimated Amount: ₹ **2,46,062.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **181 days.**

(2) NIT No.: KMC/EE_E/Z-VI/333/OM/15/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **AMC of three number Lifts installed at Abahan Community Hall under KMC Borough-XVI.** Estimated Amount

পেটপুজো

হ্যালোউইনে জমুক ভূতুড়ে ভোজ! ডিম ভূত থেকে রক্তমুখী পটল, বাঙালি রান্নাতেই চমকে দিন অতিথিদের

ভূত, প্রেত, অন্ধকার আর রহস্যের আবহ! আজ ৩১ অক্টোবর, হ্যালোউইন। পাশ্চাত্যের এই উসব এখন আর শুধু বিদেশের গণ্ডিতে



সীমাবদ্ধ নেই। ভারতেও ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে হ্যালোউইন উদযাপন। ক্রিসমাসের মতো এই উসবও আপন করে নিয়েছেন অনেকেই। ভূত, ডাইনি, ভ্যাম্পায়ার কিংবা নানা মজার চরিত্রের সাজে সেজে ওঠেন ছোট থেকে বড়রা। শিশুরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে ক্যান্ডি ও মিষ্টি সংগ্রহ করে। তবে শুধু সাজগোজ আর ঘর সাজালেই তো হবে না! উসবের আসল আকর্ষণ জমজমাট খাওয়াদাওয়া। তাই এবারের হ্যালোউইনে বিদেশি খাবারের বদলে বাঙালি রান্নাতেই আনুন ভূতুড়ে চমক। স্বাদে হবে লা-জবাব, আর দেখতে এমন যে অতিথিদের গায়ে কাঁটা দিতে পারে! রইল কয়েকটি মজাদার হ্যালোউইন স্পেশাল বাঙালি পদ।

১. ডিম ভূতঃ হ্যালোউইনের খাবারের তালিকায় রাখতে পারেন ডিম ভূত। প্রথমে কয়েকটি ডিম ভালো করে সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে নিন। এবার ডিমগুলি মাঝখান থেকে কেটে কুসুম বের করে নিন। সেই কুসুমের সঙ্গে মেয়োনিজ, সামান্য সরষে বাটা, নুন ও গোলমরিচ মিশিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিন। মিশ্রণটি আবার ডিমের সাদা অংশের মধ্যে ভরে দিন। এবার কালো অলিভ বা কালোজিরে দিয়ে তৈরি করুন মাকড়সা কিংবা ভূতের চোখ। দেখতে যেমন মজাদার, খেতেও তেমন সুস্বাদু।

২. ভূতুড়ে বেগুনি ও চপঃ বাঙালির আড্ডায় বেগুনি আর চপ না থাকলে চলে? হ্যালোউইনে সেই চেনা খাবারেই আনুন নতুন সাজ। বেগুন গোল গোল করে কেটে বেসনের ব্যাটারে ডুবিয়ে সাধারণ নিয়মেই ভেজে নিন। তবে ব্যাটার দিয়ে বেগুনের গায়ে ভূতের চোখ-মুখের নকশা তৈরি করতে পারেন। আলুর চপের ক্ষেত্রেও একই কৌশল কাজে লাগান। কেচাপ বা কালো তিল দিয়ে চোখ-মুখ সাজিয়ে দিলেই তৈরি হয়ে যাবে ভূতুড়ে স্ন্যাকস।

৩. ভূতুড়ে কুমড়োর ছক্কাঃ হ্যালোউইনের অন্যতম পরিচিত প্রতীক কুমড়ো। তাই বাঙালির প্রিয় মিষ্টি কুমড়োর ছক্কা হতে পারে এই উসবের বিশেষ পদ। আলু, মিষ্টি কুমড়ো, ছোলা এবং পাঁচফোড়নের মশলায় তৈরি করুন সুস্বাদু ছক্কা। পরিবেশনের সময় ছোট কুমড়োর খোলের মধ্যে ছক্কা সাজিয়ে দিতে পারেন। টেবিলের সাজেও ব্যবহার করতে পারেন খোদাই করা কুমড়ো।

৪. রাক্ষুসে লুচি বা ডালপুরিঃ সাধারণ লুচি কিংবা ডালপুরিকেও দেওয়া যায় ভয়ংকর চেহারা। ময়দার লেচি বেলার পর পরিষ্কার ছুরি বা ছাঁচ দিয়ে চোখ এবং হাঁ করা মুখের আকৃতি তৈরি করুন। এরপর গরম তেলে ভেজে নিন। ফুলে ওঠা লুচিগুলি দেখতে ছোট ছোট রাক্ষসের মুখের মতো লাগবে। সঙ্গে আলুর দম থাকলে জমে যাবে ভূতুড়ে ভোজ।

৫. কালো জাদুর মাংসঃ মাংসপ্রেমীদের জন্য থাকছে বিশেষ আয়োজন। মুরগি বা খাসির মাংস ভালো করে মশলা দিয়ে কষিয়ে নিন। গোলমরিচ, কালোজিরে, পেঁয়াজ ও অন্যান্য মশলার ব্যবহারে তৈরি করুন গাঢ় রঙের কষা মাংস। পরিবেশনের সময় কালো প্লেট ব্যবহার করলে খাবারটির রহস্যময় চেহারা আরও ফুটে উঠবে। তবে রং গাঢ় করতে কোনও কৃত্রিম বা অখাদ্য উপাদান ব্যবহার করবেন না।

৬. রক্তমুখী পটলঃ নাম শুনেই চমকে উঠতে পারেন! প্রথমে পটলের



খোসা ছাড়িয়ে দুই প্রান্ত কেটে ভিতরের বীজ বের করে নিন। এবার পটলের মধ্যে মশলাদার কিমা অথবা ছানার পুর ভরে ভালো করে রান্না করুন। পরিবেশনের আগে টমেটো সস দিয়ে পটলের এক প্রান্তে মুখের মতো নকশা তৈরি করুন। দেখলে মনে হবে যেন রক্তমাখা কোনও ভূতুড়ে মুখ! স্বাদেও থাকবে বাঙালিয়ানার ছোঁয়া।

৭. ভূতুড়ে পায়েসঃ মিষ্টিমুখ ছাড়া বাঙালির কোনও উসব সম্পূর্ণ হয় না। তাই হ্যালোউইনের মেনুতে রাখুন ভূতুড়ে পায়েস। চাল, দুধ, চিনি বা গুড় দিয়ে সাধারণ নিয়মে পায়েস তৈরি করুন। ঠান্ডা হওয়ার পর বাটিতে ঢেলে উপরে চকোলেট বা চেরি সিরাপ দিয়ে মাকড়সার জাল, ভূতের মুখ কিংবা চোখের নকশা এঁকে দিন। ছোটদের কাছে এই পদ বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

৮. রক্তজবা সরবতঃ খাবারের সঙ্গে পানীয়ও চাই জমজমাট। তরমুজ বা বেদানার রসের সঙ্গে লেবুর রস, সামান্য বিটনুন এবং বরফ মিশিয়ে তৈরি করুন লাল রঙের বিশেষ সরবত। স্বাদ বাড়াতে সামান্য পুদিনা পাতাও দিতে পারেন। স্বচ্ছ গ্লাসে পরিবেশন করলে দেখতে একেবারে রক্তজবার মতো লাগবে।

সবশেষে খাবারের টেবিল সাজাতে ভুলবেন না। মোমবাতি, কুমড়োর লণ্ঠন, কালো কাপড় এবং কমলা রঙের আলো দিয়ে তৈরি করুন রহস্যময় পরিবেশ। তবে আগুনের ব্যবহারে অবশ্যই সতর্ক থাকুন। বাঙালি খাবারের এমন ভূতুড়ে আয়োজন নিয়ে এবারের হ্যালোউইন পার্টি হয়ে উঠুক জমজমাট। অতিথিরা ভয় পাবেন কি না জানা নেই, তবে স্বাদে যে মুগ্ধ হবেন, তা বলাই যায়!

শখ দাঙ্গার ক্ষত উসকে রামলীলা ময়দানের বিক্ষোভে রাহুলকে নিশানা জে পি নাড্ডার!

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর ঃ দিল্লির রামলীলা ময়দানে রবিবার 'ইন্ডি জোটের মেগা সমাবেশ ঘিরে যখন রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে, ঠিক তখনই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। ১৯৮৪ সালের শিখ দাঙ্গার প্রসঙ্গ টেনে সরাসরি নিশানা করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে। তাঁর অভিযোগ, শিখ সম্প্রদায়ের মানুষের রক্তে রাঙা ইতিহাসের কথা ভুলে গিয়ে পরিকল্পিতভাবে সেই বিশেষ দিনটিকেই বিক্ষোভের জন্য বেছে নিয়েছে কংগ্রেস। শিখ দাঙ্গার জন্য আজও ক্ষমা চায়নি গান্ধী পরিবার। সেই প্রসঙ্গ তুলে কংগ্রেসকে 'পাপী বলেও আক্রমণ করেন তিনি। একইসঙ্গে বিরোধীদের বিক্ষোভের জেরে দিল্লির ব্যবসায়ীদের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি সভাপতি। রবিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে সমাবেশের আয়োজন করেছে 'ইন্ডি জোট। ' অভিযোগ এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে এই কর্মসূচি ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজধানীতে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়েছে। হুডখোলা গাড়িতে চেপে রামলীলা ময়দানের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী-সহ বিরোধী জোটের একাধিক নেতা। সমাবেশকে কেন্দ্র করে যখন বিরোধী শিবিরের শক্তি প্রদর্শনের প্রস্তুতি চলছে, তখনই সাংবাদিক বৈঠক করে কংগ্রেসকে কার্যত তুলোধোনা করেন জেপি নাড্ডা। সাংবাদিক বৈঠকে নাড্ডার অভিযোগ, দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ অশান্ত করতেই কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি এই ধরনের বিক্ষোভের আয়োজন করছে। তাঁর কথায়, এই কর্মসূচি কোনও স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রতিবাদ নয়, বরং এর পিছনে রয়েছে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। তিনি বলেন, গান্ধী পরিবারের রাজনীতির একটি নির্দিষ্ট ধরন রয়েছে। মিথ্যা ও গুজব ছড়ানো, মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করা, অস্থিরতা উসকে দেওয়া এবং দেশের অর্থনীতির ক্ষতি করাই সেই রাজনীতির মূল লক্ষ্য বলে দাবি করেন তিনি। এখানেই থেমে থাকেননি বিজেপি সভাপতি। রাহুল গান্ধীকে নিশানা করে তাঁর বক্তব্য, ভারত কোনও দুর্বল রাষ্ট্র নয় যে, যে কেউ চাইলেই এখানে অগ্নিসংযোগ, দাঙ্গা কিংবা অস্থিরতা তৈরি করতে পারবে। নির্বাচিত সরকারকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টাও কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট বার্তা দেন তিনি। এই ধরনের কর্মকাণ্ডের পিছনে বিদেশি শক্তির মদত রয়েছে বলেও অভিযোগ করেন নাড্ডা। যদিও এই অভিযোগের সমর্থনে সাংবাদিক বৈঠকে নির্দিষ্ট কোনও প্রমাণ তুলে ধরেননি তিনি। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে এদিন ১৯৮৪ সালের শিখ দাঙ্গার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন নাড্ডা। উল্লেখ্য, ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পর দিল্লি-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষের উপর ভয়াবহ হিংসা নেমে এসেছিল। ১ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া সেই দাঙ্গায় প্রাণ হারান বহু মানুষ। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে অন্যতম ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে ১৯৮৪ সালের সেই রক্তাক্ত অধ্যায়। নাড্ডার বক্তব্য, এমন একটি শোকাবহ দিনের কথা মনে রেখে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো উচিত ছিল। কিন্তু কংগ্রেস সেই দিনেই বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করেছে। তাঁর অভিযোগ, শিখ দাঙ্গার জন্য গান্ধী পরিবার কোনওদিন যথাযথভাবে ক্ষমা চায়নি। অথচ সেই দাঙ্গায় নিহতদের স্মরণ করার পরিবর্তে আজকের দিনে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে দিল্লির ব্যবসায়ীদের সমস্যার বিষয়টিও তুলে ধরেন বিজেপি সভাপতি। তাঁর দাবি, উসবের মরশুমে রাজধানীতে এমন বিক্ষোভ কর্মসূচির কারণে সাধারণ ব্যবসায়ীদের বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। যান চলাচল ব্যাহত হওয়া, দোকানপাটে ক্রেতাদের যাতায়াতে সমস্যা এবং ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে বিঘ্নের মতো বিষয়গুলিও মানুষের উপর প্রভাব ফেলছে বলে দাবি করেন তিনি। নাড্ডার অভিযোগ, বিরোধীদের এই ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচির জেরে কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে।

বিজেপি সভাপতির আরও দাবি, দেশের মানুষ বিরোধীদের এই রাজনৈতিক কৌশল বুঝে গিয়েছেন। সাধারণ মানুষ কোনওভাবেই এই ধরনের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দেবেন না। তাঁর মতে, দেশের অর্থনীতি এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করার যে চেষ্টা চলছে, তা সফল হবে না। সব মিলিয়ে রামলীলা ময়দানে বিরোধীদের সমাবেশ ঘিরে রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হয়েছে। একদিকে ভোটচুরি এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে সরব বিরোধীরা, অন্যদিকে ১৯৮৪ সালের শিখ দাঙ্গা, জাতীয় নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির প্রসঙ্গ তুলে পালটা আক্রমণে বিজেপি। সমাবেশের মঞ্চে রাহুল গান্ধী কী বার্তা দেন, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।

ক্রীতদাস ব্যবসার কলঙ্ক! ভারত-সহ ৫৬ দেশের কাছে আনুষ্ঠানিক ক্ষমা চাইতে প্রস্তুত ব্রিটেন

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর ঃ ইতিহাসের পাতায় রয়ে গিয়েছে এক ভয়াবহ অধ্যায়। আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ মানুষকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করা



হয়েছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলেছিল এই অমানবিক বাণিজ্য। আর সেই দাস ব্যবসার অন্যতম প্রধান কারবারি ছিল ব্রিটেন। এবার অতীতের সেই নৃশংসতার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাইতে প্রস্তুত ব্রিটিশ সরকার। ভারত-সহ ৫৬টি দেশের কাছে অতীতের অন্যায়ের জন্য ক্ষমা চাওয়ার বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে তারা। তবে ক্ষমা চাইতে রাজি হলেও আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবি মানতে নারাজ ব্রিটেন। অতীতের অন্যায়ের দায় বর্তমান প্রজন্মের উপর চাপানো যায় না বলেই যুক্তি ব্রিটিশ সরকারের।সম্প্রতি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহ্যাম এই বিষয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। শুক্রবার ব্রিটিশ সংবাদপত্র ' গার্ডিয়ান'-এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধে তিনি জানিয়েছেন, আটলাঃটিক মহাসাগর পেরিয়ে চলা দাস ব্যবসার শিকার মানুষ এবং তাঁদের উত্তরসূরিদের সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনা শুরু করতে প্রস্তুত ব্রিটেন। অতীতের সেই ভয়াবহ ঘটনার জন্য আনুষ্ঠানিক ক্ষমা চাওয়ার যে দাবি উঠছে, তা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতেও রাজি সরকার। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, সেই সময় ক্রীতদাসদের যে অমানবিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল, তা উপলব্ধি করা জরুরি। এই নিষ্ঠুরতার প্রভাব আজও সম্পূর্ণভাবে মুছে যায়নি। ইতিহাসের সেই অন্ধকার অধ্যায়কে অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই। তাই ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির সমাধানের পথ খুঁজতে চায় ব্রিটিশ সরকার। তবে ক্ষমা চাওয়ার বিষয়ে নমনীয় হলেও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রশ্নে অবস্থান যথেষ্ট কঠোর রেখেছে লন্ডন। বার্নহ্যামের যুক্তি, বর্তমান ব্রিটিশ নাগরিকদের অতীতের সেই অন্যায়ের জন্য দায়ী করা যায় না। তাঁর মতে, দাস ব্যবসা হয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি সময়ে এবং ভিন্ন আইনি ব্যবস্থার অধীনে। সেই ঘটনার সঙ্গে বর্তমান ব্রিটিশ জনগণ বা সরকারের সরাসরি কোনও ভূমিকা নেই। ফলে কয়েক শতাব্দী আগের অপরাধের জন্য আজকের প্রজন্মকে আর্থিকভাবে দায়বদ্ধ করা যুক্তিসংগত নয়। অর্থা আনুষ্ঠানিক ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি আলোচনায় থাকলেও ক্ষতিপূরণের দাবি আপাতত খারিজ করতেই চাইছে ব্রিটেন। আগামী সপ্তাহে অ্যাঃটিগুয়া ও বার্বুডায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলন। তার আগে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য বিশেষ তাপর্যপূর্ণ। কারণ, সম্মেলনে ক্যারিবিয়ান দেশগুলির তরফে দাস ব্যবসার জন্য ব্রিটেনের কাছে আনুষ্ঠানিক ক্ষমা এবং ক্ষতিপূরণের দাবি তোলা হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরেই এই দেশগুলি ঐতিহাসিক অন্যায়ের স্বীকৃতি এবং তার উপযুক্ত প্রতিকার দাবি করে আসছে। ফলে সম্মেলনের আগে ব্রিটিশ সরকারের এই অবস্থানকে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক পদক্ষেপ বলেই মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে সফর করছেন। বাহামাস সফরের সময়ও তিনি ক্রীতদাস প্রথার ভয়াবহ ইতিহাসের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে প্রাণ হারানো মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তিনি। তবে এতদিন পর্যন্ত এই ঐতিহাসিক অন্যায়ের জন্য ব্রিটেনের তরফে আনুষ্ঠানিক ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নে স্পষ্ট পদক্ষেপ দেখা যায়নি। এবার সেই অবস্থানে পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। ব্রিটেন অবশ্য নিজেদের অবস্থানের পক্ষে আরও একটি যুক্তি তুলে ধরছে। তাদের দাবি, দাস ব্যবসা থেকে বিপুল অর্থ উপার্জন করেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, তা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। তবে পরবর্তী সময়ে দাসপ্রথা বিলোপের ক্ষেত্রেও ব্রিটেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৮৩৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেংট দাসপ্রথা বিলোপের আইন পাস করে। যদিও দাসপ্রথা বন্ধ হলেও ঔপনিবেশিক শোষণ বন্ধ হয়নি। ভারত-সহ বিশ্বের একাধিক দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসন ও অর্থনৈতিক শোষণ দীর্ঘদিন অব্যাহত ছিল। ইতিহাস বলছে, ১৫ থেকে ১৯ শতকের মধ্যে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা অন্তত ১ কোটি ২৫ লক্ষ আফ্রিকান মানুষকে অপহরণ করে দাস হিসেবে বিক্রি করেছিল। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৩২ লক্ষ মানুষকে ব্রিটিশদের মাধ্যমে আটলাঃটিক পেরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক হিসাব থেকে জানা যায়। পরিবারের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অমানবিক পরিবেশে জাহাজে চাপিয়ে তাঁদের বিভিন্ন উপনিবেশে নিয়ে যাওয়া হত। সেখানে কৃষিকাজ, খনি এবং অন্যান্য শ্রমসাধ্য কাজে বাধ্য করা হত তাঁদের। সব মিলিয়ে কয়েক শতাব্দী আগের ক্রীতদাস ব্যবসার দায় স্বীকার, আনুষ্ঠানিক ক্ষমা এবং ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে নতুন করে আন্তর্জাতিক বিতর্কের মুখে ব্রিটেন। একদিকে ইতিহাসের অন্যায়ের জন্য ক্ষমা চাওয়ার প্রস্তুতি, অন্যদিকে আর্থিক দায় নিতে অস্বীকার-দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করছে লন্ডন। এখন দেখার, কমনওয়েলথ সম্মেলনে ভারত-সহ ৫৬টি দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার পর ব্রিটেনের অবস্থানে কোনও পরিবর্তন আসে কি না।

৪০টি বিলাসবহুল ভিলা, বছরে আয় ২ কোটি! সাসপেন্ড দম্পতি

উদয়পুর,১ নভেম্বর ঃ স্বামী আইএএস, স্ত্রী আইপিএস। দু'জনেই প্রশাসনের উচ্চপদে আসীন। অথচ তাঁদের সম্পত্তির পরিমাণের হিসাব সামনে আসতেই কার্যত চোখ কপালে উঠেছে তদন্তকারীদের। ৪০টি বিলাসবহুল ভিলা, ৬ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের রিসর্ট এবং সেই সম্পত্তি থেকে বছরে প্রায় ২ কোটি টাকা আয়ের অভিযোগ! মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠা এই আমলা দম্পতিকে ঘিরে এবার দুর্নীতির অভিযোগে তোলপাড় রাজস্থান। সরকারি পদকে ব্যবহার করে কীভাবে বিপুল সম্পত্তির সাম্রাজ্য গড়ে তুললেন তাঁরা? সরকারি বরাত পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে অনৈতিক সুবিধা নেওয়া হয়েছিল কি না, তা নিয়েই শুরু হয়েছে তদন্ত। ইতিমধ্যেই সাসপেন্ড করা হয়েছে অভিযুক্ত আইএএস ও আইপিএস আধিকারিককে। রাজস্থানের প্রশাসনিক মহলে আলোড়ন ফেলে দেওয়া এই দুই আধিকারিক হলেন শিখর আগরওয়াল এবং তাঁর স্ত্রী প্রশাখা মাথুর। শিখর পেশায় আইএএস আধিকারিক। কিছুদিন আগেও তিনি রাজস্থানের শিল্প দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের দায়িত্বে ছিলেন। অন্যদিকে, তাঁর স্ত্রী প্রশাখা একজন আইপিএস আধিকারিক। অভিযোগ, সরকারি দায়িত্বে থাকাকালীন একাধিক বেসরকারি সংস্থাকে বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দিয়েছিলেন শিখর। বিশেষ করে নির্মাণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের বরাত কম খরচে নির্দিষ্ট কয়েকটি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। তদন্তকারীদের সন্দেহ, এই লেনদেনের সঙ্গে আমলা দম্পতির ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৃদ্ধির যোগ রয়েছে। এই ঘটনায় বিশেষভাবে উঠে এসেছে গোয়েল ফ্যাশনস নামে একটি সংস্থার নাম। অভিযোগ, এই সংস্থাকে বিভিন্ন নির্মাণকাজের ক্ষেত্রে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল। সংস্থাটির অধীনে অনন্ত ব্র্যান্ড নামে একাধিক বিলাসবহুল রিসর্ট তৈরি হয়েছে। আর আশ্চর্যের বিষয়, সেই অনন্ত ব্র্যান্ডের রিসর্টই পরবর্তীতে কিনেছেন শিখর আগরওয়াল ও তাঁর স্ত্রী প্রশাখা মাথুর। শুধু সম্পত্তি কেনাতেই শেষ নয়, কেনার পর সেই রিসর্ট আবার গোয়েল ফ্যাশনসকেই লিজ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। তদন্তকারীদের নজরে এসেছে এই সম্পত্তি কেনাবেচার পদ্ধতিও। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, উদয়পুর ও আলওয়ারে প্রায় ৪০টি বিলাসবহুল ভিলা কিনেছিলেন ওই দম্পতি। পরে সেগুলি লিজ দিয়ে নিয়মিত আয় করার ব্যবস্থা করা হয়। এই সম্পত্তিগুলি থেকে বছরে প্রায় ২ কোটি টাকা আয় হত বলে অভিযোগ। সব মিলিয়ে দম্পতির সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য ৬ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। ফলে প্রশ্ন উঠছে, সরকারি চাকরির বেতন ও অন্যান্য বৈধ আয়ের সঙ্গে এই বিপুল সম্পত্তির হিসাব কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ? আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত নথি খতিয়ে দেখতে গিয়ে। জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে একের পর এক ভিলা কেনা শুরু করেন শিখর ও প্রশাখা। তবে সব সম্পত্তি সরাসরি নিজেদের নামে নথিভুক্ত করা হয়নি। কোনও ভিলার রেজিস্ট্রেশন হয়েছে তাঁদের সন্তানদের নামে, আবার কোনও সম্পত্তি নথিভুক্ত করা হয়েছে পরিবারের প্রবীণ সদস্য অর্থা বাবা-মায়ের নামে। তদন্তকারীদের অনুমান, সম্পত্তির প্রকৃত মালিকানা আড়াল করতেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকতে পারে। যদিও এই অভিযোগের চূড়ান্ত সত্যতা তদন্তের পরেই স্পষ্ট হবে। সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন উঠেছে চলতি বছরের মার্চ মাসের একটি ঘটনাকে কেংদ্র করে। অভিযোগ, ওই মাসে গোয়েল ফ্যাশনসের জন্য বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছিল। আর সেই দিনই শিখর আগরওয়ালের নামে ২০টি ভিলার রেজিস্ট্রেশন হয়। একই সময়ে সরকারি সিদ্ধান্ত এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি কেনার এই ঘটনাক্রম তদন্তকারীদের সংঃদহ আরও বাড়িয়েছে। সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করে কোনও সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে সম্পত্তি কেনা হয়েছিল কি না, এখন সেটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।ঘটনার তদন্তে নেমেছে রাজস্থানের দুর্নীতিদমন শাখা। বিপুল সম্পত্তির উস, সরকারি বরাত দেওয়ার প্রক্রিয়া, আর্থিক লেনদেন এবং পরিবারের সদস্যদের নামে কেনা সম্পত্তির নথি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই শিখর আগরওয়াল ও প্রশাখা মাথুরকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। সব মিলিয়ে রাজস্থানে এই আইএএস-আইপিএস দম্পতির সম্পত্তির হিসাব ঘিরে তৈরি হয়েছে ব্যাপক চাঞ্চল্য।

'কিংমেকার হয়েও ব্রাত্য আরবরা?

১ নভেম্বর ঃ ইজরায়েলের সংসদীয় নির্বাচনে কোনও দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। ফলে সরকার গঠন নিয়ে তৈরি হয়েছে জটিল রাজনৈতিক সমীকরণ। প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর লিকুদ পার্টি হোক কিংবা বিরোধী নেতা গাদি আইজেনকোটের শিবির, কেউই একা সরকার গড়ার মতো আসন পায়নি। এই পরিস্থিতিতে সামনে এসেছে এক অভিনব রাজনৈতিক সমঝোতার সম্ভাবনা। আরব দলগুলির সমর্থন এড়িয়ে শাসক ও বিরোধী শিবিরের একাংশ হাত মেলাতে পারে বলে জল্পনা। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে প্রথম দু'বছর প্রধানমন্ত্রী থাকবেন নেতানিয়াহু। পরের দু'বছর দায়িত্ব নিতে পারেন আইজেনকোট। অর্থাৎ '২-২ ফর্মুলা'য় সরকার গঠনের সম্ভাবনা ঘিরে সরগরম ইজরায়েলের রাজনীতি। তবে এই সমঝোতা এখনও আলোচনার পর্যায়েই রয়েছে। ইজরায়েলের সংসদ নেসেটের মোট আসন ১২০। সরকার গড়তে প্রয়োজন অন্তত ৬১টি আসন। নির্বাচনের প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, নেতানিয়াহুর লিকুদ পার্টি পেয়েছে ৫৩টি আসন। অন্যদিকে আইজেনকোটের নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোটের ঝুলিতে রয়েছে ৪৮টি আসন। আরব দলগুলি পেয়েছে মোট ১৯টি আসন। ফলে সরকার গঠনের অঙ্কে তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এই পরিস্থিতিতে আরব দলগুলি বিরোধী শিবিরকে সমর্থনের প্রস্তাব দিয়েছে। তাদের বক্তব্য, নেতানিয়াহুকে ক্ষমতা থেকে সরানোই প্রধান লক্ষ্য। এমনকি সরকারে কোনও মন্ত্রিত্বও চাইছে না তারা। তবে এই প্রস্তাব গ্রহণে আগ্রহী নন আইজেনকোট। অন্যদিকে আরব দলগুলির সমর্থন ছাড়াই ক্ষমতায় থাকার বিকল্প রাস্তা খুঁজছে নেতানিয়াহুর শিবির। সেখান থেকেই সামনে এসেছে ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রস্তাব। প্রস্তাবিত সমঝোতা অনুযায়ী, প্রথম দু'বছর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলাবেন নেতানিয়াহু। পরবর্তী দু'বছর সেই দায়িত্ব যেতে পারে আইজেনকোটের হাতে। তবে এই ফর্মুলায় দুই শিবিরের নেতারা আদৌ রাজি হবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। কোনও চূড়ান্ত চুক্তিও হয়নি। এদিকে নেতানিয়াহুর সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে আরব দলগুলি একাধিক শর্ত সামনে রেখেছে। তাদের দাবির মধ্যে রয়েছে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কূটনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করা, আরব পুরসভাগুলিতে হিংসাত্মক অপরাধ দমনে বিশেষ আর্থিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাড়িঘর ভাঙা বন্ধ করা। তবে এই দাবিগুলি মেনে নেওয়া ইজরায়েলের ইহুদি নেতৃত্বাধীন বিরোধী দলগুলির পক্ষে কঠিন হতে পারে। বিশেষ করে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে ইজরায়েলের রাজনীতিতে গভীর মতপার্থক্য রয়েছে। সব মিলিয়ে নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ আসন পেয়েও সরকার গঠনের সমীকরণে আরব দলগুলি কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। একদিকে তাদের সমর্থন চাইছে বিরোধী শিবিরের একাংশ, অন্যদিকে সেই সমর্থন ছাড়াই ক্ষমতার সমীকরণ মেলানোর চেষ্টা চলছে। শেষ পর্যন্ত নেতানিয়াহু ও আইজেনকোটের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগির ফর্মুলা বাস্তবায়িত হয় কি না, এখন সেদিকেই নজর ইজরায়েলের রাজনৈতিক মহলের।

পাঞ্জাবে প্রার্থী ঘোষণা হতেই আপে 'বিদ্রোহ'



নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর ঃ দিরবিবার আপ ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন পাটিয়ালার সনৌর কেন্দ্রের বিধায়ক হারমিত সিং পাঠানমাজরা এবং সামানা কেন্দ্রের বিধায়ক চেতন সিং জোরামাজরা। এর মধ্যে চেতন মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্

ইউনেস্কোর স্বীকৃতির লক্ষ্যে বড় উদ্যোগ! ফিরছে নবদ্বীপের ঐতিহ্যবাহী নবমীর শোভাযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা,নবদ্বীপ,১ নভেম্বর ঃ কয়েকশো বছরের ঐতিহ্য, অসংখ্য মানুষের আবেগ এবং বাংলার ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এবার সেই নবদ্বীপের রাস উসবকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরার উদ্যোগ নিল প্রশাসন। লক্ষ্য, বিশ্বের দরবারে নবদ্বীপের রাসের ঐতিহ্যকে আরও পরিচিত করা এবং ভবিষ্যতে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা। সেই লক্ষ্যেই এবারের রাস উসবে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ফিরছে ঐতিহ্যবাহী নবমীর শোভাযাত্রা। পাশাপাশি ডিজে ও তাসা পার্টির মধ্যে প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাত ১১টার পর মাইক কিংবা তাসা বাজানো যাবে না। উৎসবকে সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ রাখতে মোতায়েন থাকবে আধা সেনাও। নদিয়ার নবদ্বীপের রাস উসবের খ্যাতি বহুদিনের। রাসপূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই এখানে ভিড় জমান দেশ-বিদেশের অসংখ্য ভক্ত ও পর্যটক। বিশেষ আকর্ষণ নবমীর শোভাযাত্রা। একসময় এই শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে নবদ্বীপের রাস্তায় মানুষের ঢল নামত। কিন্তু নিরাপত্তাজনিত কারণে ২০২০ সাল থেকে ঐতিহ্যবাহী এই শোভাযাত্রা বন্ধ ছিল। এবার সেই পুরনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় রাস উৎসব কমিটি। রবিবার নবদ্বীপ প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে এবারের রাস উসবের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও নির্দেশিকার কথা জানানো হয়।



সেখানে জানানো হয়েছে, চলতি বছর থেকে ফের শুরু হবে ঐতিহ্যবাহী নবমীর শোভাযাত্রা। নবমী ও দশমী-এই দু'দিন ধরে শোভাযাত্রা বা 'আরোং' অনুষ্ঠিত হবে। তবে অতীতের মতো বিশৃঙ্খলা যাতে তৈরি না হয়, তার জন্য নেওয়া হচ্ছে বিশেষ সতর্কতা। প্রতিটি পুজো কমিটিকে নির্দিষ্ট সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করতে হবে। শোভাযাত্রার গতিপথ নিয়ন্ত্রণ, দর্শনার্থীদের ভিড় সামলানো এবং কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্বে থাকবেন তাঁরা। পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবেন স্বেচ্ছাসেবকরা। ফলে ঐতিহ্যবাহী শোভাযাত্রা ফিরলেও নিরাপত্তার বিষয়ে কোনওরকম আপস করতে চাইছে না প্রশাসন। রাস উৎসবের অন্যতম বড় আকর্ষণ বিভিন্ন পুজো কমিটির শোভাযাত্রা। তবে ডিজে ও তাসা পার্টিকে কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতা, অতিরিক্ত শব্দ এবং বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা এড়াতে এবার কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ডিজে ও তাসা পার্টির মধ্যে কোনও প্রতিযোগিতা করা যাবে না। রাত ১১টার পর কোনওভাবেই মাইক বা তাসা বাজানো যাবে না। উৎসবের আনন্দের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের স্বস্তি এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানানো হয়েছে। এছাড়াও উৎসবের দিনগুলিতে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার রুখতে বিশেষ নজরদারি চালানো হবে। কোনও অসামাজিক কাজকর্ম বরদাস্ত করা হবে না বলে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে প্রশাসন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রেও এবার কঠোর অবস্থান নেওয়া হয়েছে। কোনও পুজো কমিটি শোভাযাত্রা কিংবা নবমীর অনুষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নির্দেশিকা অমান্য করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গুরুতর নিয়মভঙ্গের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমিটিকে তিন বছরের জন্য বাতিল করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হতে পারে। উৎসবের সময় যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য পুলিশ ও প্রশাসনের পাশাপাশি আধা সেনাও মোতায়েন থাকবে। শুধু নিরাপত্তা নয়, দেশ-বিদেশ থেকে আসা দর্শনার্থীদের সুবিধার বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। উসবের দিনগুলিতে বিপুল জনসমাগমের কথা মাথায় রেখে অস্থায়ী আবাসন, শৌচাগার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবার ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যাতে বাইরে থেকে আসা ভক্ত ও পর্যটকদের কোনও অসুবিধায় পড়তে না হয়, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে। সব মিলিয়ে এবার নবদ্বীপের রাস উসবকে ঘিরে প্রশাসনের লক্ষ্য দ্বিমুখী-একদিকে শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা, অন্যদিকে উৎসবকে আরও সুশৃঙ্খল ও আন্তর্জাতিক মানের করে তোলা। বিশেষ করে নবমীর শোভাযাত্রা ফিরে আসায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দা ও রাস উৎসবের সঙ্গে যুক্ত কমিটিগুলি। এবার নবদ্বীপের রাসকে ইউনেস্কোর স্বীকৃতির লক্ষ্যে কতটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন সকলে।

জমি দখলকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র তেহট্ট! ধারালো অস্ত্রের কোপ, শূন্যে গুলি চালানোর অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা,নদীয়া,১ নভেম্বর ঃ জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে ফের উত্তপ্ত নদিয়া। প্রায় ১২ বিঘা জমির মালিকানা নিয়ে দীর্ঘদিনের বিবাদ রবিবার চরম আকার নিল তেহট্টের হোগলবেড়িয়ায়। দু'পক্ষের সংঘর্ষে ধারালো অস্ত্র, বাঁশ ও লাঠি নিয়ে হামলার অভিযোগ উঠেছে। এমনকি পরিস্থিতি সামাল দিতে শূন্যে গুলি চালানো হয় বলেও অভিযোগ। এই ঘটনায় মহিলা-সহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে এক যুবকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কৃষ্ণনগরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বাকি আহতদের চিকিৎসা চলছে করিমপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হোগলবেড়িয়ার কালীগাঙ্গি গ্রামে প্রায় ১২ বিঘা চাষের জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ চলছিল। জমিটির মালিকানা নিয়ে দু'পক্ষেরই দাবি রয়েছে। বিষয়টি বর্তমানে আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যেও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এক পক্ষের দাবি, জমির সরকারি রেকর্ড তাঁদের নামে রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরাই ওই জমিতে চাষাবাদ করে আসছেন। অন্যদিকে, প্রতিপক্ষের দাবি, স্বাধীনতার আগের জমির নথি তাঁদের কাছে রয়েছে। সেই নথি অনুযায়ী জমিটির মালিক তাঁরাই। তাঁদের অভিযোগ, বেআইনিভাবে জমি দখল করে রাখা হয়েছে। এই জমির মালিকানা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই দুই পক্ষের মধ্যে চাপা উত্তেজনা ছিল। স্থানীয়দের দাবি, মাঝেমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে বচসা ও অশান্তির পরিস্থিতি তৈরি হত। কিন্তু রবিবার সেই বিবাদ ভয়াবহ সংঘর্ষের রূপ নেয়। অভিযোগ, পুরনো জমির নথি দেখিয়ে রবিবার ওই ১২ বিঘা জমি দখল করতে যায় এক পক্ষ। সেই সময় জমির রেকর্ড যাঁদের নামে রয়েছে, তাঁরা বাধা দেন। এরপরই দু'পক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তা হাতাহাতি ও মারামারিতে গড়ায়। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে, ধারালো অস্ত্র, বাঁশ ও লাঠি নিয়ে একে অপরের উপর হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে।



এমনকি সংঘর্ষ চলাকালীন শূন্যে গুলি চালানো হয় বলেও অভিযোগ। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে বেশ কয়েকজন গুরুতর জখম হন। লাঠি ও বাঁশের আঘাতেও আহত হন অনেকে। মহিলা-সহ অন্তত ১০ জনের আহত হওয়ার খবর সামনে এসেছে। স্থানীয়দের তপরতায় আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহতদের মধ্যে এক যুবকের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। প্রাথমিক চিকিসার পর তাঁকে কৃষ্ণনগরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অন্যদিকে, বাকি আহতদের করিমপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিসা চলছে। ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। আহত এক যুবকের অভিযোগ, জমির বৈধ কাগজপত্র তাঁদের কাছে থাকা সত্ত্বেও পরিকল্পিতভাবে তাঁদের উপর হামলা চালানো হয়েছে। বাধা দিতে গেলেই প্রতিপক্ষের লোকজন ধারালো অস্ত্র ও লাঠি নিয়ে আক্রমণ করে বলে দাবি তাঁর। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবিও জানিয়েছেন তিনি। এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এক পক্ষের তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জমির মালিকানা সংক্রান্ত নথি এবং সংঘর্ষের সময় কী ঘটেছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে খবর। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। প্রায় ১২ বিঘা জমির মালিকানা নিয়ে দীর্ঘদিনের বিবাদ কীভাবে এমন ভয়াবহ সংঘর্ষে পরিণত হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। জমি সংক্রান্ত আইনি প্রক্রিয়া চলার মধ্যেই কীভাবে জমি দখলের চেষ্টা এবং হামলার ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা। এলাকায় যাতে নতুন করে কোনও অশান্তি না ছড়ায়, সেদিকেও নজর রাখছে পুলিশ।

কেওয়াইসি আপডেটের নামে প্রতারণা!

বীরভূমে ১২টি প্রতারণার ঘটনায় উধাও লক্ষ লক্ষ টাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা,বীরভুম,১ নভেম্বর ঃ সরকারি প্রকল্পের টাকা পাওয়ার আশায় ব্যাঙ্কের নির্দেশ ভেবে মোবাইলে একটি অ্যাপ ডাউনলোড করেছিলেন গ্রাহক। আর তাতেই ঘটে গেল সর্বনাশ! কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউঃট থেকে উধাও হয়ে গেল সঞ্চিত টাকা। কোথাও কয়েক হাজার, কোথাও আবার লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ। কেওয়াইসি (গচ্ছক্ত) আপডেটের নামে এমনই অভিনব সাইবার প্রতারণার জাল ছড়িয়েছে বীরভূম জেলাজুড়ে। একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের নিশানা করে ইতিমধ্যেই অন্তত ১২টি প্রতারণার ঘটনা পুলিশের নজরে এসেছে। কোনও গ্রাহকের পাঁচ হাজার টাকা, আবার কারও অ্যাকাউঃট থেকে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা গায়েব হয়েছে বলে অভিযোগ। পরপর এমন ঘটনায় উদ্বিগ্ন জেলা পুলিশ ও প্রশাসন। প্রতারকদের খোঁজে তদন্ত শুরু হলেও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের লক্ষ্য করেই এই প্রতারণার ছক তৈরি করেছে সাইবার অপরাধীরা। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের টাকা ও ভর্তুকি উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে। সেই বিষয়টিকেই হাতিয়ার করছে প্রতারকরা। অভিযোগ, প্রথমে গ্রাহকদের ফোন করে জানানো হচ্ছে, তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউঃটের ই-কেওয়াইসি সম্পূর্ণ হয়নি। ফলে সরকারি প্রকল্পের টাকা অ্যাকাউঃটে ঢুকতে সমস্যা হচ্ছে। দ্রুত কেওয়াইসি আপডেট না করলে সরকারি অনুদান বা প্রকল্পের সুবিধা বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলেও ভয় দেখানো হচ্ছে। পাশাপাশি ঘরে বসেই কয়েক মিনিটে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। সরকারি প্রকল্পের টাকা হারানোর আশঙ্কায় অনেকেই প্রতারকদের কথায় বিশ্বাস করে ফেলছেন। আর সেই সুযোগেই শুরু হচ্ছে আসল প্রতারণা।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, গ্রাহকদের হোয়াটসঅ্যাপ



অথবা মোবাইলের মেসেজ ইনবক্সে একটি কঙ্কা ফাইল পাঠানো হচ্ছে। সেটিকে ব্যাঙ্কের কেওয়াইসি আপডেটের অ্যাপ বলে পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। প্রতারকদের নির্দেশ মেনে ওই ফাইল ডাউনলোড করে ইনস্টল করলেই বিপদ। তদন্তকারীদের দাবি, এই ধরনের ক্ষতিকর অ্যাপ ইনস্টল করার ফলে মোবাইলের নিয়ন্ত্রণ প্রতারকদের হাতে চলে যেতে পারে। এরপর ফোনে থাকা ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত তথ্য ও অন্যান্য সংবেদনশীল তথ্য ব্যবহার করে অ্যাকাউঃট থেকে টাকা সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। অনেক ক্ষেত্রে গ্রাহক বুঝে ওঠার আগেই অ্যাকাউঃট থেকে টাকা তুলে নেওয়া হচ্ছে। একের পর এক অভিযোগ সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে বীরভূম জেলা পুলিশ। এখনও পর্যন্ত অন্তত ১২টি প্রতারণার ঘটনা পুলিশের নজরে এসেছে। প্রতিটি ঘটনায় প্রতারণার অঙ্ক এক নয়। কোনও গ্রাহক কয়েক হাজার টাকা হারিয়েছেন, আবার কারও অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা উধাও হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি সাধারণ গ্রাহকদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগী এবং প্রযুক্তি ব্যবহারে অনভিজ্ঞ গ্রাহকদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে।

জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে প্রতারকদের চিহ্নিত করতে তদন্ত ও তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। প্রতারণার ঘটনায় ব্যবহৃত ফোন নম্বর, পাঠানো কঙ্কা ফাইল এবং অন্যান্য ডিজিটাল সূত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে বিশেষ প্রচার কর্মসূচি নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে প্রশাসনের। সাইবার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, অচেনা নম্বর থেকে পাঠানো কোনও কঙ্কা ফাইল বা অ্যাপ কখনও ডাউনলোড করা উচিত নয়। ব্যাঙ্কের নাম করে ফোন করে কেউ কেওয়াইসি আপডেটের জন্য অ্যাপ ইনস্টল করতে বললে সতর্ক থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, কেওয়াইসি সংক্রান্ত কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য সরাসরি সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের শাখায় যোগাযোগ করাই সবচেয়ে নিরাপদ। কোনও অচেনা লিঙ্কে ক্লিক করা বা অপরিচিত অ্যাপ ইনস্টল করা থেকে বিরত থাকতে হবে। সব মিলিয়ে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার আশাকে হাতিয়ার করে বীরভূমে সাইবার প্রতারণার এই নতুন কৌশল উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। সাধারণ মানুষের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে যাতে আর কারও সঞ্চিত অর্থ হাতছাড়া না হয়, সেই লক্ষ্যেই এবার সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি প্রতারকদের ধরতে তপর পুলিশ।

দামোদরে বালি তোলার জেরে বিপন্ন রেলসেতু,পরিদর্শনে মন্ত্রী

নিজস্ব সসংবাদদাতা, আসানসোল, ১ নভেম্বর ঃ দামোদর নদ থেকে অতিরিক্ত বালি তোলার জেরে বিপদের মুখে আসানসোল ও আদ্রার মধ্যে যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রেলসেতু? সেতুর নীচের অংশের বর্তমান পরিস্থিতি দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা আসানসোলের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে নদী থেকে অবাধে বালি তোলার ফলে সেতুর পিলারের আশপাশের মাটি ও বালি সরে গিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে সেতুর স্থায়িত্ব এবং ভারবহন ক্ষমতা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে এবার ভারতীয় রেলকে চিঠি দিতে চলেছেন মন্ত্রী। তাঁর কথায়, সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। কারণ, প্রতিদিন বহু যাত্রীবাহী ট্রেন এই সেতুর উপর দিয়ে যাতায়াত করে। রবিবার ছটপুজোর নির্ধারিত ঘাট পরিদর্শনে দামোদর নদে গিয়েছিলেন অগ্নিমিত্রা পাল। সেই সময় নদীর উপর থাকা গুরুত্বপূর্ণ রেলসেতুর নীচের অংশের পরিস্থিতি তাঁর নজরে আসে। সেতুর পিলারের আশপাশের অংশ দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। মন্ত্রীর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বালি তোলার কারণে সেতুর নীচের মাটি ও বালির স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে সেতুর নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে। আসানসোল ও পুরুলিয়ার আদ্রার মধ্যে রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে দামোদরের উপর থাকা এই সেতুর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিদিন একাধিক যাত্রীবাহী ও অন্যান্য ট্রেন এই সেতু দিয়ে চলাচল করে। ফলে সেতুর সামান্য ক্ষয়ক্ষতিও বড় বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। অভিযোগ, নদী থেকে অতিরিক্ত বালি তোলার ফলে সেতুর পিলারের গোড়ার মাটি সরে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বালি উত্তোলন চলায় নদীর স্বাভাবিক তলদেশের পরিবর্তন ঘটেছে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী। যদিও সেতুর কাঠামোগত নিরাপত্তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানার জন্য বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষা প্রয়োজন। সেতুর পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, ' রাজ্যে বিজেপি সরকার আসেনি, তখন দু'বছর আগেও আসানসোল রেল ডিভিশন ও আদ্রা রেল ডিভিশনকে জানিয়েছিলাম দামোদর সেতুর বেহাল দশা নিয়ে। এই ব্রিজটা দেখলেই ভয় লাগে। কারণ, এখানে এত বালি চুরি হয়েছে, সেতুর নীচটা পুরো এক্সপোজ হয়ে গিয়েছে।'' মন্ত্রী আরও জানান, বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে তাঁর দপ্তরের তরফে ভারতীয় রেলকে চিঠি দেওয়া হবে। সেতুর বর্তমান স্বাস্থ্য, স্থায়িত্ব এবং ভারবহন ক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখার আবেদন জানানো হবে। তাঁর কথায়, ' দপ্তর থেকে চিঠি দিচ্ছি রেলওয়েকে। ব্রিজের স্বাস্থ্যের কী অবস্থা খতিয়ে দেখার। দামোদর নদের উপর এই রেল ব্রিজ অনেক পুরনো। সারাদিন ট্রেন যাচ্ছে। সুতরাং, এখন থেকেই সতর্ক হওয়া দরকার।''দামোদর থেকে বালি উত্তোলন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক বিতর্ক রয়েছে। অগ্নিমিত্রার অভিযোগ, পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারের আমলে নদী থেকে ব্যাপক হারে বালি তোলা হয়েছে। প্রশাসনিক নজরদারির অভাবেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল বলে দাবি বিজেপি বিধায়কের। অন্যদিকে, রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর অবৈধ বালি খাদান ও বালি চুরি বন্ধ করতে কড়া পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে দাবি শাসক শিবিরের। তবে রাজনৈতিক অভিযোগের বাইরে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, সেতুর প্রকৃত অবস্থা কতটা বিপজ্জনক। পিলারের আশপাশের মাটি সরে গিয়ে থাকলে তার প্রভাব সেতুর স্থায়িত্বের উপর পড়েছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন।সব মিলিয়ে ছটপুজোর ঘাট পরিদর্শনে গিয়ে দামোদরের রেলসেতুর নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন অগ্নিমিত্রা পাল। এবার রেলের বিশেষজ্ঞ দল সেতু পরিদর্শন করে কী রিপোর্ট দেয়, তার উপরই নির্ভর করছে পরবর্তী পদক্ষেপ। প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রীর নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে দ্রুত সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় মেরামতির ব্যবস্থা করা হবে কি না, এখন সেদিকেই নজর।

লিলুয়া ওয়ার্কশপে পূর্ব রেলওয়ের রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উদ্যাপন

কলকাতা, ১ নভেম্বরঃ 'ভারতের লৌহমানব'-এর অবিস্মরণীয় অবদানকে সম্মান জানাতে এবং জাতীয়



সংহতির প্রতি যৌথ অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করতে, ৩১ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে লিলুয়ার ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস (জাতীয় ঐক্য দিবস) পালন করল পূর্ব রেলওয়ে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতি গীতিকা পান্ডে, যিনি শ্রদ্ধেয় এই নেতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এই উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেনারেল ম্যানেজার দেশকে একত্রিত করার ক্ষেত্রে সর্দার প্যাটেলের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা তুলে ধরেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে ঐক্য, দৃঢ়তা ও নিবেদিত জনসেবার মতো তাঁর চিরন্তন মূল্যবোধ রেলকর্মী তথা সমগ্র দেশকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। এই স্মরণানুষ্ঠানে শ্রীমতি পান্ডে উপস্থিত সকলকে জাতীয় ঐক্যের শপথ বাক্যও পাঠ করান। রেল আধিকারিক ও কর্মীরা অভ্যন্তরীণ সম্প্রীতি ও নাগরিক কর্তব্যের প্রতি নিজেদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রাখার পাশাপাশি দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তাকে রক্ষা ও সুদৃঢ় করার যৌথ অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। এই ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলওয়ের শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকবৃন্দ, যাঁদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব রেলওয়ের অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার শ্রী শীলেন্দ্র প্রতাপ সিং (এস. পি. সিং) পূর্ব রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার শ্রী সন্দীপ শুক্লা এবং লিলুয়া ওয়ার্কশপের চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার শ্রী যতীশ কুমার। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন বহু বরিষ্ঠ আধিকারিক, সুপারভাইজার এবং ওয়ার্কশপ কর্মীরা, যা জাতীয় গৌরব, প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রীতি ও যৌথ দায়িত্ববোধের প্রতি এক সম্মিলিত উৎসর্গের প্রতিফলন ঘটায়।

পণ্য পরিবহনের জন্য রাঙ্গাপাণী-বাগডোগরা লাইন খুলে দিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ১ নভেম্বরঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত ৬.৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রাঙ্গাপাণী-বাগডোগরা সাইডিং লাইনটি নিয়মিত পণ্য পরিবহনের জন্য খুলে দিয়েছে এর ফলে এই অঞ্চলে পণ্য চলাচল আরও সহজতর হবে এবং পণ্য পরিবহন সংযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত পড়ে থাকা লাইনটিকে ন্যূনতম ব্যয়ে পুনরায় চালু করা হয়েছে এর ফলে বিদ্যমান রেল পরিকাঠামোর কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্য পরিবহনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে।এই উন্নয়নের ফলে, ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে থেকে আসা এবং ফরবেসগঞ্জ হয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে প্রবেশ করা ট্রেনগুলির আর শিলিগুড়ি জংশনে দিক পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে না। এই দিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি সমাপ্ত করা ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জ্বালানি সাশ্রয় হবে, রোলিং স্টকের অহেতুক আটকে থাকা রোধ করা যাবে এবং দিক পরিবর্তনের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ক্রু ও শান্টিং কর্মীদের নিয়োজিত করার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাবে। নতুন এই পরিচালন ব্যবস্থার ফলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েকে ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে থেকে ফরবেশগঞ্জে প্রতিদিন অন্তত ১০টি ট্রেন আসা সম্ভব হবে, যা বারসোইয়ের বাইরের গন্তব্যস্থলেও পাঠানো যেতে পারে। এটি পণ্য পরিবহন ক্ষমতা ও পরিচালনগত দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে, পাশাপাশি রোলিং স্টকের চলাচল দ্রুততর হবে এবং এর উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যেতে পারে।এই অতিরিক্ত মালবাহী রুটটি চলাচলে অধিকতর নমনীয়তা প্রদান করবে এবং রেলওয়ে সম্পদের আরও কার্যকর ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়। এই অঞ্চলের ব্যবসায়ী, প্রতিষ্ঠান ও উপভোক্তাদের জন্য এটি পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে অধিক নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করবে এবং স্থানীয় সরবরাহ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই পদক্ষেপ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জন্য অতিরিক্ত পণ্য পরিবহন সামলানোর সুযোগ তৈরি করে এবং বিদ্যমান সম্পদের আরও ভালো ব্যবহারর মাধ্যমে রাজস্ব উপার্জনের পথ প্রশস্ত করে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Park & Squares), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE_PS/X/93/04/26-27 (1st Call)

Name of the Work : **Construction of Road side Garden Fencing at Jadavpur P.S. to Indian Institue of Chemical Biology in Ward No. 93, Br.-X.;** Estimated Amount : **Rs. 2,92,224.38**; Earnest Money: **Rs. 5,900.00**; Period of Completion: **45 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE_PS/X/93/03/26-27 (1st Call)

Name of the Work : **Improvement of Road side Garden at Jadavpur P.S. to Indian Institue of Chemical Biology in Ward No. 93, Br.-X.;** Estimated Amount : **Rs. 2,85,637.57**; Earnest Money: **Rs. 5,800.00**; Period of Completion: **45 days.** The bid forms and othert details are available on & from **02.11.2026 (10 a.m.) [For Sl. No. 1 & 2].**

(3) NIT No. : KMC/EE/PS/XVI/125/2/26-27/R1 (2nd Call)

Name of the Work : **Repairing of Bramhapada Park. Ball Park and Sashankalitala Park in Ward No. 125, Br.-XVI;** Estimated Amount : **Rs. 2,77,283.85**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE_PS/X/97/1/26-27/R1 (2nd Call)

Name of the Work : **Repairing and Painting of Ashok Nagar Park in Ward No. 97, Br.-X;** Estimated Amount : **Rs. 1,94,470.20**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **30 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE/PS/XVI/123/2/26-27/R1 (2nd Call)

Name of the Work : **Repairing of Jalabitan Park in Ward No. 123, Br.-XVI;** Estimated Amount : **Rs. 2,89,902.97**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **13.11.2026 - 1 p.m.[For Sl. No. 1 to 5].** ; Bid opening date and time for technical proposals(online): **17.11.2026 - 2 p.m.[For Sl. No. 1 to 5].;** The bid forms and other details are available on & from **04.11.2026 - 10 a.m.[For Sl

‘সবাইকে খুশি করা আমার কাজ নয়’, বৈভব সূর্যবংশীকে বসিয়ে রাখার সিদ্ধান্তে অনড় গম্ভীর!

১ নভেম্বর ঃ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে মাত্র দু’টি ম্যাচে সুযোগ পেয়েছেন বৈভব সূর্যবংশী। অথচ তাঁকে ঘিরে প্রত্যাশা ছিল আকাশছোঁয়া। ব্যাট হাতে নিজের প্রতিভার ঝলক দেখানোর পরেও কেন বারবার বেঞ্চে বসতে হচ্ছে এই কিশোর তারকাকে? কেন তাঁকে নিয়মিত সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না? এই প্রশ্নেই সরব হয়েছেন ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ। এবার সেই সমালোচনার জবাব দিলেন ভারতীয় দলের হেডকোচ গৌতম গম্ভীর। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, সবাইকে খুশি করা তাঁর কাজ নয়। জনপ্রিয় সিদ্ধান্তের পরিবর্তে দলের স্বার্থে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়াই তাঁর দায়িত্ব। ফলে আগামী দিনে বৈভবকে জাতীয় দলের প্রথম একাদশে নিয়মিত দেখা যাবে কি না, তা নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে বৈভবকে মাত্র দু’বার প্রথম একাদশে জায়গা দেওয়া হয়েছিল। বাকি ম্যাচগুলিতে তাঁকে বসেই থাকতে হয়েছে। অথচ এই তরুণ ওপেনারকে ঘিরে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে প্রত্যাশা যথেষ্ট বেশি। তাঁর বিধ্বংসী ব্যাটিং এবং দ্রুত রান তোলার ক্ষমতা ইতিমধ্যেই ক্রিকেটপ্রেমীদের নজর কেড়েছে। স্বাভাবিকভাবেই জাতীয় দলের জার্সিতে তাঁকে আরও বেশি সুযোগ দেওয়ার দাবি উঠেছে।



পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গৌতম গম্ভীরের তুলনায় ভিভিএস লক্ষ্মণের অধীনে বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছেন বৈভব। বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের প্রধান লক্ষ্মণ চলতি বছরে কয়েকটি প্রতিযোগিতায় গম্ভীরের পরিবর্তে ভারতীয় দলের দায়িত্ব সামলেছিলেন। সেই সময়েই জাতীয় দলের হয়ে ওপেন করতে দেখা গিয়েছিল এই কিশোরকে। কিন্তু গম্ভীর আবার কোচের দায়িত্বে ফিরতেই প্রথম একাদশে জায়গা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে বৈভবের জন্য। অভিষেক শর্মা এবং সঞ্জু স্যামসনের ওপেনিং জুটির উপরেই আস্থা রেখেছেন ভারতীয় দলের হেডকোচ। ফলে প্রতিভাবান হওয়া সত্ত্বেও দলের বাইরে থাকতে হয়েছে বৈভবকে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাওয়া দু’টি সুযোগের মধ্যে প্রথম ম্যাচে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি বৈভব। পরের ম্যাচে অবশ্য ৪৫ রানের ইনিংস খেলেছিলেন তিনি। কিন্তু ভালো শুরু করেও বড় রান করতে পারেননি। এরপর ফের তাঁকে বসতে হয় রিজার্ভ বেঞ্চে। রবিবার সিরিজের শেষ তথা নিয়মরক্ষার ম্যাচেও বৈভবকে প্রথম একাদশে দেখা যাবে বলে আশা করেছিলেন ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ। আগের ম্যাচে ব্যাট হাতে ব্যর্থতার পর তরুণ ওপেনারকে আরও একটি সুযোগ দেওয়া হতে পারে বলেই মনে করা হয়েছিল। কিন্তু সেই পথে হাঁটেননি গম্ভীর। অভিষেক শর্মা ও সঞ্জু স্যামসনের জুটির উপরেই আস্থা রাখেন তিনি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ম্যাচ জিততে পারেনি ভারত। ৩-২ ব্যবধানে সিরিজ শেষ হয়।

বৈভবকে নিয়মিত সুযোগ না দেওয়া নিয়ে সমালোচনার জবাবে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন গম্ভীর। তিনি বলেন, ‘ সবাইকে খুশি করা আমার কাজ নয়। আমাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সকলের পছ ঃদ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেব না। আসলে জনপ্রিয় সিদ্ধান্ত নেওয়া খুবই সহজ। কিন্তু আমার মতে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’’ এরপর ড্রেসিংরুমের পরিবেশ এবং দলের ক্রিকেটারদের মানসিক নিশ্চয়তার বিষয়টিও তুলে ধরেন ভারতীয় দলের কোচ। তাঁর কথায়, দলের প্রত্যেক ক্রিকেটারের মধ্যে যেন আস্থা ও নিশ্চয়তা বজায় থাকে, তা নিশ্চিত করা তাঁর দায়িত্ব। অর্থা ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা কিংবা বাইরে থেকে ওঠা দাবির ভিত্তিতে প্রথম একাদশ নির্বাচন করতে নারাজ তিনি। গম্ভীরের এই বক্তব্যের পরেই প্রশ্ন উঠছে, তবে কি আপাতত বৈভবকে নিয়মিত প্রথম একাদশে দেখার সম্ভাবনা কম? যদিও কোচ সরাসরি এই কিশোর ক্রিকেটারকে বাদ দেওয়ার কোনও ঘোষণা করেননি, তবে তাঁর বক্তব্যে পরিষ্কার, দলের কম্বিনেশন এবং কৌশলকেই অগ্রাধিকার দিতে চান তিনি। একদিকে বৈভবের মতো প্রতিভাবান তরুণকে আরও বেশি সুযোগ দেওয়ার দাবি, অন্যদিকে দলের ভারসাম্য বজায় রাখার কোচের যুক্তি-এই দুইয়ের মধ্যে কোন পথে এগোয় ভারতীয় দল, এখন সেটাই দেখার। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট, ক্রিকেটপ্রেমীদের আবেগের চাপে নিজের সিদ্ধান্ত বদলাতে রাজি নন গৌতম গম্ভীর।

অধিনায়ক হওয়ার সব গুণ ওর রয়েছে’, বৈভবকে টেনে অভিষেকের হয়ে সওয়াল যুবরাজের

১ নভেম্বর ঃ ‘শিষ্যকে ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের অন্যতম সেরা তারকা হিসাবে গড়ে তুলেছেন তিনি। সেই অভিষেক শর্মা অধিনায়ক হওয়ার যোগ্য! এমনটাই মনে করেন যুবরাজ সিং। বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেটারের মতে, নেতৃত্ব দেওয়ার যাবতীয় গুণ রয়েছে ‘বাপ কা বেটা’র মধ্যে। কেবল টি-টোয়েন্টি নয়, ভারতের ওয়ানডে দলেও অভিষেককে সুযোগ দেওয়া উচিত বলে মনে করেন প্রাক্তন অলরাউন্ডার। নিউজিল্যান্ড সফরের মাঝেই অভিষেককে ভবিষ্যতের অধিনায়ক হিসাবে গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছেন যুবরাজ। তাঁর কথায়, অভিষেক ভারতের পরবর্তী অধিনায়ক হবে কি না, তা বলা সম্ভব নয়। তবে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো সমস্ত গুণ ওর মধ্যে রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। সতীর্থদের অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতাকেই অভিষেকের নেতৃত্বের বড় গুণ বলে মনে করছেন যুবরাজ। বিশেষ করে বৈভব সূর্যবংশীর সঙ্গে অভিষেকের সম্পর্কের উদাহরণ দিয়েছেন তিনি। যুবরাজের কথায়, তরুণ ক্রিকেটারদের উৎসাহিত করতে পারে অভিষেক। বৈভবকে যেভাবে ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, কাঁধে হাত রেখে সাহস দিয়েছে, সেটাই একজন দক্ষ অধিনায়কের পরিচয়।



তবে জাতীয় দলের অধিনায়ক হওয়ার আগে আইপিএলে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করা প্রয়োজন বলে মনে করেন যুবরাজ। সেখানে সাফল্য পেলে অভিষেকের আত্মবিশ্বাস যেমন বাড়বে, তেমনই নির্বাচকদের কাছেও তাঁর গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হবে। যুবরাজ বলেন, ভারতের অধিনায়ক হওয়ার আগে আইপিএলে কোনও দলকে নেতৃত্ব দিতে হবে অভিষেককে। সেখানে ভালো ফল করতে পারলে ওর আত্মবিশ্বাস বাড়বে। নির্বাচকদের আস্থাও অর্জন করতে পারবে। আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতে অভিষেকই ভারতের অধিনায়ক হবে।

যদিও এখনও পর্যন্ত আইপিএলে কোনও দলের অধিনায়ক হওয়ার সুযোগ পাননি অভিষেক। প্যাট কামিন্সের অনুপস্থিতিতে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের নেতৃত্ব সামলেছেন ঈশান কিষান। অভিষেককে শুধু টি-টোয়েন্টিতে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী নন তাঁর মেন্টর। ওয়ানডেতেও তাঁকে সুযোগ দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছেন যুবরাজ। ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখেই এখন থেকে অভিষেককে তৈরি করা উচিত বলে তাঁর মত। যুবরাজের কথায়, ৩৫ রান করুক কিংবা সেঞ্চুরি, সাদা বলের ক্রিকেটে নিয়মিত রান পাচ্ছে অভিষেক। তাই ওকে ওয়ানডে দলে সুযোগ দেওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। তাছাড়া বল হাতেও অবদান রাখতে পারে ও। বিশ্বকাপের আগে নির্বাচক ও কোচেদের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবা উচিত।

গোয়েঙ্কার সঙ্গে বিতর্কের পর হারিয়েছিলেন অধিনায়কত্ব, এবার সৌরভের হাত ধরে প্রত্যাবর্তন?

১ নভেম্বর ঃ একসময় আইপিএলের অধিনায়ক হিসেবে যথেষ্ট সাফল্য পেয়েছেন তিনি। কিন্তু লখনউ সুপার জায়ান্টসের কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে প্রকাশ্য বাকবিতণ্ডার পর থেকেই তাঁর অধিনায়কত্ব নিয়ে তৈরি হয়েছিল নানা প্রশ্ন। এবার কি ফের নেতৃত্বের দায়িত্বে ফিরতে চলেছেন কে এল রাহুল? ক্রিকেটমহলে জোর জল্পনা, আগামী আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়ক করা হতে পারে ভারতীয় দলের এই তারকা ব্যাটারকে। আর সেই প্রত্যাবর্তনের নেপথ্যে থাকতে পারেন নতুন হেডকোচ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। যদিও দিল্লি ক্যাপিটালসের তরফে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু ঘোষণা করা হয়নি। নতুন আইপিএল মরশুমের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। কয়েকদিন আগেই দলের হেডকোচ হিসেবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এর আগে দিল্লির মেঃ টর হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। এবার সরাসরি কোচের ভূমিকায় দেখা যাবে ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাক্তন অধিনায়ককে। ক্রিকেটার ও প্রশাসক হিসেবে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পর এবার কোচ হিসেবে নিজের দক্ষতা প্রমাণের চ্যালেঞ্জ সৌরভের সামনে। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর কলকাতায় দলের শিবিরে হাজির হয়েছিলেন সৌরভ। আপাতত কলকাতায় দু’দিনের প্রস্তুতি শিবির করছে দিল্লি ক্যাপিটালস। রবিবারের শিবিরে অবশ্য দলের প্রথম সারির তারকা ক্রিকেটারদের বিশেষ দেখা যায়নি। কারণ, মূল দল মোটামুটি তৈরি রয়েছে বলেই খবর। তবে দলের শক্তি বাড়াতে কয়েকজন নতুন ক্রিকেটারকে ট্রায়ালের জন্য ডাকা হয়েছে। সৌরভ ছাড়াও শিবিরে উপস্থিত ছিলেন দিল্লি ক্যাপিটালসের নবনিযুক্ত বোলিং কোচ অমিত মিশ্র। জানা গিয়েছে, বাংলার বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারকে এই শিবিরে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এর আগে বেঙ্গালুরুতে আয়োজিত প্রস্তুতি শিবিরেও কয়েকজন ক্রিকেটার ট্রায়ালে অংশ নিয়েছিলেন। অর্থাৎ আগামী মরশুমের আগে দলের বিকল্প শক্তি তৈরি করতে একাধিক জায়গায় নজর রাখছে দিল্লির ম্যানেজমেন্ট। তবে কলকাতার শিবির ঘিরে সবচেয়ে বড় আলোচনা কে এল রাহুলকে নিয়ে। দিল্লি ক্যাপিটালসের অঃদরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, আগামী মরশুমে দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হতে পারে। অতীতে দিল্লির অধিনায়কত্ব করেছেন ঋষভ পন্থ। এবারও তিনি দলে ফিরেছেন। তা সত্ত্বেও রাহুলের অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্ব দেওয়ার দক্ষতার উপর ভরসা রাখতে পারে ম্যানেজমেন্ট। রাহুলের আইপিএল অধিনায়কত্বের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট সমৃদ্ধ। লখনউ সুপার জায়ান্টসের হয়ে দীর্ঘদিন নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। তবে ২০২৪ সালের আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে লখনউয়ের হারের পর কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে মাঠের মধ্যেই তাঁর উত্তপ্ত কথোপকথন ক্যামেরায় ধরা পড়েছিল। সেই ঘটনা নিয়ে তুমুল চর্চা হয়েছিল ক্রিকেটমহলে। পরবর্তী সময়ে লখনউ ছাড়েন রাহুল। দিল্লিতে যোগ দিলেও গত মরশুমে অধিনায়কের দায়িত্ব পাননি ত্রিবার সৌরভের কোচিংয়ে রাহুলের নতুন ইনিংস শুরু হতে পারে বলে জল্পনা। অভিজ্ঞতা, ব্যাটিং দক্ষতা এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দীর্ঘদিন খেলার সুবাদে রাহুলকে নেতৃত্বের উপযুক্ত বলে মনে করতে পারে দিল্লি ম্যানেজমেন্ট। অন্যদিকে, সৌরভের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেট মস্তিষ্কের অধীনে কাজ করার সুযোগও রাহুলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। তবে এই মুহূর্তে সবটাই জল্পনার পর্যায়ে। ঋষভ পন্থের উপস্থিতিও অধিনায়ক নির্বাচনের সমীকরণকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। শেষ পর্যন্ত দিল্লি ক্যাপিটালস কাকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেয়, তা জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার। গোয়েঙ্কার সঙ্গে বিতর্কের পর হারানো অধিনায়কত্ব কি এবার সৌরভের হাত ধরে ফিরে পাবেন কে এল রাহুল? নতুন মরশুমের আগে দিল্লি শিবিরের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এখন সেটাই।



এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইতিহাস গড়ার হাতছানি!

১ নভেম্বর ঃ এশিয়ার মঞ্চে নতুন ইতিহাস গড়ার সামনে ইস্টবেঙ্গলের মহিলা ফুটবল দল। এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বে এবার প্রথমবার নকআউটে ওঠার স্বপ্ন দেখছে লাল-হলুদ শিবির। আর সেই লক্ষ্যে প্রথম ম্যাচেই জয় তুলে নিতে মরিয়া মশাল গার্লস। প্রতিপক্ষ ভিয়েতনামের হো-চি-মিন সিটি উইমেন্স এফসি। ঘরের মাঠে সমর্থকদের সামনে নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিতে প্রস্তুত অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের দল। অন্যদিকে, নতুন চ্যালেঞ্জের আগে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ইস্টবেঙ্গল কোচও। তাঁর আশা, প্রস্তুতির প্রতিফলন দেখা যাবে মাঠে। এবারের প্রতিযোগিতা ভারতীয় মহিলা ফুটবলের জন্যও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এই প্রথম দেশের মাটিতে আয়োজিত হতে চলেছে এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বের ম্যাচ। ফলে কলকাতার কিশোর ভারতী স্টেডিয়াম কার্যত এশীয় মহিলা ফুটবলের অন্যতম আকর্ষণের কেঃদ্র হয়ে উঠতে চলেছে। দেশের মাটিতে এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই বাড়তি আত্মবিশ্বাসী ইস্টবেঙ্গল। গত কয়েক বছরে মহিলা ফুটবলে একের পর এক সাফল্য পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল। গত মরশুমে তিনটি ম্যাচ বাকি থাকতেই ভারতসেরা হওয়ার নজির গড়েছিল অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের দল। তার আগে মহিলা প্রিমিয়ার লিগেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল লাল-হলুদ শিবির। শুধু ঘরোয়া ফুটবল নয়, আন্তর্জাতিক মঞ্চেও নিজেদের শক্তি প্রমাণ করেছে ইস্টবেঙ্গল। গত মরশুমে কাঠমান্ডুতে মহিলাদের সাফ ক্লাব কাপ চ্যাম্পিয়নশিপে সাফল্যের পর এখনও পর্যন্ত আটটি আন্তর্জাতিক ম্যাচে অপরাজিত রয়েছে দল। সেই ধারাবাহিকতাই এবার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ধরে রাখতে চাইছেন ফুটবলাররা। এই প্রতিযোগিতার গ্রুপ পর্বে ইস্টবেঙ্গলের সামনে রয়েছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। গ্রুপ বি-র প্রতিটি ম্যাচই আয়োজিত হবে কলকাতার কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে। প্রথম ম্যাচে ভিয়েতনামের হো-চি-মিন সিটির মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল। এরপর ৪ নভেম্বর দক্ষিণ কোরিয়ার হুয়াচিওন কেএসপিও ডব্লুএফসির বিরুদ্ধে মাঠে নামবে তারা। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ৬ নভেম্বর প্রতিপক্ষ ৪.২৫ এসসি। তিনটি ম্যাচই শুরু হবে রাত ৮টায়। ফলে ঘরের মাঠে সমর্থকদের উপস্থিতিকে বাড়তি শক্তি হিসেবে কাজে লাগাতে চাইছে লাল-হলুদ শিবির। প্রথম ম্যাচে জয় পেলে পরবর্তী লড়াইগুলির আগে আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়ে যাবে। তাই শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলার পরিকল্পনা রয়েছে দলের।প্রতিযোগিতায় নামার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে নিজেদের প্রস্তুতি ও আত্মবিশ্বাসের কথা জানিয়েছেন ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলার সাথী দেবনাথ। তাঁর কাছে কিশোর ভারতী স্টেডিয়াম বিশেষ আবেগের জায়গা। সাথী বলেন, ‘ ভারতী আমাদের জন্য খুবই স্পেশাল। এখানেই নিজের ট্রফি জেতা শুরু। চেষ্টা করব নিজের সবটুকু উজাড় করে ইস্টবেঙ্গলকে জেতানোর।’’আগস্ট মাসে শেষবার প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলেছিল মশাল গার্লস। অর্থা প্রায় দু’মাস পর ফের বড় মঞ্চে নামতে চলেছেন তাঁরা। তবে দীর্ঘ বিরতি নিয়ে বিশেষ চিন্তিত নন সাথী। তাঁর বক্তব্য, প্রাক-মরশুম প্রস্তুতিতে নির্দিষ্ট রুটিন মেনে অনুশীলন করেছেন প্রত্যেকেই। ফলে শারীরিক সক্ষমতা নিয়ে উদ্বেগের কারণ নেই। অন্যদিকে, দলের প্রস্তুতি নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ। আন্তর্জাতিক ফুটবলের গতি এবং প্রতিপক্ষের শক্তি সম্পর্কে সচেতন তিনি। সেই অনুযায়ী দলকে তৈরি করেছেন বলেও জানিয়েছেন কোচ।অ্যান্থনির কথায়, ‘ আন্তর্জাতিক মঞ্চ। এখানে দ্রুতগতিতে খেলা হবে। সেইমতোই আমরা নিজেদের শক্তি বাড়িয়েছি। বেশ কয়েকজন বিদেশি ফুটবলারকেও নেওয়া হয়েছে। সবাই পরিশ্রম করেছে। আশা করি মাঠে তার প্রতিফলন দেখা যাবে।’’ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ এখনও শুরু না হওয়ায় প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচের অভাব কিছুটা সমস্যায় ফেলতে পারে দলকে।

মাঝপথে খেলা থামিয়ে মাঠে স্কুটার নিয়ে বৃদ্ধ! অবাক ভারতীয় ক্রিকেটারেরাও

১ নভেম্বর ঃ খেলা থমকে গেল এক অদ্ভুত কারণে। উইকেটের সামনে দিয়ে স্কুটার চালিয়ে চলে গেলেন এক বৃদ্ধ! তাঁকে দেখে প্রথমে হতবাক হয়ে যান ক্রিকেটারেরা। ঘটনাটি ভারত ‘এ’ এবং নিউজিল্যান্ড ‘এ’ দলের মধ্যে দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্টের। দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারতের ৩৪৬ রানের জবাবে নিউজিল্যান্ড ৩ উইকেটে ২১৮। ধ্রুব জুরেল করেন অধিনায়কোচিত ১০৫ রান। হ্যাগলি ওভালে প্রথম দিনের খেলা তখন শেষ দিকে। পান্ত বেলায় ৮৩তম ওভার শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন নিউজিল্যান্ড ‘এ দলের পেসার ব্রেট র‍্যান্ডেল। বল করার জন্য দৌড় শুরু করতে যাবেন। এমন সময় তাঁকে থামতে বলেন আকাশ দীপ। তখন ৯৬ রানে ব্যাট করছিলেন জুরেল। আকাশ দীপ অপরাজিত ১১ রানে। দেখা যায়, মাঠের মধ্যে দিয়ে স্কুটার চালিয়ে যাচ্ছেন এক বৃদ্ধ! সাইটস্ক্রিনের সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে তাঁর স্কুটার। কেন তাঁকে থামতে বলা হল, প্রথমে বুঝতে পারেননি র‍্যান্ডেল। পিছন ফিরে তাকাতেই পরিস্কার হয়ে যায় বিষয়টি। মাঠের মধ্যে স্কুটার নিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন এক বৃদ্ধ। খেলা হচ্ছে কি হচ্ছে না, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না তাঁর। সম্ভবত দিনের শেষ কয়েক ওভার খেলা দেখার জন্য পছন্দসই জায়গার খোঁজেই তাঁর এই অভিযান। বৃদ্ধ নিরাপদে মাঠ পার না হওয়া পর্যন্ত বোলারকে অপেক্ষা করতে বলেন আকাশ। কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ থাকে খেলা। ভারতীয় ক্রিকেটারেরা অবশ্য বিষয়টি বেশ উপভোগ করেন। ধারাভাষ্যকারেরাও হাসি চাপতে পারেননি। মজার ছলে ওই বৃদ্ধকে খেলা দেখার অন্যতম সেরা জায়গা খুঁজে নেওয়ার জন্য অভিনন্দন জানান তাঁরা। হ্যাগলি ওভালের সৌন্দর্যই এমন। মাঠের চারপাশে বিস্তীর্ণ সবুজ ঘাসের জমি। সেখানে বসে খেলা দেখার সুযোগ রয়েছে দর্শকদের। কিন্তু খেলা চলাকালীন মাঠের মধ্যে স্কুটার নিয়ে কোনও দর্শকের এভাবে হাজির হওয়া যে ক্রিকেটারদের কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত। ক্রিকেটের ইতিহাসে এমন বিরল দৃশ্য যে সহজে ভোলার নয়! উল্লেখ্য, জুরেলের সেঞ্চুরি এবং আকাশের দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে ৩৪৬ রানে শেষ হয় ভারত ‘এ’ প্রথম ইনিংস। শনিবার দিনের শেষে ৯৯ রানে অপরাজিত থাকা জুরেল রবিবার সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর সংগ্রহ ১০৫ রান। আকাশও ৬৮ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন। মহম্মদ সিরাজ কোনও রান করতে পারেননি। মুকেশ কুমার অপরাজিত থাকেন ৫ রানে। নিউজিল্যান্ড ‘এ’ হয়ে ফ্রেসার শিট ৬৩ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ১৩ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল কিউয়িরা। তবে ম্যাথুউ বয়েল এবং ডিন ফক্সক্রফটের দাপুটে ব্যাটিংয়ে ঘুরে দাঁড়ায় তারা। দিনের শেষে বয়েল ১০৭ এবং ফক্সক্রফট ৮০ রানে অপরাজিত। চতুর্থ উইকেটে ইতিমধ্যেই উঠেছে ২০৫ রান। ভারতের হয়ে মুকেশ ৪৪ রানে ২টি এবং সিরাজ ৪৯ রানে ১টি উইকেট নিয়েছেন। তবে মাঠে স্কুটার নিয়ে বৃদ্ধর ঢুকে পড়ার ঘটনা নিয়েও চর্চা তুঙ্গে।



আমেরিকায় ফুটবল ম্যাচের পর রক্তাক্ত বার্মিংহাম! নিহত ১, জখম ৮

১ বার্মিংহাম, ১ নভেম্বর ঃ ফুটবল ম্যাচ ঘিরে উসবের আবহ কাটতে না কাটতেই ভয়াবহ গোলাগুলির ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল আমেরিকার আলাবামা প্রদেশের বার্মিংহাম। ম্যাজিক সিটি ক্লাসিক ফুটবল ম্যাচ শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই লেজিয়ন ফিল্ডের কাছে চলল এলোপাথাড়ি গুলি। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত একজনের মৃত্যু হয়েছে। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন আরও আটজন। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনার পরেই নিরাপত্তার স্বার্থে স্টেডিয়াম চত্বরের সমস্ত অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঘটনাটি ঘটে শনিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ৫০ মিনিট নাগাদ। বার্মিংহামের লেজিয়ন ফিল্ডের কাছে গ্রেমন্ট অ্যাভিনিউয়ের ৪০০ ব্লক এলাকায় আচমকাই গুলির শব্দে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তখনও সদ্য শেষ হওয়া ম্যাজিক সিটি ক্লাসিক ফুটবল ম্যাচকে কেঃদ্র করে এলাকায় সমর্থকদের আনাগোনা ছিল। ম্যাচ উপলক্ষে স্টেডিয়ামের বাইরে চলছিল উসব ও জমায়েত। এমন পরিস্থিতিতে পরপর গুলির শব্দে কার্যত আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিঃদা থেকে শুরু করে ফুটবলপ্রেমীরা। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বার্মিংহাম পুলিশ বিভাগের আধিকারিক ও গোয়েঃ দাদের একটি দল। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁরা একাধিক ব্যক্তিকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। আহতদের কাছে যাতে জরুরি ভিত্তিতে চিকিসাকর্মীরা পৌঁছতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করা হয়। বার্মিংহাম ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ বিভাগের কর্মীরাও উদ্ধারকাজে যোগ দেন। পুলিশের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, এই ঘটনায় মোট ন’জন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। বাকি সাতজন আপাতত স্থিতিশীল রয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। তবে মৃত ও আহতদের পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখনও প্রকাশ করা হয়নি। ঘটনাস্থল থেকে একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে তদন্তকারী আধিকারিকরা। সেগুলি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশের হেফাজতে রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যেই একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বার্মিংহাম থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে ওই ব্যক্তি সরাসরি গুলিচালনার সঙ্গে যুক্ত কি না, তা এখনও নিশ্চিত করেনি পুলিশ। কেন এই হামলা চালানো হল, কারা এর পিছনে রয়েছে এবং ঘটনার নেপথ্যে ব্যক্তিগত শত্রুতা নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। এদিকে, গুলিচালনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই দ্রুত পদক্ষেপ করে প্রশাসন। ম্যাজিক সিটি ক্লাসিক উপলক্ষে লেজিয়ন ফিল্ডের আশপাশে চলা সমস্ত টেলগেটিং অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, টেলগেটিং হল ফুটবল ম্যাচের আগে বা পরে স্টেডিয়ামের বাইরে সমর্থকদের জমায়েত, খাওয়াদাওয়া ও উসবের আয়োজন। পুলিশের তরফে উপস্থিত সকলকে দ্রুত স্টেডিয়াম চত্বর ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে আপাতত ওই এলাকায় না যাওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। বার্মিংহাম পুলিশ বিভাগের তরফে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি সতর্কবার্তাও প্রকাশ করা হয়। সেখানে জানানো হয়, ম্যাজিক সিটি ক্লাসিকের সমস্ত টেলগেটিং কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব সবাইকে স্টেডিয়াম এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত লেজিয়ন ফিল্ডের আশপাশে না আসার জন্যও সাধারণ মানুষকে অনুরোধ করা হয়।তবে লেজিয়ন ফিল্ড সংলগ্ন